হিন্দুজাতি ও শিক্ষা।

দ্বিতীয় ভাগ

ইংরেজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষার কাহিনী—দ্বিতীয় খণ্ড।

(অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে কলিকাতা
বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন পর্য্যন্ত।)

শ্রীউপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রকাশক—

শ্রীশ্রীকালী ঘোষ।

৫৮নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৯১৪

মূল্য এক টাকা।

সূচীপত্র।

দ্বিতীয় খণ্ড।

সূচনা।

পৃষ্ঠা ।

হিন্দুজাতি ও শিক্ষা

য় ভাগ

বাঙ্গালীরা ও শিক্ষা।

(১৮৩০—৪০)

১৮৩৫ সাল পর্য্যন্ত এদেশের গবর্ণমেণ্ট, ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপ ছিলেন না—গবর্ণমেণ্ট স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হইবে না তাহাই স্থির ছিল। এসময় বাঙ্গালীরা নিজেরাই অসংখ্য ইংরেজী স্কুল খুলিয়াছিল: এসকল স্কুলের তালিকা সংগ্রহ অথবা সংখ্যা নিরূপন করা অসম্ভব। অনেক স্কুল অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইত; অনেকস্থানে সামান্ত মাত্র সংখ্যায় ছাত্র পড়িত। এ নিয়মের অনেক ব্যতিক্রমও ছিল সে সময়ের স্থাপিত স্কুল একটি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। গৌর মোহন আঢ্যের স্থাপিত ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী (Oriental Seminary) এখনও কলিকাতার একটী প্রধান বিদ্যালয়

স্কুলের সংখ্যা নিরূপিত করিতে না পারিলেও বাঙ্গালীদের মধ্যে সে সময়ে ইংরেজী শিক্ষার কিরূপ প্রচলন ছিল তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন নয়। ১৮৩০ সালে যখন পাদরীগণ এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রদানের প্রস্তাব করেন, তাঁহারা স্বীকার করেন যে তখন কলিকাতা নগরে অন্যূন দুই সহস্র বাঙ্গালী ছাত্র বাঙ্গালীদের স্থাপিত স্কুলে পড়িতেছে। তাঁহারা আরও বলেন যে সমগ্র ভারতবর্ষে তখন যাহারা ইংরেজী পড়িতেছে তাহাদের সংখ্যা এরূপ হইবে না। ১৮৩৫ সালে ট্রেভিলিয়ান সাহেব (Sir Charles Travelyan) হিসাব করেন যে অন্যূন ছয় সহস্র বাঙ্গালী বালক ইংরেজী শিখিতেছিল।

"In Calcutta where there are at last six thousand

boys learning English." ট্রেভিলিয়ান সাহেব সাধারণ শিক্ষা সমিতির (General Committee of Public Instruction) একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন।

আর এক উপায়ে সে সময়কার ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যাইবে। ১৮৩৪,৩৫ সালে কলিকাতা স্কুলবুক ডিপজিটরী হইতে ৩১৬৪৯ খণ্ড ইংরেজী পুস্তক বিক্রয় হয়—

"The people are greedy for European knowledge and crowd to our seminaries in greater number than we can teach them."

এই সময়ে Boutros বলিয়া একজন অধ্যাপক দিল্লি কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। তখন দিল্লি কলেজে প্রায় সকল বালকই অপরাপর গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত কলেজের ন্যায়, পড়িতে মাসহারা চাহিত। Boutros সাহেব সেই সময়ে কলিকাতায় ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"Tha English language itself has thus become not only of material advantage but it is fashionable in Indian metropolis; a Native gentleman does not like to confess his ignorance of it; it seems as if he would lose caste in the eyes of an Englishman of rank by addressing him in Bengalee. From the operation of the causes above enumerated, in ten or fifteen years more, it will be difficult to find in Calcutta, a man under 30, above the rank of a Palkee bearer, unable to speak English.

বাঙ্গালা দেশের জমিদারগণ সে সময়ে কিরূপ আগ্রহের সহিত শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করিতেন নিম্ন লিখিত অংশ হইতে তাহা কতকটা প্রকাশ পাইবে।

" The Chowdhury Baboos of Taki became anxious that the children in their own zemindary should participate in these benefits. They accordingly set about vigorously doing their part. They erected a spacious school room and school house for the teacher. The latter of which they furnished in the European fashion in a very neat and substantial manner, and they added the liberal allowance of 250 Rs. per month to the salary allowed to the master from the funds of the mission. Thus encouraged, a gentleman who had been employed as an Usher in the parent institution at Calcutta undertook the charge of the Taki school, which soon consisted of upwards of 150 scholars, and in 1835 when visited by the writer of these remarks, the progress of the pupils in the English Language, Geography, General and Bible History, Mathematics and Geometry, was everything gratifying and creditable. Such moreover was the zeal, with which the youths entered into this scheme for their instruction that, at the Annual Examination at Calcutta of the Parent school, a number of them were brought all the way frem their native villages to contend for prizes there given, and were not unsuccessful.

দেশের সাধারণ লোকও শিক্ষা লাভের নিমিত্ত সে সময়ে লালায়িত হইয়াছিল। কলকারখানার শ্রমজীবিদিগের পর্য্যন্ত ইংরেজী শিক্ষা লাভের নিমিত্ত আগ্রহ জন্মিয়াছিল।

" Another proof of the value set upon education whieh we are now bestowing, and of the readiness—of the natives to obtain it for their children, is found in the

fact of ihe native superintendents, employed at the Gloucester Cotton Works in the neighbourhood of Calcutta having applied in 1836 to obtain a schoolmaster from the Assembly's Institution, who shonld be under the immediate control of the missionaries themselves. This was the more easily attainable as the Cotton Works was within twenty miles of Calcutta; and the public spirited superintendent at that time Mr. William Patrick entering at once and heartily into the view of his native workmen, the school was established; and a young native who had for several years been a monitor at the parent institution, was placed in charge of it. It is not the least remarkable circumstance attending this school that several Christian children who had been brought out from Glasgow and Paisley, before their education had been completed, were placed nnder this Native Schoolmaster."

দেশমধ্যে সে সময়ে পল্লীগ্রামের বালকদিগের পর্য্যন্ত ইংরেজী শিক্ষার নিমিত্ত কিরূপ আগ্রহ হইয়াছিল নিম্ন লিখিত অংশ হইতে প্রকাশ হইবে।

"Some gentlemen coming to Calcutta were astonished at the eagerness with which they were pressed for books by a troop of boys who boarded the Steamer from an obscure place called Komercolly (কুমারখালী), A Plato was lying on the table and one of the party asked a boy whether that would serve his purpose. 'O yes, he exclaimed, "give me any book." The gentleman atlast hit upon the expedient of cuttiug up an old Quarterly Review and distributing ths articles among them. In

the evening when some of the party went ashore, the boys of the town flocked round them, expressing their regret that why there was no English School in the place and saying that they hoped that the Governor General to whom they made an application on the subject when on his why up the country, will establish one."

উপরে গৌর মোহন আঢ্যের স্থাপিত স্কুলের কথা বলিয়াছি। সময়ে স্কুলটী কলিকাতার মধ্যে একটী প্রধান বিদ্যালয় হয়। তখন কি ভাবে বাঙ্গালীরা স্কুল স্থাপন করিত, স্কুলে কি পড়ান হইত, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত স্কুলের রিপোর্ট হইতে নিম্ন লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংকলন করিয়া দিলাম।

গৌর মোহন আঢ্যের নিবাস চুঁচুড়ায় ছিল। তিনি সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার বাল্যাবস্থায় দেশে ইংরেজী স্কুলের সংখ্যা বড় অধিক ছিল না। পরে নিজ চেষ্টায় তিনিইংরেজী ভাষায় ও সাহিত্যে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮২৯ সালে কলিকাতায় অনেকগুলি ইংরেজী স্কুল বাঙ্গালীরা প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দুস্কুলের বিবরণ লিখিবার পরিচ্ছেদে কি কারণে এরূপ ঘটিয়াছিল তাহা উল্লেখ করিয়াছি। এই সময় গৌরমোহন আঢ্য কলিকাতায় একটী ইংরেজিস্কুল খুলিতে সংকল্প করেন। বাঙ্গালী বালকেরা অল্প মাহিনায় পড়িতে পারে তাহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বাগবাজারে বসু মল্লিকের ঘাটের নিকট বৈশোহাটা নামকস্থানে তিনি একটী শিশুদের নিমিত্ত বিদ্যালয় (Infant School) খুলেন। এই শুভ অনুষ্ঠানে তিনি তৎকালীন অনেক সম্ভ্রান্ত ও সিশিষ্ট বাঙ্গালীর সাহায্য পাইয়াছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব, নড়ালের খ্যাতনামা জমিদার রামরতন রায়, রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, কাশীনাথ ঘোষ, বৈষ্ণব দাস মল্লিক ইঁহারা সকলেই নব স্থাপিত স্কুলের পৃষ্টপোষক ছিলেন ও যথাসাধ্য গৌরমোহন আঢ্যকে সহায়তা করিতেন। পঞ্চাশটী ছাত্র লইয়া প্রথমে স্কুলটী স্থাপিত হয়। চারটীমাত্র শ্রেণী ছিল উচ্চতম

শ্রেণীতে Murray's Sequel to the English Reader পড়ান হইত। গৌরমোহন আঢ্য নিজে পড়াইতেন। স্কুলটীর অবস্থা ক্রমশঃ উন্নত হইতে লাগিল, ছাত্র সংখ্যার বৃদ্ধি হেতু বেঁশোহাটার ক্ষুদ্র গৃহটি শীঘ্রই পরিত্যাগ করিতে হয়। ।৷৹ আট আনা হইতে ২৲ দুই টাকা মাহিনা করা হইল; স্থানাভাব হেতু ২।৩ বার বাটী পরিবর্ত্তন করিতে হয়; পরে স্কুলটীর নিজের গৃহ নির্ম্মান হয় ও মূলস্কুল ব্যতীত দুইটী শাখা স্কুল খুলিতে হয়। গৌরমোহন আঢ্য নিজ স্থাপিত স্কুলের চরম উন্নতির অবস্থা দেখিতে পান নাই। ১৮৪৫ সলে ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে স্কুলের একটী শিক্ষকের অনুসন্ধানে তিনি শ্রীরামপুর গিয়াছিলেন; কলিকাতায় ফিরিবার সময় নৌকাডুবি হইয়া তাঁহার কাল হয়।

আমাদের মধ্যে অনেকেরই মনে ধারণা আছে যে বিনা সাহায্যে বাঙ্গালীরা কোন বড় উদ্যোগের ভার লইতে পারে না। ১৮৫৪ সালের স্কুলের রিপোর্ট হইতে সে সময়ের শিক্ষক দিগের নাম, পাঠ্য সামগ্রী ছাত্র সংখ্যার তালিকা নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। নিজ চেষ্টায় শিক্ষাপ্রাপ্ত সে সময়কার একজন বাঙ্গালীর স্থাপিত ইংরেজী স্কুলের অবস্থা পাঠ করিলে এ দেশের শিক্ষা বিস্তার সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা আমাদিগের মন হইতে দূর হইতে পারে।

এই সময়ে স্কুলে তিন প্রকার শিক্ষক পড়াইত। নিম্নকার শ্রেণীতে ফিরিঙ্গী অথবা ইয়োরোপীয়গণ শিক্ষা দিত। ইংরেজী উচ্চারণ ও ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান যাহাতে বালকদিগের সহজে হয় সেই অভিপ্রায়ে এই শ্রেণীর শিক্ষকগণ শিক্ষা প্রদান করিত। তাহার উপর কয় শ্রেণীতে ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি পাঠ্য সামগ্রী শিক্ষিত বাঙ্গালী শিক্ষকগণ পড়াইত। উচ্চতম শ্রেণীতে বিশেষ পারদর্শী ইংরেজ শিক্ষকগণ শিক্ষা প্রদান করিত। তখন উচ্চশ্রেণীতে কি পড়ান হইত নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম—

Literature—Shakespeare's plays, Othello, Macbeth, Hamlet, King Lear, Richard II, and The Merchant of Venice; Young's Night Thoughts to four nights; Bacon's Essays, the whole; Burke on the Sublime and Beautiful. History:—Hume's History of England, Reign of Elizabeth, and Robertson's State of Europe and Charles V. Five books. Mental Philosophy: –Stewart as far as the Association of Ideas. Moral Philosophy:—Smith's Moral Sentiments. Natural Philosophy:—Mechanics Hydrostatics, Pneumatics Optics and Astronomy. Mathematics: Six Books of Euclid: Algebra, Quadratic Equations and Proportions. English composition:—Essays. Bengali:—Probode Chandrika and Essays.

THE ORIENTAL SEMINARY.

Twenty fifth year, 1854.

Baboo Hurrakisto Addy — Proprietor and Manager Secrctary.

Establishment on the 1st of May, 1854.

Reverend J. Nash D. D, — Principal.

Reverend J. Leigh Spencer, A. M. — Professor of Literature.

ASSISTANTS IN THE SENIOR DEPARTMENT.

1. Pascal De Rozario; 2, J. De Souza; 3. A. Wilson and T. D. Lace Esquires.

ASSISTANTS IN THE JUNIOR DEPARTMENT.

1. Baboo Sree Nath Banerjee; 2. Baboo Rassick Lall Sirkar; 3. Mr. J. Vallis; 4. Baboo Ram Sebak Burral; 5. Baboo Brindabon Biswas; 6.

Mr. J. Martyn; 7. Subal Chandra Day; and 8· Baboo Bostom Charan Day.

Pandit Modoosudhan Chutamani.	Pandit,
Bostom Charan Dey.	Librarian.
Issen Chandra Banerjee,	Writer.

PATSHALA.

Narshing Chandra Bhattacharjia.	Head Pundit.
Ram Jeban Mookerjee.	Assistaut Ditto.
J. De Souza, Esquire.	Headmaster,
Baboo Kaylas Chandra Bosu	First Assistant.
„ Russick Lal Chander.	Second Ditto.
„ Govind Chandra Ghosal.	Third Ditto.
„ Omes Chandra Banerjee.	Fourth Ditto.
„ Dino Nath Mukerjee.	Fifth Ditto.
„ Giridhari Para.	Sixth Ditto.
„ Gopal Chandra Sen.	Seventh Ditto.
Pandit Issur Chandra Nayratna.	Pandit.

BHOWANIPUR BRANCH SCHOOL.

First year, 1854.

J. D. Lace Esquire,	Head Master.
Baboo Goopee Mohan Dutt.	First Assistant.
„ Kaylas Chandra Banerjee.	Second Ditto.
„ Juggut Dallal Bysack.	Third Ditto.
Pandit Bhola Nath Saraswati.	Pandit.

	Pupils.
In the Oriental Seminary	510
Chitpore Road Branch School	335
Patshala	86
Total	931

The number attending the Bhowanipur Branch School. 130

Total 1061

পূর্ব্বে লিখিয়াছি ১৮১৬ সালে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য বেঙ্গল গেজেট্ প্রকাশ করেন। তাহার পর ১৬ বৎসর, যে সকল বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ হইয়াছিল, লং (Long) সাহেবের তালিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

Names of Newspapers r Periodicals.	When first published	How long continu-ed	Names of the writers.	Month-ly Price
Bengal Gazette	1816	1 Year	গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য	1-0-0
সমাচার দর্পন	1818	21 Years	J. Marshman	1-0-0
সংবাদ কৌমুদী	1819	33 Years	তারাদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	1-0-0
সমাচার চন্দ্রিকা	১৮২২		ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	1-0-0
সংবাদ তিমির নাশক		10 Years	কৃষ্ণমোহন দাস	
বঙ্গদূত		10 Years	নীলরত্ন হালদার	
সংবাদ প্রভাকর	১৮৩০	২৫ বৎসর	ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	1-0-0
সংবাদ সুধাকর		৩ ,,	প্রেমচাঁদ রায়	
অনুবাদীক		২ ,,		
জ্ঞানান্বেষণ	১৮৩১	১৩ ,,	দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়	
সুধাকর			রসিক মল্লিক	
সংবাদ-রত্নাকর		১ ,,	P. Roy.	
সমাচার শুভ রাজেন্দ্র		১ ,,	ব্রজমোহন সিংহ	
শাস্ত্র প্রকাশ		১ ,,	দুর্লভচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দোপাধ্যায়	

কৌতুকের সামগ্রী বলিয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণ (Calender) হইতে নিম্নাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

THE GENERAL ASSEMBLY'S INSTITUTION, CALCUTTA.

Affiliated, 1864.

This institution was established in 1830, by the General Assembly of the Church of Scotland. It is the oldest (তখন হিন্দুকলেজ ১৪ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে) Institution of the kind in India; for it was here that the system, now all but universally followed, was first tried,—of imparting the highest forms of knowledge, including sound Christian instruction, through the medium of the English language. Before this experiment, Bengali or Sanskrit had been exclusively favoured in Bengal by the Government, by Oriental Scholars, and even by Missionaries themselves. The new system was introduced by Dr. Duff, who began his Missionary labours by founding this Institution. Valuable help in the way of procuring pupils was given at the commencement by the famous Rajah Ram Mohon Ray!

গভর্ণমেণ্ট ও শিক্ষা।

(১৮৩০—৪০)

১৮২৯ সালে লর্ড আমহার্ষ্ট এ দেশ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেই বৎসর লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া এ দেশে আসেন। তাঁহার সময়ে এ দেশে প্রকৃত শিক্ষা প্রদান

আরম্ভ হয়। ছয় বৎসর শাসন কার্য্য করিয়া ১৮৩৫ সালে লর্ড বেণ্টিঙ্ক স্বদেশে ফিরিয়া যান।

১৮৩০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে কোর্ট অব ডিরেক্টরগণ (Court of Directors) শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা ভারত গভর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। "এক শ্রেণীর এরূপ লোক প্রস্তুত হওয়া উচিত যে তাহারা বুদ্ধি ও চরিত্রগুণে দেশের দেওয়ানী সংক্রান্ত কাজ করিতে পারিবে"।

"To raise a class of persons qualified by their in elligence and morality for high employments in the civil administration of India." ইহা করিতে গেলে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সহিত ভালরূপে পরিচিত হওয়া উচিৎ। "As the means of bringing about this most desirable object we rely chiefly on their becoming through a familiarity of European literature and science conversant with the ideas and feelings of civilized Europe."

"এ দেশের লোক দিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত, আরবী, ও ফারসী পড়াইবার নিমিত্ত কলেজ খুলিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট প্রাচীন শিক্ষার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেছে তাহা দেখিয়া তাহারা সন্তুষ্ট হইবে। বিশেষ পণ্ডিত ও মৌলবীরা সন্তুষ্ট হইবে। যখন আমাদের রাজত্ব নূতন ছিল সেই সময়ের নিমিত্ত এইরূপ রাজনীতি অনুমোদিত, এখন ইহা তত আবশ্যক নহে।"

"The Oriental Colleges were founded as a means of conciliating the people by showing respect for the ancient learning, more especially as a means of conciliating the Pundits and Moulavis. This was politic in the early stage of our Empire in India. It is much less now."

১৮৩০ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালীরা নিজ চেষ্টায় ইংরেজী শিক্ষার সম্বন্ধে কি করিয়াছিল তাহা পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে। ১৮৩০ সালের পর মিশনারীগণ এদেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তার করিতে ব্যগ্র হয়, তাহারা কি ভাবে চেষ্টা করিতে ছিল, সে কথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইংরেজীতে অভিজ্ঞ এদেশীয় কর্ম্মচারীব অভাব (Court of Directors) কোর্ট অফ্ ডিরেক্টর দিগের ভাবিবার বিষয় হইয়াছিল। এ দেশে সে সময় এ অভাব কিরূপ বোধ হইতেছিল তাহা নিম্নে লিখিত উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যাইবে!

"Another great change has of late years been made in our Indian Administration which ought alone to excite us to corresponding exertions for the education of the natives. The system established by Lord Cornwallis was based upon the principle of doing everything by European agency. Europeans are no doubt superior to the natives in some of the most important qualities of administration, but the public revenue did not admit of the employment of sufficient number of them. The wheels of Government thus soon became clogged. More than half of the business of the country remained unperformed and at last it became necessary to abandon a plan which after a fair trial had become completely broken down. The plan which Lord William Bentinck substituted for this, was to transact the public business by native agency under European superintendence." Sir Charles Trevelyan.

প্রাচীন ভাষায় পাশ্চাত্য জ্ঞান শিক্ষার সম্বন্ধে বাঙ্গালীরা তখন কিরূপ ভাবিত নিম্নে উদ্বৃত অংশ হইতে কতকটা প্রকাশ হইবে।

"That we did not succeed in giving to those systems a more effectual impulse was not owing to any want of exertion in our part. We pushed them as far or farther than they would go, and it was only because the natives would not buy the books printed by us, or read them without being paid to do so, that a change was at last resolved on." Ibid.

পাদরিদিগের উত্তেজনাতেই হউক, কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরগণের আদেশেই হউক, শাসনকার্য্যের সুবিধার নিমিত্তই হউক, বা অপর কোন কারণেই হউক লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এ দেশে গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলন করিবার সঙ্কল্প করেন। এই সঙ্কল্পটী ৭ই মার্চ্চ ১৮৩৫ সালে তিনি একটী আদেশপত্র আকারে সাধারণ শিক্ষাসমিতির সদস্যগণের নামে প্রকাশ করেন। মন্তব্যটি প্রকাশ হইবার দিন কয়েকের মধ্যেই শাসনকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। নিম্নে মন্তব্যটির অনুবাদ ও মূল লিখিত হইল।

LORD BENTINCK'S RESOLUTION.

of 7 March 1835.

His Lordship in Council is of opinion that the great object of the British Government ought to be the promotion of European Literature and science amongst the natives of India and that all the funds appropriated for the purpose of education would be best employed on English education alone.

It is not the intention of his Lordship to abolish any college or school of uative learning, which the native population shall appear to be inclined to avail themselves of the advantages it affords. His Lordship in Council decidedly objects te the practice which has hitherto prevailed of supporting the students during the period of their education. He canceives that the only effect of such a system can be, to give artificial encouragement to branches of learning which, in the natural course of things, would he superseded by more useful studies, and he directs that no stipend shall be given to any student who may hereafter enter at any of these institutions, and that that when any Professor of oriental learning sh all vacate his situation the Committee shall report to the Government the number and state of the class, in order that the Government may be able to decide upon the expediency of appointing a successor.

It has come to the knowledge of his Lordship in Council that a large sum has been expended by the Committee in the printing of oriental works. His Lordship in Council directs that no portion of the funds shall hereafter be so employed.

His Lordship in Council directs that all the funds which these reforms will leave at the disposal of the

Committee, be henceforth employed in imparting to the native population a knowledge of English literature and science through the medium of the English language.

"বড় লাট সাহেবের ইচ্ছা নহে যে এদেশীয় প্রাচীন শিক্ষার নিমিত্ত যে সমস্ত স্কুল বা কলেজ আছে তাহা উঠিয়া যায়। যতদিন পর্য্যন্ত এদেশীয় লোকেরা এই সকল বিদ্যালয় প্রদত্ত শিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছা করিবে ততদিন পর্য্যন্ত এ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। কিন্তু এই সকল বিদ্যালয়ে পাঠ করিবার সময় ছাত্রদিগের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিতে বড়লাট সাহেব সম্পূর্ণ বিরোধী।

তিনি বিবেচনা করেন যে এই প্রথা জারী রাখিলে শিক্ষা প্রদানে এক প্রকার অস্বাভাবিক উৎসাহ প্রদান করা হয়। সে প্রকার শিক্ষার স্থলে নিশ্চয়ই সময়ে অন্য প্রকার প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রচলিত হইবে। তিনি আদেশ করেন যে ভবিষ্যতে এই সকল বিদ্যালয়ে যে সকল ছাত্র ভর্ত্তি হইবে তাহাদিগকে আর মাসহারা দেওয়া হইবে না। আর এই সকল বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ যখন কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন তখন সাধারণ শিক্ষা সমিতির সদস্যগণ ঐ অধ্যাপকের নিকট কত ছাত্র পড়িত ও ছাত্রদিগের শ্রেণীর সংক্রান্ত অপরাপর সংবাদ তালিকা করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল করিবেন। সেই অধ্যাপকের স্থলে অন্য অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন কি না, তালিকা দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট স্থির করিবেন। গভর্ণর জেনারেল আরও অবগত হইয়াছেন যে পাশ্চাত্য ভাষায় গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে সাধারণ শিক্ষা সমিতি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। গভর্ণর জেনারেল আদেশ করেন যে ভবিষ্যতে সরকারী আয় হইতে এই উদ্দেশ্যে আর অর্থ না ব্যয় হয়।

গভর্ণর জেনারেল আদেশ করেন যে এইরূপ সংস্কারের ফলে যে অর্থ

উদ্বৃত্ত হইবে সেই অর্থে এ দেশীয় লোকদিগকে ইংরেজী ভাষার সাহায্যে ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শন শিক্ষা দেওয়া হইবে।"

গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত সাধারণ শিক্ষা সমিতি (General Committee of Public Instruction) তখন শিক্ষা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের বেনামি বিভাগ ছিল। ছয় সাত জন উচ্চ পদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী ইহার সভ্য ছিলেন। তাঁহাদের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে মতামত সংগৃহীত হইলে, ইংরেজী শিক্ষা দিবার মতই সাব্যস্ত হইল। একজন কর্ম্মচারী ইহার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি তখন সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি পদ ত্যাগ করিলেন; মেকলে সেই পদে বসিলেন। "গভর্ণর জেনারেলের মত যে এদেশবাসী দিগের মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদান ও বিস্তার ইংরেজ রাজ্যের মহান্ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত; ও যে সমস্ত অর্থ শিক্ষার নিমিত্ত ব্যয় হয় তাহা কেবল মাত্র ইংরেজী শিক্ষার ব্যয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।"

লর্ড বেণ্টিঙ্কের মন্তব্যের ফলে দেশে হুগলি কলেজ, ঢাকা কলেজ, কৃষ্ণ নগর কলেজ স্থাপিত হয়। কলিকাতায় মেডিকেল কলেজও এই সময় খোলা হয়। এই সকল কলেজ গুলির উৎপত্তির কথাও সে সময়ে তাহাদের যে অবস্থা ছিল তাহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত নিম্নে লিখিতেছি :--

হুগলি কলেজ।

মহম্মদ মহসীন নামক সিয়ামতাবলম্বী একজন ধর্ম্মপরায়ন মুসলমান ভদ্র লোক হুগলিতে বাস করিতেন। তিনি একজন নিকট আত্মীয় হইতে অনেক আয়ের ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। ১৮০৬ সালে মহম্মদ মহসীনের কাল হয়। তাঁহার পুত্র কন্যা অথবা নিকট আত্মীয় কুটুম্ব কেহ ছিল না। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার সম্পত্তি ভগবানের সেবায় (To the service of God) সমর্পণ করিতে সঙ্কল্প করেন ও সেই মর্ম্মে উইল রাখিয়া যান

যশোহর জেলায় তাঁহার সৈয়দ পুরস্থ জমিদারী হইতে বার্ষিক ৪৫০০০, হাজার টাকা আয় হইত ; এতদ্ভিন্ন হুগলির ইমামবারা ও হুগলি জেলায় ইমাম বাজার তাঁহার সম্পত্তি ছিল। তিনি উইলে নির্দ্দেশ করিয়া যান যে তাঁহার সম্পত্তি নয় ভাগ করা হইবে। তিন ভাগ ধর্ম্ম সেবায় ও চার ভাগ কতকগুলি বৃত্তি ও পরিচারক দিগের বেতনের নিমিত্ত ব্যয় হইবে ; বাকি দুই ভাগ একসিকিউটরগণ (Executor) পাইবেন , দুই জন মুসলমান ভদ্রলোক Executors নির্দ্ধারিত হন। সময়ে অর্থ তসরূপ করিবার অভিযোগে গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং এক্সিকিউটর (Executor) হইলেন ও সম্পত্তি পরিচালনার নিমিত্ত একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন ; ইহার ফলে দীর্ঘকাল ব্যাপী মোকদ্দমা চলে ; প্রিভিকাউন্সিলে (Privy Council) পর্য্যন্ত সকল আদালতেই গভর্ণমেণ্টের জয় হয়। যতদিন মোকদ্দমা চলিতে ছিল ততদিন মহম্মদ মহসীনের সম্পত্তির আয় প্রায় সমস্তই জমিতেছিল। তাহার ফলে ১৮৩৫ সালে আট লক্ষ একষট্টি হাজার এক শত টাকা (৮৬১১০০,) সঞ্চিত হয়। সেই বৎসর এপ্রিল মাসে গভর্ণমেণ্ট হুগলিতে সে অর্থ হইতে কলেজ স্থাপন করিতে সঙ্কল্প করেন।

"The Governor General desires to provide instructions for all classes of the population in every possible branch of useful knowledge"

চুঁচড়ায় নদীতীরে ফরাসী জেনারেল লেপেরন (General Le Perron) ১৮১০ সালে যে অট্টালিকা নির্ম্মান করেন সেই গৃহ খরিদ করিয়া ১৮৩৬ সালে ১লা অগাষ্ট হুগলি কলেজ খোলা হয়। কলেজ খুলিবার তিন দিনের মধ্যে বার শত ছাত্র ইংরেজী বিভাগে ভর্ত্তি হইবার নিমিত্ত উপস্থিত হয়। অনেকে নদীর উভয় পারের তিন চারি ক্রোশ দূরস্থ গ্রাম হইতে আসে, এতদ্ব্যতীত তিন শত জন মুসলমান বালক আরবী ও ফারসী বিভাগে ভর্ত্তি হয়।

প্রথম তিনবৎসর কোনরূপ বেতন গ্রহণ করা হইত না। ছাত্রদিগের পড়িতে পুস্তকাদিও দেওয়া হইত। ১৮৩৯ সালে ছাত্রদিগের মাহিন প্রদানের নিয়ম হইল। অভিভাবকদিগের অবস্থানুসারে ৷৷০ আনা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত মাহিনা স্থির হইল। অনেক দিন পর্য্যন্ত কিন্তু অনেক বালক বিনা বেতনে পড়িত। ১৮৪৬ সালে নিয়ম হইল যে সকল বালককেই মাহিনা দিয়া পড়িতে হইবে। "The two hundred Mahomedan students attending the Madrassa do not pay a single rupee for their education ; whereas in the English Department, which is under the same roof, the Hindu students pay eight thousand rupees yearly in tuition fees." হুগলি কলেজের বার্ষিক আয় তখন প্রায় ৫৪ হাজার টাকা ছিল ; ব্যয় হইত ৬২ হাজার টাকা। যে টাকা অনাটন হইত গভর্ণমেণ্ট সাহার্য্য করিতেন। যখন হুগলি Branch school ব্র্যাঞ্চ স্কুল স্থাপিত হয়, তখন হুগলি জেলার জমিদারগণ স্কুল গৃহ নির্ম্মানের ও স্কুলের খরচের নিমিত্ত অনেক টাকা চাঁদা দেন। ব্র্যাঞ্চ স্কুল স্থাপিত হইবার পর সেই টাকা হইতে কিছু বাঁচে ; সেই টাকার সুদে মাসিক ৮৲ টাকা হিসাবে হুগলি কলেজে দুটী জলপানি দেওয়া হয় ; এতদ্ব্যতীত রাণী কাত্যায়ানী ৫০০০৲ টাকা কলেজে দান করেন ; তাহার উপসত্ব হইতে মাসিক ১৬৲ টাকার জলপানি আছে।

প্রথম বৎসরের শেষে ইংরেজী ও ফারসী বিভাগে হুগলি কলেজে ১২৭১ জন ছাত্র পড়িত ; তাহার মধ্যে ১০৬৮ জন হিন্দু ইংরেজী বিভাগে পড়িত। ১৬৯ জন মুসলমান ছাত্র আরবী ও ফারসী শিখিত ; আর ৩৪ জন ফিরিঙ্গী বালক হিন্দুদিগের সহিত ইংরেজী বিভাগে পড়িত। হুগলি কলেজে বালকের সংখ্যা ক্রমে অনেক হ্রাস হইয়া যায়। যখন কলেজ খোলা হয় তখন স্থির হইয়াছিল যে ৬০০ শত বালকের অধিক

ভর্ত্তী হইবেনা; তাহার কারণ ছিল, মিশনারীগণ হুগলি ও চুঁচড়ায় অনেকগুলি স্কুল খোলেন, সেই সব স্কুলে বালকেরা বিনা বেতনে অথবা অতি অল্প বেতনে পড়িতে পারিত; তাহার পর বাঙ্গালীরা চুঁচড়াতে ও নিকটবর্ত্তী গ্রামে স্কুল খুলিতে আরম্ভ করে, এই সকল কারণে পরে বালকের সংখ্যা চারি পাঁচ শতের অধিক হইত না।

ঢাকা কলেজ।

১৮৩৫ সালে (General Committee of Public Instruction) সাধারণ শিক্ষা সভা ঢাকাতে একটী স্কুল খুলিতে সঙ্কল্প করেন। প্রায় ৫০০০৲ টাকা চাঁদা উঠে। মনমোহন ঘোষের পিতা রামলোচন ঘোষের নিবাস ঢাকা জিলায় ছিল। তখন তিনি কলিকাতায় Board of Revenue আফিসে সেরেস্তাদারের কাজ করিতেন। তিনি স্কুল খুলিতে ১০০০৲ টাকা দান করেন। সাধারণ শিক্ষা সভার নিকট তিনি যে পত্র লিখেন তাহা নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

"For the accomplishment of an object so laudable it is, I am persuaded, the bounden duty of every one having the least regard for the prosperity of his own country, to contribute as far as lies in his power and this sentiment induces me to subscribe for the institution to the extent of Rupees one thousand a sum too much for an individual in my circumstances to afford without inconvenience, but which I have ventured to appropriate for the benefit of my countrymen, considering that every person, whether rich or poor ought to advance so far as lies in his power, the cause of education."

কিছুপরে রামলোচন ঘোষ ঢাকা কলেজ সংশ্লিষ্ট কেবল হিন্দু বালক দিগের শিক্ষার নিমিত্ত একটী পাঠশালা খুলিতে ৩০০০৲ টাকা প্রদান করিতে প্রস্তাব করেন। এ টাকা গৃহীত হয় নাই। যে বৎসর ঢাকা কলেজ খোলা হয় সেই বৎসর কলেজে দেড়শত বালক ভর্ত্তী হইয়াছিল। তিন বৎসরের মধ্যে বালকের সংখ্যা প্রায় ৩১০ জন হয়। প্রথম তিন বৎসর কোনরূপ মাহিনা লওয়া হইত না। ১৮৩৮ সালে প্রথম মাহিনা লইবার চেষ্টা হয়;। কিন্তু শীঘ্রই সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিতে হইল। ১৮৪৫ সাল হইতে বালকের নিয়মিত বেতন দিতে আরম্ভ করে।

ঢাকা কলেজ যখন খোলা হয় তখন উহা নামে মাত্র কলেজ ছিল। শিক্ষার সীমা অতি সামান্যই ছিল। ১৮৩৭ সালে "The most advanced pupils were reading Goldsmith's History of England and understood some of the propositions of the 1st Book of Euclid."

১৮৪২ সালে স্কুলটী কলেজে পরিণত হয়। England হইতে আনীত Ireland নামক একজন ইংরেজ কলেজের Principal নিযুক্ত হন।

যখন সিনিয়র স্কলারসিপ্ (Senior Scholarship) পরীক্ষা হইত তখন ঢাকা কলেজের ছাত্রেরা হিন্দু ও হুগলি কলেজের ছাত্রদিগের সহিত ঐ পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করিত। বলা বাহুল্য প্রতিযোগিতায় সমকক্ষ হইত।

যখন ঢাকায় স্কুল খোলা হয় তখন ১৪৪ জন ছাত্রের মধ্যে ১২৮ জন হিন্দু, ১০ জন মুসলমান ও ৬ জন খৃষ্টান বালক পাঠ করিত। ১৮৫০ সালে ৩৮৩ জন ছাত্রের মধ্যে ৩২৩ জন হিন্দু, ২৯ জন মুসলমান ও ৩১ জন খৃষ্টান বালক পাঠ করিত।

কৃষ্ণনগর কলেজ।

কৃষ্ণনগরে মিশনারীগণ অনেক দিন হইতেই আড্ডা করিয়াছিলেন ও তৎসঙ্গে স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮৪৩ সালে কৃষ্ণনগরে ইংরেজী স্কুল খুলিতে তথাকার সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালীরা সঙ্কল্প করেন; সেই উদ্দেশ্যে চাঁদা তোলা হয়। ৩৬০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। অর্থ পর্য্যাপ্ত না হওয়ায় সাহায্যের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা হয়; গভর্ণমেণ্ট সাহায্যদানে অস্বীকৃত হন; যে টাকা স্কুল খুলিতে চাঁদা উঠিয়াছিল বাঙ্গালীরা সেই টাকা তথায় মিশনারীগণের স্থাপিত স্কুলে প্রদান করেন।

১৮৪৫ সালে গভর্ণমেণ্ট কৃষ্ণনগরে একটী ইংরেজী কলেজ খুলিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করেন "The object of Government in thus providing tha means of a liberal and cheap education, for the inhabitants of these populous Districts, is to advance their moral and intellectual condition, and to fit them for taking that part in the administratiou of public affairs which it is the declared intention of the Legislature to give them, and which on every considera-tion of sound policy, it is obviously desirable they should possess."

এ সময় (নভেম্বর, ১৮৪৫ সালে) গভর্ণমেণ্টের আদেশে বাকুড়া ও বর্দ্ধমানে জেলা স্কুল স্থাপিত হয়, যশোহরে পূর্ব্বেই জেলা স্কুল খোলা হইয়াছিল। এই তিনটি স্কুলের নিমিত্ত চারিটী নিম্নবৃত্তী (Junior Scholarship) মাসিক ৮৲ টাকা হিসাবে নির্দ্ধারিত হইল। বৃত্তি ভোগীদিগের কৃষ্ণনগর কলেজে পড়িতে হইত।

১৮৪৬ সালে জানুয়ারী মাসের ১লা তারিখে একটী বাটী ভাড়া লইয়া কৃষ্ণনগর কলেজে স্থাপিত হয়, অল্প দিনের মধ্যেই গৃহ নির্ম্মাণের নিমিত্ত ১৫০৯০৲ টাকা চাঁদা উঠে; নবদ্বীপের মহারাজা ও কাশীম বাজারের রাজা ইঁহারা উভয়েই কলেজ নির্ম্মাণের নিমিত্ত জমি প্রদান করেন। গোয়াড়ির যে অংশকে এখন হরিনাথের বেড় বলে সেই অংশের একভাগ কলেজের নিমিত্ত কাসিমবাজারের রাজা দান করেন। প্রথম বৎসরেই ছাত্র সংখ্যা ২৮৯ জন হয়। বালকদিগের ৩৲ তিন টাকা ও ও ২৲ টাকা হিসাবে মাহিনা দিতে হইত। প্রথম বৎসর যাহারা ভর্ত্তী হইয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে ৩ জন মুসলমান, ৩ জন খৃষ্টান, অবশিষ্ট ২৮৩ জন হিন্দু ছিল। উচ্চবৃত্তি (Senior Scholarship) পরীক্ষায় কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্রগণ অন্যান্য কলেজের ছাত্রগণের সহিত প্রতি-যোগিতা করিত। ১৮৪৮ সালে গুণানুসারে কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে একজন ছাত্র এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে।

সংস্কৃত কলেজ।

১৮৩০ হইতে ১৮৪০ সাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে অনেক কৌতুকের সামগ্রী পাওয়া যায়। কলেজের Superintendent (তত্ত্বাবধারক) হইলেন একজন ইংরেজ সৈনিক পুরুষ (Captain Price.); ডাঃ উইলসন্ (Dr : Wilson) হইলেন প্রধান সম্পাদক। টাকশালের কর্ম্মচারী রস সাহেব (Ross) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান স ন্ধে শিক্ষা দিতেন। "They were delivered in English." ছাত্রেরা ই রে জী বুঝিত না। বহু কর্ম্মভার নিপীড়িত ডাক্তর টিট্‌লার (Dr. Tytler) ১৮২৬ সাল হইতে ইয়োরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর বক্তৃতা দিতেন। ৫ বৎসর পরে ডাক্তার গ্রাণ্ট (Dr. Grant) সাহেব এনাটমি ও ফিজিওলজি পড়াইতেন। এতদ্ভিন্ন ইয়োরোপীয় মতে রোগ

ত অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইত। ভালরূপে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দিবার নিমিত্ত কলেজের সংশ্লিষ্ট একটী ছোট হাসপাতাল খোলা হইল। তথায় ত্রিশটি রোগী থাকিবার ব্যবস্থা হয়। তথায় ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন ও সনাতন ধর্ম্ম শাস্ত্র অধ্যায়ী, সংস্কৃত কলেজের চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন ঈপপ্সু ছাত্রেরা, ইউরোপীয় মতে রোগ চিকিৎসা ও অস্ত্র ব্যবহার করিতে শিক্ষালাভ করিত। চিকিৎসা শিক্ষা এখানেও শেষ হইত না; তাহাদিগকে সুশ্রুত, চরক, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি সনাতন চিকিৎসা শাস্ত্র উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট পাঠ করিতে হইত। এইরূপ মিশ্রিত শিক্ষায় একটু গোল বাধে। কোন কোন ইংরেজ ডাক্তার বলিলেন সে এইরূপ সঙ্কর শিক্ষার প্রয়োজন নাই ও একপ্রকার শিক্ষা দেওয়া উচিত। "Dr. Tytler was very far from recommending any such innovation." ডাঃ টিটলার উভয় শিক্ষার ঘোর পক্ষপাতি ছিলেন। এই মতভেদ লইয়া সাধারণ শিক্ষা সমিতিতে (General Committee of Public Instruction) ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারই ফলে পর বৎসর কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়।

সংস্কৃত কলেজে প্রথম হইতেই বেদ পাঠ নিষিদ্ধ ছিল। প্রথম কারণ পড়াইবার লোক পাওয়া সহজ নহে, দ্বিতীয় কারণ পাছে দ্বিজাতী ভিন্ন অপরে ইহা পাঠ করে এই আশঙ্কায় এইরূপ নিয়ম হয়। বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চা প্রথমে আদৌ হইত না। ১৮৩০ সালে ছাত্রগন বাঙ্গলা ভাষা, শিক্ষা ও পরীক্ষার নিমিত্ত ব্যবহার করিতে অনুমতি পায়। ১৮৩৮ সালে পাশ্চাত্য প্রথায় গণিত, ভূগোল, ইতিহাস বাংলা ভাষায় শিক্ষা দিবার নিমিত্ত একজন শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইংরেজী শিক্ষা লইয়া বড়ই গোল হইত। ১৮২৭ সালে ইংরেজী ক্লাশ খোলা হয়; কিন্তু এ ক্লাশে বড় সুবিধা হইল না। ১৮৩৫ সালে এ ক্লাশ বন্ধ করিতে হয়। ১৮৪০ সালে Court of Directors দিগের তাড়নায় আবার ইংরেজী ক্লাশ খোলা হয়।

১৮২৩ সালে ১লা জানুয়ারী সংস্কৃত কলেজ খোলা হয়। তখন ৪৯ ছাত্র ভর্ত্তী হয়; দশ বৎসর পরে ছাত্রের সংখ্যা ১৩৫ জন হয়। ১৮৫০ সালে ৩০০ জন বালক পড়িত। বলা বাহুল্য কেহই ইহাদের মধ্যে বেতন দিয়া পড়িত না। সকলেই বিনা বেতনে পড়িত; পরন্তু অনেকে মাসহারা পাইত; ৫৲ টাকা হইতে ৮৲ টাকা মাসহারার নিয়ম ছিল।

সংস্কৃত কলেজের উপর পাদ্রীরা কখনই সদয় ছিলেন না; যখন কলেজ স্থাপন করিবার প্রথম কথা হয়, তখন তৎকালীন সরকারী খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রধান কর্ম্মচারী বিসপ্ হিবার (Bishop Heber) এ প্রস্তাবে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ১৮৩৫ সালে যখন গভর্ণমেণ্ট স্থির করিলেন যে এদেশে সংস্কৃত, আরবী, ও ফারসী শিক্ষা দিবার পরিবর্ত্তে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হইবে তখন পাদ্রীগণ সংস্কৃত কলেজের বিপক্ষে আর একবার খেপিয়া উঠেন। তাঁহারা বলেন যে সংস্কৃত কলেজের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্টের যে অর্থ ব্যয় হয় সে অর্থ ইংরেজী শিক্ষার নিমিত্ত ব্যয় হওয়া উচিত। পাদ্রী ডফ্ এই চেষ্টার মুখপাত্র ছিলেন। এদেশের শিক্ষার সম্বন্ধে লর্ড অকল্যাণ্ডের নিকট ডফ সাহেব তিন খানি পত্র লিখেন। পত্র গুলি এখনও রক্ষিত আছে। এক খানি পত্র হইতে পরে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। ফলে পাদরী সাহেবের জয় হয় নাই।

হিন্দু কলেজ। (১৮৩০-৪০)

১৮৩০ হইতে ১৮৪০ সালের হিন্দু কলেজের শিক্ষার ইতিহাস বিস্তারিত ভাবে লিখিবার প্রয়োজন নাই। পরিদর্শক ডঃ উইলসন কলেজের অভাব সম্বন্ধে জেনারেল কমিটির (General Committee) নিকট রিপোর্ট (report) (সমালোচনা পত্র) পাঠাইতেন। তাঁহারা হিন্দু কলেজের অভিভাবক দিগকে সেই অভাব পূরণ করিতে আদেশ

করিতেন ; অর্থের অভাব হইলে শিক্ষাসমিতির অনুমোদন অনুসারে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতেন ও গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সাহায্যের অনুপাত অনুসারে কলেজের উপর কর্ত্তৃত্ব প্রসারিত হইত। ১৮৩৫ সালে যখন এদেশের বালকগণকে ইংরেজী শিক্ষা দিবার অভিমত গর্ভর্ণমেণ্ট প্রকাশ করেন, তখন হিন্দু কলেজ গভর্ণমেণ্ট হইতে নিয়মিত সাহায্য পাইতেছিল, নামে ইহা সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ ছিল ; প্রকৃত পক্ষে ইহা তখনই গভর্ণমেণ্ট কলেজ হইয়া দাড়াইয়াছিল। ১৮৪১ সালে ইহা সম্পূর্ণরূপে গভর্ণমেণ্ট কলেজে পরিণত হয়। সেই বৎসর হইতে দেশীয় অভিভাবক গণের সহিত কলেজের সম্পর্ক প্রকৃত পক্ষে এককালে লোপ হয়।

১৮৩২ সালে কোর্ট অফ ডিরেক্টরস্ (Court of Directors) ডাঃ এডামসন্ (Dr. Adamson) নামক একজন পাদ্রীকে ইংলণ্ড হইতে হিন্দু কলেজের প্রধান অধ্যাপক করিয়া পাঠাইতে মনস্থ করেন। এ কথায় হিন্দু কলেজের অভিভাবকগণ আপত্তি করেন ; তাহার ফলে Dr. Adamsonএর নিয়োগ রহিত হয়। ১৮৩০ সালে পরিদর্শক ডাঃ উইলসন্ হিন্দু কলেজের একজন আইন ও নীতি দর্শনের (Law and Moral Philosophy) অধ্যাপকের অভাব জ্ঞাপন (report) করেন। তিনি বলিলেন "a course of lectures on morality might partly, however imperfectly, supply the want of religious instructions and would have a tendency to improve the sentiments and elevate the character of the students. He stated further that the want of such instructions had been felt by the students and that they had formed a society under the superintendence of Mr. De Rozio with the idea of discussing among themselves questions on morals and metaphysics." এই নীতিদর্শনের অধ্যাপক অভাবের

মূলে একটী কথা আছে। এই সময়ের হিন্দু কলেজের বালকগণের মধ্যে, স্বধর্ম্ম বিদ্বেষ রোগ দেখা দেয়। তাহার ফলে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উঠে।

ডিরোজিও নামক ফিরিঙ্গী যুবক নিম্নশ্রেণীর একজন শিক্ষক ছিলেন, তিনি, এই দলের গুরু হন। অনেক বিচার ও তর্ক চলিত। "It is understood that these discussions took a very sceptical turn and it may be doubted if their tendency was on the whole beneficial." "Several of the members of the General Committee thought it would be well to encourage this feeling among the students and to give it a right direction. Mr. W. W. Bird was decidedly of opinion that in the absence of religious instruction, which the constitution of the College involved, a course of lectures on morality might be most beneficial" ফলে এ বিচিত্র ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ডিরোজিওর চাকরী যায় ও অনেক বাঙ্গালী ছাত্র কলেজ পরিত্যাগ করে, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

আইন শিক্ষার সম্বন্ধে ১৮৩২ সালে T. Dickens নামক একজন ব্যারিষ্টার আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি তিন মাসের পর কার্য্য পরিত্যাগ করেন। তার পর বৎসর সার জন পিটার গ্রাণ্ট (Sir John Peter Grant) ঐ পদে নিযুক্ত হন। নিযুক্ত হইবার দুই মাস পরে তিনি সুপ্রিম কোর্টের (Supreme Court) জজ হন। সেই কারণে তাঁহাকে ঐ পদ ত্যাগ করিতে হয়। তাহার পর বৎসর, ফারম্যান (Firman) বলিয়া আর এক জন ব্যারিষ্টার ঐ পদে নিযুক্ত হইবার কথা হয়। অনেক দিন পর্য্যন্ত উপযুক্ত ব্যক্তির অভাবে ঐ পদটি খালি থাকে।

১৮৪৪ সালে তখনকার এডভোকেট জেনারেল (Lyall) লায়েল সাহেব বিনা পারিশ্রমিকে ঐ কাজ করিতে স্বীকৃত হন। প্রথমে স্থির হইয়াছিল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের নবাগত সিভিলিয়ান যুবকগণ হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের সহিত এক সঙ্গে আইন সম্বন্ধে পাঠ (lectures) শুনিবেন। Court of Directors এই সংবাদ পাইবামাত্র এ বন্দোবস্ত রহিত করিয়া দেন। হুগলি ও হিন্দু কলেজের বালকেরা একসঙ্গে লেক্‌চার শুনিত। হুগলি কলেজের ছাত্রদিগের সপ্তাহে একবার করিয়া কলিকাতায় আসিয়া লেক্‌চার শুনিয়া যাইবার বন্দোবস্ত হইল।

হিন্দু কলেজে ড্রইং শিখাইবার নিমিত্ত একজন শিক্ষক নিযুক্ত হয় একথা বলিয়াছি। ১৮৩৬ সাল হইতে সার্ভেইং (Surveying) শিক্ষা দেওয়া হয়। অনেক দিন হইতেই সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং (Civil Engineering) শিক্ষা দিবার কথা হইতেছিল। কিন্তু এদেশে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে হিন্দু কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং (Engineering) শিক্ষা কখনও দেওয়া হয় নাই।

১৮৩৯ সাল পর্য্যন্ত হিন্দু কলেজের ইংরেজ শিক্ষকগণ এই দেশ হইতেই নিযুক্ত হইত। সৈনিক ও চিকিৎসা বিভাগের কর্ম্মচারীগণ প্রধানতঃ এই কাজ করিতেন। ১৮৪১ সালে প্রথমে দুইজন ইংরেজ এদেশে শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসেন। ১৮৫০ সাল পর্য্যন্ত আর চারিজন ইংরেজ শিক্ষক ইংলণ্ড হইতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই কেমব্রিজ (Cambridge) বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ছিলেন।

প্রথমে ইহাদের বেতন মাসিক ২৫০ টাকা নির্দ্ধারিত হয়; পরে উহা ৪০০ টাকা হারে পরিবর্দ্ধিত হয়। হিন্দু কলেজে অনেক রকম শিক্ষার চেষ্টা হইয়াছিল; একসময়ে (১৮৩৪ সালে) Lessons on object সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইত। চারি বৎসর পর এই বিফল চেষ্টা পরিত্যাগ হয়। এক সময়ে সঙ্গীত-বিদ্যা শিক্ষা দিবার পর্য্যন্ত চেষ্টা হইয়াছিল।

১৮৪৪ সালে Mr. Harradane নামক একজন ইংরেজ ইউরোপীয় সঙ্গীত শাস্ত্র শিখাইতে ক্লাশ খোলেন। "A class was formed with the sanction of the Committee of management on the understanding that the pupils attending it should pay an additional fee sufficient to remunerate the teacher; but they were not prepared both to learn it and to pay for it." অল্প সময়ের মধ্যেই এ ক্লাশ বন্ধ হইয়া যায়।

হিন্দু কলেজে বাংলা ভাষার দুর্দ্দশা চিরকালই ছিল। যদিও কলেজে বাংলা পড়াইবার যথেষ্ট আয়োজন ছিল, তথাপি নব্য শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে বাঙ্গলা শিখিতে কেহই রাজি হইত না। ইংরেজ পরিদর্শক প্রতিবৎসরই রিপোর্টে বাঙ্গালী ছেলেদিগের বাঙ্গলা ভাষায় অজ্ঞতা সম্বন্ধে তীব্র কটাক্ষ করিতেন। দেওয়ান রাম কমল সেন ১৮৪১ সালের রিপোর্টে লেখেন "in short they appear to understand English better than their own language to which they attach little or no interest in comparison with English." ১৮৩৭ সালে হিন্দু কলেজের অভিভাবকগণ পাঠশালা নাম দিয়া কলেজের সংলগ্ন একটী বাংলা বিদ্যালয় খুলেন।

জেনারেল কমিটির (General Committee of Educations) সভ্যগণ চিরদিনই হিন্দু কলেজের বালকদিগের সহিত সৎ ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন সরকারী বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, তথাপি নানা কর্ম্ম স্বত্ত্বেও তাঁহারা কলেজের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিতেন ও সময়ে সময়ে কলেজ পরিদর্শন করিতেন, বালকদিগকে পরীক্ষা করিতেন এবং পারিতোষিক বিতরণের সময় উপস্থিত থাকিতেন। লর্ড মেকলে, (Macaulay) এক সময় এই কমিটির সভাপতি ছিলেন—তিনিও প্রায় কলেজে আসিতেন ছাত্রদিগের

শিক্ষা সম্বন্ধে তত্ত্ব গ্রহন করিতেন ও বৎসরের শেষে ছাত্রদিগকে পরীক্ষা করিতেন। তাঁহার পরীক্ষার ফলে (এক বৎসরের) মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাঁহার মন্তব্যের সহিত সিনিয়ার বৃত্তি পরীক্ষা সম্বন্ধে কর্ণেল সাইকসের (Sykes) মন্তব্যটি (পরে প্রদত্ত হইয়াছে) তুলনা করিলে মেকলে কতদূর ছিদ্রান্বেষী ও অপরিনামদর্শী ছিলেন তাহা বুঝা যাইবে।

Mr. Macaulay examined the 1st class in general literature and composition in 1836. The following is his report :—

"I have to report to the Committee that I examined the 1st, Class of the students of the Hindu College, and that I was on the whole exceedingly gratified by the manner in which they acquitted themselves.

"I tried them in a very simple passage of Swift, and in another, much more complicated and artificial, from Cowley's dialogue on Oliver Cromwell ; I gave them also a passage, which none of them had ever read, from Shakespeare's King John.

"After they had been examined, I again called up two or three of the most advanced, and gave them passages of considerable difficulty from Lord Bacon's essays. They all read with ease, and most of them with great intelligence. I asked them numerous questions about the writers in whose works I examined them, and about the subjects which these writers had

treated. If I found them well informed, I prosecuted the examination further, and attempted to get to the bottom of what they knew of Western literature and history.

"The young lad Rajnarain Dutt appeared to be well read in English Poetry and answered questions about Shakespeare and Pope better then any of the others, but seems to have paid little attention to other snbjects.

"Indeed, I should be inclined to say that a disproportionable degree of attention has been bestowed on this branch of studies, by almost all the students. They all had by heart the names of all the dramatists of the time of Elizabeth and James the First, dramatists of whose works, they in all probability will never see a copy ; Marlow, Ford, Massinger, Decker, and so on. But few of them knew that James the Second was deposed. I have no doubt that Captain Richardson, who seemes most zealous and assiduous in the discharge of his duty, will direct their attention hereafter to the grave as well the lighter parts of English literature."

সেকালের নিম্ন ও উচ্চ বৃত্তির (Junior and Senior scholarship) কথা সকলেই শুনিয়াছি। ১৮৩৯ সালে এই বৃত্তির নিমিত্ত পরীক্ষা আরম্ভ হয়। ইহার কথা পরে বলিব। হিন্দু কলেজ গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে আসিলে গভর্ণমেণ্ট যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতেন ; কিন্তু

ছাত্রেরাও যথেষ্ট মাহিনা দিত। ১৮৪০ হইতে ১৮৫০ সাল পর্য্যন্ত হিন্দু কলেজের উন্নতির চরম অবস্থা হয়। সেই সময়ে বার্ষিক প্রায় ৬০ হাজার টাকা ব্যয় হইত তাহার মধ্যে ছাত্রদিগের মাহিনা হইতেই প্রায় ৩০ হাজার টাকা উঠিত। সময় সময় ছাত্র সংখ্যা সাড়ে পাঁচ শতের (৫৫০) ও উপর হইত। হিন্দু কলেজে হিন্দু ছাত্রের পড়িবার নিয়ম ছিল, মুসলমান বা খৃষ্টান ছাত্র ভর্ত্তী করা হইত না। "and even the Hindoos who do not belong to the respectable castes."

আর একটী কথা বলিয়া এই অংশ শেষ করিব। হিন্দু কলেজের সহিত, ছাত্র দিগের চিকিৎসার নিমিত্ত একটী ডাক্তার খানা (Dispensary) সংশ্লিষ্ট ছিল। "The Committee have recently with large-hearted benevolence, directed that medicines shall be dispensed and medical aid afforded also to the wives and children of the students." তখন জামাই ষষ্ঠীর উপলক্ষে কলেজে তিন দিন ছুটির বন্দোবস্ত হইত।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ।

সংস্কৃত কলেজে ডাক্তারী শিক্ষা দেওয়া হইত একথা বলিয়াছি। সে সময় আরও একটী ডাক্তারী শিক্ষা দিবার স্কুল ছিল। সিপাইপল্টনের হাসপাতালে ঔষধ তৈয়ারী করা, বেণ্ডেজ বাঁধা, অল্প সামান্য ডাক্তারী করিবার নিমিত্ত কম্পাউণ্ডার (Compounder) ও ড্রেসার (Dresser) থাকিত। তাহারাই এই স্কুলে শিক্ষা পাইত; যাহারা পড়িত তাহারা সকলেই উত্তর পশ্চিম অঞ্চল বাসী পল্টনের সিপাই হাবিলদার দিগের পুত্র অথবা আত্মীয়। এই স্কুলে অতি সামান্যই ডাক্তারী শিক্ষা দেওয়া হইত; হিন্দিতে লিখিত ছোট ছোট পুস্তক পড়ান হইত; ছাত্রেরা ছাগল কুকুর কাটিয়া শরীর বিদ্যা (Anatomy) শিখিত। ডাক্তার ব্রিটন ও

তাহার পরে অশেষ কর্ম্মপটু ডাক্তার টিটলার (Tytler) শিক্ষকতা করিতেন; একজনই শিক্ষক থাকিত, তিনি সকল শাস্ত্র পড়াইতেন।

১৮৩৩ সালে এদেশে চিকিৎসা শিক্ষার কথা উঠে। একটী কমিটী গঠিত হয়; ডাক্তার গ্রাণ্ট (Grant) তাহার সভাপতি হন। স্থির হইল যে সমগ্র চিকিৎসা শাস্ত্র ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে। কমিটীর এই মন্তব্যের ফলে ১৮৩৫ সালের জানুয়ারী মাসে গভর্ণমেণ্ট আদেশ প্রকাশ করেন যে সংস্কৃত কলেজে ও মাদ্রাসায় যে চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা বন্ধ হইবে ও তাহার পরিবর্ত্তে কমিটির মন্তব্যানুযায়ী একটী মেডিকেল কলেজ খোলা হইবে। ১৮৩৫ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতার মেডিকেল কলেজ খোলা হয়। ভর্ত্তী হইবার নিয়ম হইল, যে বালকদিগকে ইংরেজী বাঙ্গালা কিম্বা হিন্দি ও গণিত এই সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে ও পরীক্ষার ফল অনুসারে তাহারা ভর্ত্তী হইবে। এই সকল বালকেরা ৭৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত মাসহারা পাইবে। এতদ্ভিন্ন অপর বালকে বিনা বেতনে পড়িতে পারিবে।

প্রথম বৎসর (১৮৩৫ সালে) পরীক্ষার ফলে ৪৯ জন বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র ভর্ত্তী হয়, ইহাদের মধ্যে ৪৮ জন হিন্দু ও একজন খৃষ্টান ছিল। ইহা ব্যতীত আরও আটটি হিন্দু বালক বিনা বেতনে পড়িবার নিমিত্ত ভর্ত্তী হয়। ১৮৩৯ সালে দুই জন মুসলমান বালক ভর্ত্তী হয়। দশ বৎসর পরে (১৮৫০ সালে) মেডিকেল কলেজে আশী জন হিন্দু ও নয় জন মুসলমান ছাত্র পড়িত। ইহারা কেহই মাহিনা দিতনা। মেডিকেল কলেজে পরীক্ষা চিরকালই কঠিন, সেই বৎসর ৮ জন মাত্র ছাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

১৮৩৫ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী মেডিকেল কলেজ খোলা হয়, তখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান গৃহ নির্ম্মান হয় নাই। সেই বৎসর মে মাসে যে বাটীতে এখন মেডিকেল কলেজ আছে তাহা বাসোপযোগী হয় ও সেই স্থানে কলেজ উঠিয়া আসে। মেডিকেল কলেজে প্রথম শবচ্ছেদ সম্বন্ধে

অনেক গল্প আছে। গল্পগুলি প্রায় সমস্তই অমূলক। যে বৎসর বাঙ্গালী বালকেরা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করে সেই বৎসর প্রথমে তাহারা নর অস্থি লইয়া অস্থি শাস্ত্র (Osteology) পাঠ করে; পরে শীত ঋতু আসিলে শবচ্ছেদ আরম্ভ করে। এই নিয়ম এখন ও আছে। উপরে লিখিয়াছি পশ্চিম দেশীয় বালকগণ কুকুর কাটিয়া ছাগল কাটিয়া শরীর বিদ্যা শিখিত. ইংরেজ অধ্যাপকগণের আশঙ্কা হইয়াছিল যে বাঙ্গালি বালকেরা নরদেহ চিরিতে অস্বীকৃত হইবে। পরে দেখা গেল এই আশঙ্কার কোন ভিত্তি ছিলনা। ১৮৩৫ সালে ২৮ শে অক্টোবর চারিজন হিন্দু যুবক প্রথমে শবচ্ছেদ করেন। মধুসূদন গুপ্ত তাহাদের পথ প্রদর্শক। ১৮৩৭ সালে (David Hare) ডেভিড হেয়ার মেডিকেল কলেজের সম্পাদক (Secretary) নিযুক্ত হন।

যখন কলেজ খোলা হইল, প্রশ্ন উঠিল যে মেডিকেল কলেজের ছাত্রেরা রোগী দেখিবে কোথায়? সেই সময়ে কলিকাতাতে ইয়োরোপীয়-গণদিগের নিমিত্ত জেনারেল হাসপাতাল (General Hospital) ও দেশীয়-দের নিমিত্ত নেটিভ হাসপাতাল (Native Hospital), কোম্পাণীর ডাক্তারখানা ও চক্ষু রোগের চিকিৎসালয় এই চারিটি ডাক্তারখানা ছিল। এই চারিটি কলেজ হইতে দূরে অবস্থিত। ইউরোপীয়দের হাসপাতালে শিক্ষা অসম্ভব; কারণ ও প্রদর্শিত হইল"—তাহাদের রোগ এ দেশীয় লোকদিগের রোগ হইতে অনেক বিভিন্ন" "Whose maladies differed materially from those of the native constitution." তখন একটী নূতন হাসপাতাল নির্ম্মানের জন্য অনেক টাকা উঠিয়াছিল। অনেক দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই টাকা ও গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত সাহায্যে ১৮৩৮ সালের এপ্রিল মাসে বর্ত্তমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল খোলা হয়। ছাত্রেরা তখন মেডিকেল কলেজে চার বৎসর পড়িত "At first the Professors held their appointments

on condition that they shonld not engage in private practice but should devote their whole time to the interests of the institution. The prohibition no longer exists or if it exists, it has been allowed to become a dead letter."

পূর্ব্বে মেডিকেল কলেজে Military Hospital Assistant দিগের শিক্ষার নিমিত্ত ক্লাশ ছিল। ইহাতে হিন্দি ভাষায় ডাক্তারী শিক্ষা দেওয়া হইত। পড়িবার সময় ছাত্রেরা বৃত্তি পাইত; ইহারা দেশীয় পণ্টনে হাসপাতাল এসিস্টেন্টের কাজ করিত। আজ প্রায় ৪০ বৎসর এক্লাশ কলিকাতা হইতে উঠিয়া গিয়াছে। বাংলা ক্লাশ ১৮৫২ সালে খোলা হয়। পঞ্চাশটি ছাত্র মাসিক ৫৲ টাকা হারে মাসহারা পাইত। এতদ্ব্যতীত বিনা বেতনে অনেকে পড়িতে পাইত। দুই বৎসর পড়িলেই শিক্ষা শেষ হইত। যাহাকে ইংরেজী মিলিটারি ক্লাশ বলে তাহা ১৮৪৮ সালে খোলা হয়। ইহার পূর্ব্বে ইংরেজ ও ফিরিঙ্গী যুবকগণ হাসপাতালে কাজ করিয়াই চাকরি পাইত।

মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে গ্রাণ্ট সাহেবের সভাপতিত্বে যে কমিটী নিযুক্ত হয় সেই কমিটীর সদস্যগণ এদেশের জনকতক বালককে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দিবার নিমিত্ত অভিমত প্রকাশ করেন। তখনকার সাধারণ শিক্ষা সমিতি (General Committee of Public Instruction) এই মতের পোষকতা করেন। তাঁহারা বলেন যে চারিটি বালককে একজন মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকের সহিত ডাক্তারী শিখিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে পাঠান উচিত খরচ চল্লিস হাজার টাকার উর্দ্ধ হইবে না। ইঁহারা ফিরিয়া আসিয়া মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক প্রভৃতির কর্ম্ম করিতে পরিবেন। "to act as Assistant Professors of the Medical College, or

as independent lecturers, or as Superintendents of the Vernacular Medical Schools, which might hereafter be established in the Provinces. It was also hoped that the Court of Directors would be induced to confer upon some of them the appointment of Assistant Surgeons." গভর্ণমেণ্ট কিন্তু স্বীকৃত হইলেন না। ১৮৪৫ সালের প্রারম্ভে দ্বারিকা নাথ ঠাকুর ইংলণ্ডে দ্বিতীয়বার যাইতে মনস্থ করেন; তিনি দুইটি বাঙ্গালী বালককে সঙ্গে লইয়া যাইতে ও তাহাদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ডাক্তার গুডিভ (Goodeve), মেডিকেল কলেজের একজন ইংরেজ শিক্ষক, আর একটী বালককে ইংলণ্ডে লইয়া যাইতে ও তাহার পড়িবার খরচ দিতে স্বীকৃত হন। পরে এই কাজের নিমিত্ত চাঁদা উঠে ও সেই টাকাতে আর একটী বালকের খরচ সঙ্কুলান হয়। ভোলানাথ বসু, গোপাল চন্দ্র শীল, সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী, দ্বারিকানাথ বসু, এই চারিজন ছাত্র ডাক্তার গুডিভের সহিত ১৮৪৫ সালের আরম্ভে ইংলণ্ডে চিকিৎসা শাস্ত্র শিখিতে গমন করে। ডাক্তার গুডিভ ইংলণ্ডে এই বালকদিগের অভিভাবকরূপে ছিলেন ও তজ্জন্য মাহিনা পাইতেন। ১৮৪৫ সালের গ্রীষ্মের প্রারম্ভে এই চারিজন বাঙ্গালী যুবক লণ্ডনের ইউনিভার্সিটী কলেজে ভর্ত্তী হয়। সকলেই সুখ্যাতির সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। প্রথম বৎসরেই দুইজন সুবর্ণ পদক পারিতোষিক পায়। ১৮৪৬ সালে শেষে ভোলানাথ বসু, গোপাল চন্দ্র শীল, ও দ্বারিকা নাথ বসু কলেজ অব্ সার্জ্জন (College of Surgeon) পরীক্ষায় মেম্বর উপাধি প্রাপ্ত হন। দ্বারিকা নাথ বসু সেই সময়েই ফিরিয়া আসেন। বাকি তিনজন লণ্ডনে এম, ডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যে চারিজন ছাত্র ইংলণ্ডে প্রথমে চিকিৎসা শাস্ত্র শিখিতে গিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তিন জন স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টান হন;

কেবল ডাঃ ভোলানাথ বসু ধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। আজ কয় বৎসর হইল তাঁহার কাল হইয়াছে, তিনি স্বীয় জীবনে যাহা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন মৃত্যুকালে দেশের কল্যানের নিমিত্ত তাহা সমস্ত উৎসর্গ করিয়া যান।

১৮৩৮ সাল হইতে এদেশে নিয়মিতরূপে সরকারী ডাক্তারখানা খোলা হয়। সেই বৎসর চারিজন ডাক্তার একশত টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। প্রথম কয় বৎসর বেতনের হার নির্দ্দিষ্ট ছিল না; ৬০৲ টাকা হইতে তাঁহারা কখন কখন মাসে ১৫০৲ টাকা পাইতেন। ১৮৪৭ সালে স্থির হইল যে ডাক্তার দিগের বেতন একশত হইাত দুইশত পর্য্যন্ত হইবে। কোর্ট অফ্ ডিরেক্টরস্ (Court of Directors) এই মাহিনা স্থির করেন, তাঁহারা আরও বলিলেন "that it was always their desire to provide for the fair remuneration of all classes of their servants especially of tho-e whose employment must depend on educational services the result of deligent study and of intellectual powers."

পূর্ব্বপরিচ্ছেদে ১৮৩০ সালে সরকারী রাজস্ব হইতে কি পরিমাণে সাহায্য দেওয়া হইত তাহার তালিকা দিয়াছি। ১০ বৎসর পরে শিক্ষার নিমিত্ত কত টাকা ব্যয় হইত নিম্নে তালিকা দিলাম। তখনও আসাম হইতে আগ্রা প্রদেশের প্রান্ত পর্য্যন্ত বাঙ্গালা বিভাগ ছিল। এই বাঙ্গালা বিভাগের নিমিত্ত তালিকাতে যে আয়ের হিসাব দেখান হইয়াছে, তাহা এই সমগ্র বাঙ্গলা বিভাগের শিক্ষার নিমিত্ত ব্যয়ের হিসাব।

Receipts.	1840-41.	1841-42.
	Rs.	Rs.
Cash Balance of last year ...	23,875	219
Interest on account of General fund	18,000	46,500
Parliamentary lack of sicca Rs.	1,06,666	1,06,666
Separate Local and other grants to Schools and Colleges	82,583	87,363
Raja of Burdwan's donation	25,000	....
Miscellaneous receipts for Schools and Colleges ...	1,74,985	1,94,618
Government new grant ...	....	1,80,761
TOTAL Rs. ...	4,31,110-9-1	6,15 529-10-0

অনেকের মনে ধারণা আছে যে প্রথমে যখন এদেশে পাশ্চাত্য ও ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, তখন এদেশের মুসলমান সম্প্রদায় এই শিক্ষা হইতে পৃথক্ রহিলেন। কথাটী কতদূর অমূলক, নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান, এই তিন সম্প্রদায় অন্তর্গত জনসংখ্যা ধরিলে অনুপাত হিসাবে মুসলমান ছাত্রগণের সংখ্যা কোন প্রকারেই ন্যূন বলিয়া মনে হয় না। তবে একটী কথা আছে। এই সকল ছাত্রগণ গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত অথবা সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে পড়িত। তখন সহস্র সহস্র হিন্দু বাঙ্গালী বালকগণ বাঙ্গালীদিগের স্থাপিত

স্কুলে শিক্ষালাভ করিত। তাহাদের সংখ্যা সংগ্রহ করা অসম্ভব ও এ তালিকায় দেখান হয় নাই।

There are a present eight Colleges and forty two Government Schools.

(Bengal Presidency—from Assam to Agra.)

Year.	Christians	Maho-medans.	Hindoos	Total on the books.
1838-39	194	1,202	4331	5727
1839-40	198	1,400	4952	6550
1840-41	196	1,420	5708	7324
1841-42	240	1,507	5644	7391

সাধারণের শিক্ষা।

১৮৩৫ সালে লর্ড বেণ্টিঙ্ক এদেশে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হইবে ইহা স্থির করেন; সেই বৎসর তিনি আর একটী শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান সূচনা করেন। দেশী ভাষায় সাধারণ শিক্ষার (Vernacular Education) উন্নতি কল্পে তিনি তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে মনস্থ করেন। বাঙ্গলা ও বিহারের কোন কোন অংশে, গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এডাম নামক একজন ইংরেজ কর্ম্মচারী সেই তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে সেই সালে পরিভ্রমণ করেন, ও তাঁহার পর্য্যটনের ফল ১৮৩৮ সালে তিন খানি রিপোর্টে (report) লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করেন। অনুসন্ধানের ফলে তিনি অনুমান করেন যে বীরভুম থানায় শতকরা আটজন বালক পাঠশালায় যায়। বর্দ্ধমান থানায় শতকরা ষোলজন বালক, ত্রিহুতে শতকরা আড়াইজন পাঠশালায় বিদ্যা শিক্ষা করে।

তাঁহার রিপোর্টে বিশেষ কিছু নূতন নাই। বেশীর ভাগই এদেশের লোকদের ও তাহাদের শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে নিন্দা ও গালী। উপসংহারে এডাম সাহেব এদেশে গ্রাম্য শিক্ষা সংস্কারের নিমিত্ত কতকগুলি অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে নূতন ধরণের পাঠশালা খুলিবার প্রয়োজন নাই। যে পাঠশালা আছে তাহার সংস্কার চলিতে পারে। উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক প্রচলিত হওয়া আবশ্যক। প্রতি জেলায় একটী ইংরেজী বাঙ্গলা (Anglo-vernacular) স্কুল স্থাপিত হওয়া উচিত। পাঠশালায় কতকগুলি উপযুক্ত বালক কিছু বৃত্তি পাইয়া এই সকল ইংরেজী বাঙ্গলা স্কুলে পড়িবে, এই সকল ইংরেজী বাঙ্গলা স্কুলে গুরুমহাশয়েরা কাজ শিখিবে। তাহারা নিজে শিক্ষালাভ করিয়া পরে পাঠশালায় শিক্ষা দিবে; আর তিনি চারিটি জেলা লইয়া একজন ইনস্পেক্টর ও গুরুমহাশয় দিগের পরীক্ষক নিযুক্ত হইবে। এই সকল স্কুলে শিক্ষকদিগের বেতনের নিমিত্ত প্রতি গ্রামে কিছু জমি বরাদ্দ থাকিবে।

এডাম সাহেবের এই মন্তব্য ১৮৩৮ সালে তৎকালীন শিক্ষা সমিতির নিকট বিচার হয়। তাঁহারা এডাম সাহেবের সহিত একমত হইলেন না। "A further experience and more mature consideration of the important subject of Education in this country, has led us to adhere to the opinion formerly expressed by us, that our efforts should be first concentrated to the chief town or Sudder station of districts and to the improvement of Education among the higher and middle classes of the population; in the expectation that through the agency of these scholars, an additional reform will descend to the rural vernacular schools and its benefits be rapidly transferred among

all those excluded in ihe first instance by abject want from a participation in its advantages. তাঁহারা আরও বলিলেন "the plan would be almost impracticable' and that it would also involve more expenses than Mr. Adam supposed."

ফল কথা এখন জেলার সদরে বড়মানুষ ও মধ্যবিত্ শ্রেণীর ভিতর লেখা পড়া শিক্ষা সংস্কার করাই বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলেই গ্রাম্য পাঠ-শালায় গিয়া সংস্কার পৌছিবে, আর এডাম সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহা কার্য্যে পরিণত করা এক প্রকার অসম্ভব। এইরূপ মত তারা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা আগে বলিয়াছি। তথাপি জন কয়েক সদস্যের অনুরোধে কলিকাতার নিকট এডাম সাহেবের প্রণালী মতে কার্য্য আরম্ভ হইল। অল্প দিনের মধ্যেই সে চেষ্টা ত্যাগ হয়। বাংলা দেশে এডাম সাহেবের অনুমোদিত প্রণালী নিস্ফল হয়। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কিন্তু এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়; ইহাই হালকা বন্দি প্রথার মূল।

নিম্ন ও উচ্চ বৃত্তি (Junior and Senior Scholarships).

১৮৩৫ সালে লর্ড বেণ্টিঙ্ক যখন স্থির করিলেন যে এদেশে গভর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত স্কুলে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে, তখন তৎকালীন গভর্ণ-মেণ্ট স্থাপিত বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা কেবল বিনা বেতনে পড়িত এমন নহে, পড়িবার নিমিত্ত মাসহারাও পাইত। মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ তখন কেবল এই দুইটী মাত্র গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত কলেজ ছিল, এই উভয় স্থানেই বেশীর ভাগ ছাত্রগণ নির্দ্দিষ্টহারে মাসহারা পাইত। হিন্দু কলেজ তখন গভর্ণমেণ্ট কলেজ না হইয়া ও গভর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয় ছিল। ১৮৩৫ সালে হিন্দু কলেজে ৩৮৪ জন ছাত্রের মধ্যে ৩২৪ জন মাইনা দিয়া পড়িত; ৫২ জন মাসহারা পাইত। লর্ড বেণ্টিঙ্ক তাঁহার মন্তব্যে আদেশ

করেন, যে ভবিষ্যতে কোন ছাত্রকে আর মাসহারা দেওয়া হইবে না, "And he directs that no stipends shall be given to any student who may hereafter enter at any of these institutions." এই আদেশ ফলে অনেক গোল উপস্থিত হয়। বাংলা দেশে বিশেষ বিশৃঙ্খলা হয় নাই। ৫২টী মাসহারার মধ্যে ৪২টী মাসহারা উঠিয়া যায়; বাকী ১০টী থাকে। সংস্কৃত ও মাদ্রাসার মাসহারার নিয়ম পূর্ব্ববৎই রহিল। কিন্তু উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মাসহারা প্রথা উঠাইবার ফলে ছাত্র সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সময় হিন্দু কলেজের বালকেরা প্রায় সকলেই ৫৲ টাকা বেতন দিয়া পড়িত, সেই সময়ে দিল্লিকলেজে ৩২৫ জন বালকের মধ্যে ১৯ জন বালকমাত্র মাহিয়ানা দিত।

আর একটী প্রশ্ন উঠে। এতদিন পর্য্যন্ত সংস্কৃত, ফারসী, আরবী শিক্ষার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রচুর অর্থ সাহায্য করা হইত। যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, বিশেষ পাদ্রীগণ, তাঁহারা বলিলেন যে এই অর্থ এখন ইংরেজী শিখিতে দেওয়া হউক। আর এ দেশীয় প্রাচীন ভাষা শিখিবার নিমিত্ত অর্থ সাহায্যের প্রয়োজন নাই। তৃতীয় প্রশ্ন আরও উঠিল বাংলা দেশে বাংলা ভাষার অথবা ইংরেজীর সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইবে কিনা?

১৮৩৭ সালে লর্ড অকল্যাণ্ড দিল্লি কলেজ পরিদর্শন করেন, তিনি মাসহারা প্রথা উঠাইয়া দেন ও (Scholarship) বৃত্তি প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে আদেশ প্রদান করেন। দুই বৎসর পরে শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্ন পুনরায় উত্থাপিত হয়। লর্ড অকল্যাণ্ড ২৪ শে ডিসেম্বর ১৮৩৯ সালে সালে শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার চরম মন্তব্য প্রকাশ করেন। এই মন্তব্যটির নাম Delhi Minute.

পূর্ব্বে বলিয়াছি লর্ড বেণ্টিঙ্ক ইংরেজী শিক্ষা সম্বন্ধে আদেশ পত্র প্রকাশ

করিবার পরেই এদেশ পরিত্যাগ করেন। লর্ড বেণ্টিঙ্কের মন্তব্য কার্য্যে পরিণত করিবার ভার তাঁহার পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা লর্ড অক্ল্যাণ্ডের উপর পড়ে। এদেশে ইংরেজী শিক্ষার ইতিহাসে লর্ড অক্ল্যাণ্ড বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। যে ভাবে ইংরেজী শিক্ষা গভর্ণমেণ্ট স্কুলে দেওয়া হইবে, ইংরেজী শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য, বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তার, গভর্ণমেণ্ট স্কুল কলেজে খৃষ্টানী ধর্ম্ম প্রচার নিবারণ, এ সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে লর্ড অক্ল্যাণ্ড মত প্রকাশ করেন। যে প্রণালীতে এখনও শিক্ষা দেওয়া হইতেছে সে প্রণালী অনেকটা লর্ড অক্ল্যাণ্ডের মন্তব্যের ফল। লর্ড অকল্যাণ্ডের Delhi Minute সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিবার এবিবরণে স্থান নাই, তথাপি মন্তব্য হইতে কিয়দংশ তুলিয়া দিলাম।

MINUTE OF LORD AUCKLAND.

In the Bengal Presidency, with its immence territory and a revenue of above 13 millions, the yearly expenditure of the Government on this account is little in excess of £24,000 or 240,0co Rupees*, and I need not

Parliamentary grant	8,888
Interest of Govt. Notes	3,030
Maddrissa	2,660
Sanskrit Coolege	2,055
Delhi Escheat Fund	250
Benares College	1,701
AGRA COLLAGE.	
Endowment of Villages	1175
Interest of Government Notes	622
Per Mensem Rs.	20,381

say how in a country like India, it is to the government that the population must mainly look for the facilities for the acquisition of improved learning.

Adam সাহেব বাংলা ও বিহারে পাঠশালার শিক্ষার অবস্থা পরি-দর্শন করিয়া দেশের প্রচলিত পাঠশালার সংস্কারের নিমিত্ত মত প্রকাশ করেন। তিনি উচ্চ ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেম। বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তার হয় ইঁহাই তাঁহার মত ছিল। অক্‌ল্যাণ্ড সাহেব এই মত সম্বন্ধে বলেন ;—

"Mr. Adam says of the condition of our English Scholars—"Extraordinary efforts have been made to extend a knowledge of the English language to the Natives, but those who have more or less profited by the opportunities presented to them, do not find much scope for their attainments, which on the other hand little fit them for the ordinary pursuits of native society. They had not received a good Native education, and the English education they have received finds little, if any use. There is thus a want of sympathy between them and their country men, although they constitute a class from which their countymen might derive much benefit. There is also little sympathy between them and the foreign rulers of the country, because they feel that they have been raised out of one class of society without having a recognised place in any other class."

When Mr. Adam enforces his views 'for the instruc-

tion of the poor and ignorant, those who are too ignorant to understand the evils of ignorance and too poor, even if they did, to be able to remove them,' the inference irresistibly presents itself that among these is not the field in which our efforts can at present be most successfully employed. The small stock of knowledge which can now be given in Elementary schools will of itself do little for the advancement of a people. The first step must be to diffuse wider information, and better sentiments amongst the upper and middle classes, for it seems, as may be gathered from the best authorities on the subject, that a scheme of general instruction can only be perfect, as it comprehends a regularly progressive provision for higher tuition.

তিনি বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদানের বিরোধী ছিলেন না ; তিনি বলিলেন—

"When, indeed, the series of vernacular class Books for our single Zilla Schools, which is still a desideratum, and to which I shall subsequently refer, shall have been published, and their utility shall have been established by practice, Mr. Adam's recommendations may be taken up with some fairer prospect of advantage.

On the other hand, we are dealing with a poor people to the vast majority of whom the means of livelihood

is a much more pressing object than facilities for any better description or wider range of study. Our hold on the people is very imperfect and our power of offering motives to stimulate their zeal is but of confined extent."

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরেজীতে কৃতবিদ্য হইলে বাঙ্গালীরা পারদর্শিতা অনুসারে ইংরেজ কর্ম্মচারী দিগের সহিত একই প্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবে ইহাই তাঁহার মত ছিল। এ সম্বন্ধে তাঁহার মত পড়িবার বিশেষ উপযুক্ত।

"I learn also in the course of my inquiries regarding the previous progress of Education in India, that a School Society existed for sometime in Calcutta, the operations of which were directed with partial success to the amendment of indigenous schools. Mr. Hare will probably be able to explain the history of this society, which drew a grant of 400 or 500 Rupees a month from Government, and to give also the causes of its extinction.

But I believe that, in all these opinions, the practical value of superior English acquirements is very greatly underrated. A familiarity with the general principles of legislation and government, and the power of offering information or opinions upon public affairs in English Reports (which is the form in which the higher correspondence regarding the British ad-

minstration of India will of course, always be conducted) must be qualifications so directly useful, as (not to speak of the recommendations of an improved moral character), to insure to the possessors of them a preference for the most lucrative public employments, after they shall have acquired that knowledge of life and of business, and that good opinion among those who have had opportunities of witnessing their conduct, which mere book-learning never can bestow. There are, as yet, no doubt, circumstances of temporary operation, which will keep for a period our best English Scholars from reaping from their studies all the worldly profit which will ultimately accrue to them. Our course of instruction has not hitherto been so naturel as to include any efficient and general arrangement for giving that knowledge of morals, jurisprudence, law and fiscal economy, which the Honourable Court have so wisely and earnestly insisted on, and which will be most directly useful in the discharge of adminstrative duties.

But in our Colleges I would carry instruction of this kind further than would be the aim of these Manuals, which would be more proper for use in our common Schools. Having thus applied suitable aids for the acquisition of the knowledge most requisite in public life. I would look with assured confidence to the recog-

nition by the community of the advantages of an advanced English Education, comprising those branches of study, a conversancy with which, would place an instructed Native Gentleman on a level with our best European officers."

উপরে লিখিত তিনটী প্রশ্নের কথা বলা হইয়াছে। সেইগুলি ও তৎভিন্ন অনেকগুলি প্রশ্নের মীমাংসা হয়। লর্ড অকল্যাণ্ড প্রথমেই বলেন যে বাংলা প্রদেশে (Bengal Presidency) হইতে তের কোটি টাকা রাজস্ব উঠে, কিন্তু শিক্ষার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট আড়াইলক্ষ টাকার ও উপর ব্যয় করেন না। তিনি আদেশ করিলেন যে প্রাচীন ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত যে অর্থ পূর্ব্বে দেওয়া হইত ভবিষ্যতে তাহাই দেওয়া হইবে। "to give a a decided preference, in Oriental institutions to the promotion of perfect efficiency in Oriental instruction." তাহার পর তিনি ভাষা সম্বন্ধে আদেশ করেন যে ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষা এ উভয় ভাষারই সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইবে। তবে যখন বাংলা ভাষায় উপযুক্ত পুস্তক যথেষ্ট সংখ্যায় মুদ্রিত হইবে তখন বাঙ্গালা কিম্বা ইংরেজীতে শিক্ষা দেওয়া বিধেয় কিনা সে বিষয়ে বিবেচনা করা যাইবে। এখন বালকেরা যে ভাষা পড়িতে চায় তাহাই পড়িবে। "It would be more advisable to extend to the pupils free liberty of choice in this respect and to allow them to attend the full course of English or Vernaculur tuition as they might themselves prefer." এ কথাটী বলিবার কারণ ছিল। যখন কলিকাতায় বাঙ্গালীরা নিজে ইংরেজী শিখিতে ছিল, তখন বোম্বাইতে দেশী ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদানের চেষ্টা বোম্বাই গভর্ণমেণ্ট করিতেছিলেন। বোম্বাইয়ে এ চেষ্টার ফল তখনও স্থির হয় নাই। লর্ড

অকল্যাণ্ডের ভাষা সম্বন্ধে অভিমত বাংলা প্রদেশে বিশেষ কার্য্যকর হয় নাই। বাঙ্গালীরা ইংরেজী শিক্ষার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী ছিল না। তৃতীয় কথা মাসহারা এবং বৃত্তি; লর্ড অকল্যাণ্ডের আদেশ ক্রমে মাসহারা উঠিয়া বৃত্তি প্রথা স্থাপিত হইল। প্রথমে ৫২ হাজার টাকা সমগ্র বাংলা বিভাগে বাৎসরিক বৃত্তির নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। বলা হইল পরীক্ষার ফল দেখিয়া বৃত্তি দেওয়া হইবে। চারিজন পরীক্ষার্থীর মধ্যে একজন বৃত্তি পাইবে; এই হিসাবে বৃত্তির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইল। দুই প্রকার বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল; নিম্ন ও উচ্চ বৃত্তি (Junior and Senior Scholarship). প্রাচীন ভাষা (Oriental language) ও ইংরেজী কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হইত, এ উভয়েতেই পারদর্শিতানুসারে এই বৃত্তি দেওয়া হইত। নিম্ন বৃত্তি ৮৲ টাকা হিসাবে ছিল। প্রাচীন ভাষার নিমিত্ত উচ্চ বৃত্তি ২০৲ টাকা ও ইংরেজী ভাষায় উচ্চ বৃত্তি ৪০৲ টাকা হারে নির্দ্ধারিত হইল। ইংরেজী বিভাগে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৭ টি নিম্ন বৃত্তি ও ৫৮ টী উচ্চ বৃত্তি দেওয়া হইত। প্রাচীন ভাষায় ১০২ টী নিম্ন ও ৭৭ টী উচ্চ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। পরে সর্ব্বশুদ্ধ ৩১৫ টি বৃত্তি দেওয়া হইত তজ্জন্য মাসিক ৭৭৮৪৲ টাকা ব্যয় নির্দ্ধারিত হয়। তখন কেবল মাত্র হিন্দু ও হুগলি কলেজ ছিল; আর মফঃস্বলে গুটিকতক জেলার মধ্যে স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। নিম্ন বৃত্তি অধিকাংশ হিন্দু কলেজ ও হুগলী কলেজ সংশ্লিষ্ট স্কুল সমূহে প্রদত্ত হইত। অপরাপর স্কুলের জন্য একটী করিয়া জলপানির ব্যবস্থা ছিল। নিয়ম হইল যে নিম্নবৃত্তি পাইলে বালক দিগকে স্ব স্ব কেন্দ্রস্থিত হিন্দু কলেজ অথবা হুগলী কলেজ পরে ঢাকা কিম্বা কৃষ্ণনগর কলেজে পড়িতে হইবে। হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের জন্য ৫ টী নিম্ন ও সাতটী উচ্চ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল। এতদ্ব্যতীত বর্দ্ধমানের মহারাজা, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজা গোপী মোহন, জয় কৃষ্ণ সিংহ ও গঙ্গানারায়ণ দাস ইঁহাদের এক একটী প্রদত্ত জলপানি ছিল।

"The value of these scholarships will be Rs. 8 a

Month for the Junior Scholarships, which will be held for four years or under particular circumstances for a larger period and 15 rupees for the Senior Oriental for the first two years, to be increased to 20 rupees for the four last years, during which they can be held, and thirty rupees for the senior English Scholarships for the two first years, to be increased to forty rupees for the four last years. Of 5 senior Scholarships in the Hindu College at Calcutta, the Rajah of Burdwan's is 20 rupees a month, the Tagore scholarship 22 Rupees. Rajah Gopee Mohan 18 rupees. Joy Krishna Singh and Ganga Narayan Dass 12 rupees each."

হিন্দু কলেজ সংশ্লিষ্ট. শাখা স্কুল স্বরূপ কোন বিশেষ স্কুল ছিল না। কেবল দুইটী নিম্ন ও দুইটী উচ্চ বৃত্তি বাহিরের বালকদের দেওয়া হইত; হুগলি কলেজের সংশ্লিষ্ট এইসব স্কুল গুলি তখন ছিল :—হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল, সীতাপুর স্কুল, ত্রিবেণী, উমরপুর, বাঁকুড়া, যশোহর, ও মেদিনীপুর স্কুল। ঢাকার সংশ্লিষ্ট. সিলেট, বরিশাল, রামপুর বোয়ালিয়া, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম।

১৮৪০ সালে শিক্ষার নিমিত্ত বৰ্দ্ধমানের মহারাজা পচিশ হাজার টাকা প্রদান করেন। দুই বৎসর পরে রাজা বিজয় গোবিন্দ সিংহ বিশ হাজার টাকা ঐ কারণে দান করেন। মেডিকেল কলেজ খোলা হইলে দ্বারিকা নাথ ঠাকুর পারিতোষিক প্রভৃতির জন্য দুই হাজার টাকা দান করেন।

উচ্চ ও নিম্ন বৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগকে কিরূপ ভাবে পড়িতে হইত, নিম্ন হইতে তাহার কিছু সংবাদ পাওয়া যাইবে।

The qualifications for the senior English scholarships are as follows :

English Composition—The candidate must be able to compose an English Essay, equal at last in style and matter to the Prize Essays at the Hindu College in the examinations of 1838—1839.

History—He must be able to answer a set of questions equal in number and difficulty to those given in 1838—1839 to the students of the Hindu College, as fully and correctly as those questions were answered by the students who obtained the prize.

General Literature ;—He must be able to explain passages of prose and verse, selected from Shakespeare, Bacon, Milton, Dryden, Swift, Addison, Johnson, and any others authors with any of whose works he may be acquainteed.

Mathematics :—He must have a knowledge of Algebra as far as Simple and Quadratic Equations, of Trigonometry, and of the four first books of Euclid.

Natural Philosophy :—He must have a knowledge of Mechanics, Astronomy, Hydrostatics, Pneumatics, and Optics as far as these subjects are treated of in the popular introduction to Natural Philosophy, published by the Society far the Diffusion of Useful knowledge.

The qualifications far obtaining the Junior English Scholarships are——

English Reading. The candidate must be able to

read with facility and correctness a passage of English prose, selected from Dryden, Swift, Addison or Johnson.

English Grammar. He must be able to parse correctly, and correct false Grammar.

History. He must know the leading facts of the Histories of Greece, Rome England, and India ; and the leading facts of Universal History, such as the rise and decline of nations and religions.

Geography. He must know the form of the Earth, its great divisions, and their sub-divisions into countries, the names of the capitals, and principal cities of each country, and of the principal mountains and rivers.

Arithmetic. He must know simple and compound rulesof three.

Hindoostanee or Bengalee. He must be able to translate correctly from one of these languages into English, and from English into one of these languages.

Note. If the candidate is a pupil of any of the Zillah schools, he will not be entitled to a scholarship unless he has a certificate of good conduct from the Local committee.

প্রথম প্রথম উচ্চ বৃত্তি পরীক্ষা সাধারণ শিক্ষা সমিতির (General Committee of Public Education) সদস্যরা করিতেন। ১৮৪৩ সালে স্থির হইল যে হিন্দু ও হুগলি কলেজের Principal নিজ নিজ কলেজের ছাত্র দিগকে নিম্ন ও উচ্চ বৃত্তির নিমিত্ত পরীক্ষা করিবেন।

উচ্চ বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যাহারা উৎকৃষ্ট স্থান অধিকার করিবে সাধারণ শিক্ষা সমিতির সদস্যগণ তাহাদিগের মৌখিক পরীক্ষা পুনরায় গ্রহণ করিবেন ; পরে পারদর্শিতা অনুসারে বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইবে। পরীক্ষার সময় একটু আড়ম্বরও হইত। লর্ড হার্ডিঞ্জের সময় পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্ট হাউসে ছাত্রদিগের পরীক্ষা গৃহীত হইত। অনেক সময় গভর্ণর জেনারেল স্বয়ং উপস্থিত থাকিতেন। সময় সময় বক্তৃতা দিতেন। লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ের পর হইতে টাউন হলে পরীক্ষা হইত।

হুগলী ও হিন্দু কলেজের নিম্ন বৃত্তি ঐ দুই কলেজের Principal অধ্যক্ষগণ পরীক্ষা করিয়া যেরূপ নির্ব্বাচন করিতেন সেই ভাবে দেওয়া হইত। মফঃস্বল স্কুলে (Provincial Institution) স্থানীয় সমিতি (Local Committee) যেরূপ স্থির করিতেন সেই ভাবে দেওয়া হইত। ৮৪৭ সালের পূর্ব্বে পরীক্ষকেরা বিনা পারিশ্রমিকে পরীক্ষা করিতেন। এই বৎসর হইতে সাধারণ সমিতির সভ্যগণ আর পরীক্ষক হন নাই। ১৮৪৯ সালের পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট স্থাপিত স্কুলের ছাত্রেরা কেবল, এই দুই বৃত্তির নিমিত্ত প্রতিযোগিতা করিতে পারিত। ১৮৪৯ সালে প্রথমে নিয়ম হইল—যে বেসরকারী স্কুলের ছাত্রেরা নিম্ন বৃত্তির নিমিত্ত পরীক্ষা দিতে পারিবে। তখন দুর্গাপূজার কিছু পূর্ব্বেই পরীক্ষা বসিত। উচ্চ বৃত্তি পরীক্ষার নিয়ম ছিল ২০ বৎসরের অধিক বয়স্ক ছাত্রেরা এ পরীক্ষা দিতে পারিত না। এক ক্লাশে দুই বৎসরের অধিক থাকিলে বৃত্তির নিমিত্ত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না। বৃত্তিধারী ছাত্রদিগকে কেন্দ্রস্থিত কলেজে পড়িতে হইত ; ও প্রতিবৎসর তাহাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করা হইত।

উচ্চ বৃত্তির পরীক্ষার যেরূপ প্রশ্ন দেওয়া হইত, তাহাদিগের উদাহরণ ও ছাত্রগণের উত্তর এ স্থানে দিতে ইচ্ছা করে কিন্তু স্থান অভাবের হেতু দিতে পারিলাম না। পরীক্ষার ফল দেখিয়া ইংরেজ পরীক্ষকগণ চমৎকৃত

হইতেন ; এ দেশের বালকদের বিদ্যোপার্জ্জন শক্তি সম্বন্ধে ইংরেজদিগের অনেকগুলি পূর্ব্ব সংস্কার পরিত্যাগ করিতে হয়। ১৮৩৯ সালে প্রথমে বৃত্তি পরীক্ষা আরম্ভ হয়। ১৮৪০ ও ১৮৪১ সালের পরীক্ষার ফল দেখিয়া কর্ণেল সাইকস্ (Colonel Sykes) লিখিলেন, "Every precautionary measure appears to have been taken to prevent the possibility of intercommunication or collusion. × × × Such being the case I have no hesitation in expressing my astonishment at the answers of the pupils which are recorded in the reports, evincing an extent of acquirment and power of mind, in some individuals, that it might be thought could scarcely have resulted from the prolonged studies of an European University. You fairly begin to doubt whether in the arena of intellectual combat with some of these natives, educated Europeans might not only fail to prostrate the adversary but possibly get a fall themselves." এই সময়ে সাধারণ শিক্ষা সমিতির (General Committee of Public Instruction) সদস্যগণ মৌখিক পরীক্ষা করিতেন ; ইহাঁরা সকলেই সেই সময়ের স্থূল বেতন ভোগী উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন।

অনেকগুলি উচ্চ বৃত্তিধারী ছাত্র দিগের উত্তর মুদ্রিত হয়। গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত, পিয়ারী চরণ সরকার, ঈশ্বর চন্দ্র মিত্র, গোপাল চন্দ্র রায়, চন্দ্রশেখর গুপ্ত, উমেশ চন্দ্র দত্ত প্রভৃতির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। শেষ দুই জন এখনও জীবিত আছেন।

১৮৪৬ সালে যাঁহারা হিন্দু কলেজ হইতে উচ্চ ও নিম্ন বৃত্তি পান তাঁহাদের নামের তালিকা আমার সম্মুখে রহিয়াছে। স্থান অভাবে

সকলের নাম দিতে পারিলাম না। প্রথম দশজনের মাত্র নাম দিলাম। ঈশ্বর চন্দ্র মিত্র, হর গোবিন্দ সেন, গোপাল লাল রায়, কালী প্রসন্ন দত্ত, দীনবন্ধু দে, বনমালী মিত্র, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, রাজকিশোর ঘোষ, শ্যামা চরণ দত্ত। সর্ব্বশুদ্ধ ৩৫ জন পাশ হয়; তাহার মধ্যে ৫ জন কেবল ব্রাহ্মণ।

উপরে বলিয়াছি যে প্রাচীন ভাষা পরীক্ষার ফলে উচ্চ ওনিম্ন বৃত্তি দেওয়া হইত। ফলে এ পরীক্ষা কেবল সংস্কৃত কলেজের বালকেরাই সংস্কৃত ভাষায় দিত। ১৮৪৭ সালে প্রাচীন (সংস্কৃত) ভাষার নিম্ন পরীক্ষায় যে ৮ টী গণিতের প্রশ্ন দেওয়া হইয়াছিল তাহা নিম্নে তুলিয়া দিলাম।

১। ৮৭৯৩৪ অনেন রাশিনা ৫৬৭৮৬৪ রাশেরস্য গুণঃ ক্রিয়তাম্।

২। ৪৭২ অনেন রাশিনা ৩১৮৩৬৭২ রাশিরয়ং বিভজ্যতাম।

৩। যদি ৭৫ মনুষ্যাঃ ৭২ দিনৈঃ গৃহমেকং নির্ম্মান্তি তদা ৪৫ মনুষ্যাঃ কতিভিরহোভিঃ নির্ম্মাতুং শক্নুবন্তি।

৪। যদি ২৫ পুরুষাঃ ১২ অহোভিঃ ৬০০ সেরপরিমিতং ভুঞ্জতে তদা ২২ পুরুষাঃ ১৫ অহোভিঃ কিয়দ্ভোক্ষ্যন্তি।

৫। মাসত্রয়ে ৩ প্রতিশতং ১০০ দ্বাদশমুদ্রাত্মিকা ১২ বৃদ্ধিরিতি নিয়মেন ধনং গৃহীত্বা সপ্তসু ৭ মাসেষ্বতীতেষু ১০৯ মুদ্রা বৃদ্ধিরূপেন দত্তবান অত্র পৃচ্ছা কিয়তো মূলস্যেয়ং বৃদ্ধিঃ।

৬। যয়োঃ রাশ্যোর্বর্গান্তর, ৬১ রাশ্যন্তরঞ্চ ৩ তৌ রাশী কৌ।

৭। মাসি মাসি প্রতিশতং ১০০ মুদ্রাত্রয়াত্মিকাং ৩ বৃদ্ধিং দাস্যামি ইতি নিয়মেন ধনং গৃহীত্বা দ্বাদশসু ১২ মাসেষ্বীতিষু ৮৪০ মুদ্রা দদৌ, অত্র কিযন্মূলং কিয়তি বা বৃদ্ধিরিতি নির্ণীয়তাম্।

৮। আদ্যে দিনে ৪ মুদ্রা দত্ত্বা যথোত্তরং ২ মুদ্রাদ্বয়ং বৃদ্ধ্যাদানে ১৬ অহোভিঃ কিয়দ্ভবিষ্যতি।

১৮৪৫ সালের উচ্চ বৃত্তির পরীক্ষার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট পুস্তকগুলি ও পরীক্ষার বিষয় ও নিয়মাদি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা দেখিয়া সে সময়কার বাঙ্গালীরা কিরূপ পরীক্ষা দিত বুঝা যাইবে।

The candidates must compose a fair English Essay. He must know the leading facts of Universal Histoy, with special reference to the Histories of Greece, Rome, India, England and modern Europe. The course of History which will form the subject of each annual examination, will be made known by the Council of Education on or before the 15 th, June of the previous year.

He must be able to explain passages of Prose and Verse, selected from Standard authors. Hereafter the works from which passages will be selected for the ensuing year, will be fixed by the Council of Education at least one year before each Scholarship Examination.

He must have a knowledge of Algebra as treated in Peacock's work on the subject, and in the chapter on Chances in Wood's Algebra ; of Euclid he must know the first four books, the 5th defination of the 5th, book, and the 21st Proposition of the 11th book ; Plane and Spherical Trigonometry (Hind's Snowbali's or Wood House's) and Conic Section.

He must have a knowledge of Astronomy, Mechanics, Hydrostaties, Puenamaties; and Optics, as treated

in the works noted in the margin. (Brinkley's Astronomy in the Natural Philosophy of the S. D. U. K. Whewell's Mechanics, Webster's Hydrostatics and Phelp's Optics with Pneumatis of the S. D. U. K.) sufficient to enable him to comprehend Herschell's Introductory discourse on the study of Natural Philosophy and Mrs Somerville's Connection of the Physical Science. He must also be acquainted with Mathematical and Physical Geogrnphy, as treated of in the publication of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge.

He must write a fair essay in Vernacular. সে বৎসর পরীক্ষকদিগের নাম ছিল।

English Essay—The Hon'ble, Sir Herbert Maddock.
Literature—The Hon'ble C. H. Cameron.
History—The Hon'ble Sir H. W. Seton & D. Eliot, Esq.
Natural Philosophy—The Revd : F. Fisher, B. A.
Mathematics—The Revd : F. Fisher, B. A.
Vernacular Essay—The Revd : Krishna M. Banerji.

The examinition in the Town Hall was conducted (1843) on the dates, and under the immediate superintendence of gentleman named below :

Sept. 16th. General Literature—The Hon'ble C. H. Cameron.
" 7th. History—B. J. Colvin, Esqr.
" 18th. Mathematics—Russomoy Dutta, Esqr.

„ 19th. Natural Philosophy—A. R. Young, Esqr.

„ 21st. English Essay—J. W. Collvile Esqr.

„ 22nd. Vernacular Essay—C. Beadon, Esqr.

Mr. Beadon being present during the whole period, fficiating for the Secretary to the Council of Education ho was absent on duty at Hoogly."

যতদুর পর্য্যন্ত জানি কেবল দুই জন মাত্র মুশলমান উচ্চ বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। এক জনের নাম ওয়ারিস্ আলী। হুগলীতে ইঁহার নিবাস ছিল। দ্বিতীয়টীর নাম আলাদাদ খাঁ, ইঁহার নিবাস ছিল ফরিদপুর জিলায়। ইনি কলিকাতার মাদ্রাসায় অধ্যয়ন করেন। ইঁহার পিতা Fort William কলেজে Librarian লাইব্রেরিয়ন ছিলেন। আলাদাদ খাঁ পরে শিক্ষা বিভাগে সব্‌ইন্‌সপেক্টর (Sub-Inspector) নিযুক্ত হন।

শিক্ষা ও গভর্ণমেণ্ট ১৮৪০-১৮৪৫।

১৮৪০ সালে শিক্ষা বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের একটু দৃষ্টি পড়ে। তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট সাহায্য কৃত স্কুল ও কলেজের পরিচালনার নিমিত্ত সেই বৎসর প্রথম নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়। General Regulation for the Preparatory Schools and Colleges under the Committee of Public Instruction, Bengal. তখন তিন শ্রেণীর স্কুল ছিল, সাধারণ স্কুল (Schools,) প্রিপারেটরী (Preparatory) অথবা ব্রাঞ্চ স্কুল (Branch School), ইহারা কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিত, আর সিনিয়ার স্কুল (Senior School) অথবা কলেজ। স্কুলে ৬ হইতে বৎসরের বালক ভর্ত্তি হইত। ইহারা চারি বৎসর কাল পড়িত। তাহার পর ইহারা Senior বিভাগে উঠিত। সেখানে পাঁচ বৎসর পড়িতে হইত। তাহার পর বৃত্তি পাইলে আরও ৬ বৎসর শিক্ষা পাইত।

১৮৪০ সালে যে Regulation for the Schools and Colleges, under the General Committee of Public Instruction মুদ্রিত হয়, তাহা হইতে পাঠ্য পুস্তকের তালিকা নিম্নে দিলাম। তালিকাটী দীর্ঘ হইলে ও পাঠ করিবার বিশেষ উপযুক্ত। তৎকালীন ইংরেজ কর্ম্মচারীরা এদেশের বালকদিগের জন্য কি প্রকার শিক্ষা উপযুক্ত বিবেচনা করিতেন ইহা হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। স্কুলে প্রবেশ সম্বন্ধে নিয়ম ছিল :—

P. 37. No boy whose age exceeds eight years shall be admitted, unless he can read correctly and with a good pronounciation the 2nd Number of the English Reader of the School Book Society.

P. 38. No boy whose age exceeds 12 years shall be admitted unless he can read, parse and explain any passage in the fifth Nnmber of the English Reader of the School Book Society. He must also know the simple rules of Arithmetic ; the form of the Earth, its great divisions, and their sub-divisions into countries,—the names of the capitals and principal cities of each country, and of the principal mountains and rivers, He must be able to translate correctly from Bengalee or Hindustani, any passage from the 5th. Number of the English Reader.

P. 49. Corporal punishment is not permitted.

JUNIOR DEPARTMENT.

66. Two-thirds of the School time to be devoted to the English, and one third to the Vernacular studies.

67. The following is the course of English study assigned to each class :

4th. CLASS.

Cards of letters, syllables and words.

Cards of easy sentences.

English Reader, No. 1.

Cards of figures.

3rd. CLASS.

English Readers, Nos. 1. and II.

Elements of Arithmetic (Chamier's.)

Elements of Geography (Clift's.)

Writing on Slates.

* The Books specified throughout the series, both for the Junior and Senior Departments, are given as those at present available, and with the intention rather of exhibiting the studies to be pursued in each class, than as the books that upon further enquiry and experience may be found best adapted for instruction.

2nd. CLASS.

English Reader, Nos. II. III. and IV.

Elements of Grammar (Woolaston's.)

Arithmetic—the four simple and compound rules.

Geography by reference to Globes and Maps.

---

* See Note to rule 67.

(Geographical Primer—Chambers's Educatlonal Course).

Lessons an objects.

Writing.

1st. CLASS.

English Reader, Nos. IV. and V.

Azimghur Reader.

Biography (Chambers's Educational Course.)

Poetical Reader, No. II. (Gay's Fables.)

Grammar (M'Culloch's.)

Arithmetic—Fractions, Vulgar and Decimal.

Proportion, Involution and Evolution.

Geography by reference to Globes and Maps and preparation of maps.

Lessons on Objects.

Writing from dictation.

Translation from Vernacular into English.

SENIOR DEPARTMENT.

68. One hour of the School time to be devoted to the Vernacular, aud the remaining time to English studies.

69. The following is the course of English study assigned to each class.

Exercises in Syatax and Prosody (Lennie's and M'cCulloch's.)

English Reader, No. V.

Malkin's History of Greece.

Poetical Reader, No. III.

Algebra—to Simple Equations (Hall 's).

Use of Terrestrial Globe.

Physical Goography, (Society for the Diffusion of Useful Knowledge.)

Drawing (First Book of Drawing, Chambers's Educational Course).

Translation form the Vernacular into English.

English Composition.

3rd. CLASS.

Exercises in Syntax and Prosody.

English Reader. Nos. V. and VI.

Malkin's History of Greece.

History of Rome from Lardner's Encyclopaedia.

Hume's History of England.

Richardson,s Poetical Selections.

Algebra, (Hall's).

First 4 Books of Euclid (Plane Geometry by Belt. Chambers's Educational Course).

Physical Geography, (Society for the Dfffusion of useful Knowledge.)

Elements of Natural Philosophy (Do.—and Introdnction to the Sciences—Mechanics—Hydros-

tatics. Hydraulics and Penumatics—Chambers's Educational course.)

Translation from the Vernacular into English.

English Composition.

2nd. CLASS.

English Reader, No. VI.

Hume's History of England.

Marshman's History of India.

Russell's Modern Europe.

Bichardson's Poetical Selections.

Algebra, (Hall's and Hind's)

Geometry.

Plane Trigonometry and Conic Sections, (Bell's—Chambers's Educational Course.)

Natural Philosophy, (Herschell's Preliminary Discourse.)

Drawing.

Perspective.

Mechanical and Architectural Drawing.

Practical Surveying.

Translation from the Vernacular into English.

English Composition.

1st. CLASS.

Hume's History of England, with Snowball's Continuation.

Russell's Modern Europe.

Robertson's India.

Bacon's Essays.

Smith's Moral Sentiments.

Richardson's Poetical Selections.

Algebra.

Integral and Differential Calculus.

Spherical Trigonometry.

Astronomy, (Society for the Diffusion of Useful Knowledge and Herschell.)

Mechanics, Hydrostatics, Hydraulics, Optics.

Drawing.

Perspective.

Mechanical and Architectural Drawing.

Practical Surveying.

Translation from the Vernacular into English.

English Composition.

70. The following is the course of Bengalee study *

JUNIOR DEPARTMENT.

4th. CTASS.

Reading and Writing on Boards.

Burnomalla or Spelling book, Nos. I. II. III. and IV.

Dharrapat or Outlines of Arithmetic, Nos. I. II. and III.

Neeticotha Nos. I. and II. }
Monorunjan } Readers.
Dictation. }

3rd. CLASS.

Baycurrun or Grammar, (Abridgment of Ram Mohan Roy's.)

Dictation.

Composition of small sentences.

Translation of short sentences from English.

Outlines of Arithmetic, No IV.

Gayan Chandrica. } Readers.
Neeti Dursun. }

2nd. CLASS.

Gyunornub—Reader.

Parsing and Exercises on Grammar.

Translation from English lessons into Bengallee and to compose there-upon.

Pattroqummudy—Letter Writer, (Serampore Edition).

Composition of Letters, etc.

Dictation.

Smyth's Zemindarry Account.

1st. CLASS.

Selections from Probhod Chundrica—Readers.

Essay writing on given subjects.

Translation from English Lessons.

Exercise and Parsing on Grammar.

Dictation.

SENIOR DEPARTMENT.

Essay Writing.

Translation from English Pieces.

Exercise and Parsing on Grammar, etc. etc.

SANSKRIT.

Grammar.

Hittopodesha.

Rughoo.

Dictation.

Composition.

71. If in any College there are no scholars sufficiently advanced to profit by the course of study prescribed for any particular class, such class shall for the time being, remain in abeyance.

72. Besides this prescribed course of study it is intended that Lectures shall be given at the different Colleges on Natural and Experimental Philosophy, Natural History, Morals, Jurisprudence, and Political Economy, whenever the Scholars are sufficiently advanced to profit by them.

তৎকালীন হিন্দু কলেজের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যে পাঠ্য পুস্তকের তালিকা নিম্নে দিলাম, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে সে সময়ের ১৫।১৬ বৎসরের বাঙ্গালী বালকগণ হিন্দু কলেজে কিরূপ শিক্ষা পাইত ।

Senior Class or 8th or 9th year.

Russell's Modern Europe, Mackintosh's England, Swift's and Burke's, Works for reference, Bacon's Essay ; Pope's Essay on man, Pope's E-say on Criticism.

Scholarships—Senior Class 8th or 9th year.

Shakespeare and Milton, Poetical Selections, by Capt. Richardson, Stern's, A Sentimental Journey, Johnson's Vanity of Human Wishes Adam Smith's Moral Sentiments.

Herschell's Astronomy.

Trigonometry and Mensuration.

Algebra, Lacroix's by Rees.

Lectures on Natural Philosophy.

" " Astronomy.

" " Projection of maps ; Mechanical Drawing, Landscape and Perspective, Figure Drawing and Modelling, Ornamental Painting and Drawing

" " Intellectual Philosophy and Ethics.

" " Chemistry applied to the arts.

" " Political Economy.

" " Principles on jurisprudence.

এতদ্ভিন্ন উচ্চশ্রেণীতে লেকচার দিবার পদ্ধতি ছিল। (Natural Philosophy, Hydrostatics, Optics, Astronomy, Meteor-

logy, Chemistry, Agriculture, Mineralogy, Natural History, Political Economy, Principles of Jurisprudence Psychology, Ethics.)

এতদ্ভিন্ন সপ্তাহে দুই দিন Practical Geometry, Mensuration, Civil Engineering etc., শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা ছিল। ইহাতেও বিস্তার শেষ হইল না। The student should continue the study of Algebraical Analytical Geometry, and will proceed to the study of Differential and Integral Calculus, and the Equations to Curves of the higher orders In this course the application of the higher branches of mathematics to Astronomical calculation should be pointed out.

এ সমস্ত বিষয় যে কথনও পড়ান হইয়াছিল সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। বলা বাহুল্য প্রত্যেক বালককেই এই সমস্ত পড়িতে হইত না। উচ্চবৃত্তি (Senior Scholarship) পরীক্ষার নিমিত্ত প্রতিবৎসর ভিন্ন ভিন্ন পড়িবার বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইত; বালকেরা সেই অনুযায়ী বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া লইত। পূর্ব্বে লিখিয়াছি বিশ বৎসরের অধিক বয়স হইলে অথবা কোন শ্রেণীতে দুই বৎসরের অধিক পড়িলে উচ্চ বৃত্তির নিমিত্ত বালকেরা প্রতিযোগিতা করিতে পারিত না।

১৮৪০ সাল হইতে ১৮৫০ সাল পর্য্যন্ত এ দেশে শিক্ষার ইতিহাসে মিশনারী দিগের নাম বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না; তথন অনেক খৃষ্টান সম্পদায় কলিকাতায় কলেজ খুলিয়াছে। ১৮৪৩ সালে প্রেস বিটারিয়ান গণের ভাঙ্গা দল ফ্রিচার্চ্চ ইনস্‌টিটিউসন্‌ খোলা হয়। ১৮৩৮ সালে ভবানিপুরে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটী স্কুল খোলে; পূর্ব্বে লিখিয়াছি ১৮৩০ সালে জেনারেল এসেম্ব্লি ইনস্‌টিটিউসন্‌ খোলা হয়। যথন এই

প্রেসবিটারিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্ম বিবাদ হয়, তখন জেনারেল এসেমব্লি ইনস্টিটিউসন্ দুই বৎসর কাল (১৮৪৪—১৮৪৬) বন্ধ ছিল। এই সময় হইতে মিশনারীগণ তাহাদের পূর্ব্ব কল্পিত শিক্ষার পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য অনেকটা পরিত্যাগ করে। এখন যে ভাবে খৃষ্টান পাদ্রীগণ কাজ করিতেছে এই সময় হইতে তাহার সূচনা হয়।

১৮৪২ সালে গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাক্সান্ (General Committee of Public Instruction) উঠিয়া যায়। তাহার স্থলে জেনারেল কাউন্সিল অব্ পাবলিক ইনস্-ট্রাক্সান্ General Council of Public Instruction) গঠিত হয়। গভর্ণমেণ্ট প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন যে তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট সাহায্য কৃত যে সকল স্কুল ও কলেজ ছিল, তাহাদিগকে গভর্ণমেণ্টের খাস তত্ত্বাবধানে আনা হইবে ও নব প্রতিষ্টিত কাউন্সিল্ অব্ এডুকেসান্ (Council of Education) সে সব বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে পরামর্শ ও মত প্রদান করিবেন। "Reference and advice upon all matters of important administration and correspondence." ব্যয়ের সম্বন্ধে (General and Financial business.) গভর্ণমেণ্ট সকল অধিকারের ভার নিজের হস্তে লইলেন। আর নূতন গঠিত (Council of Education) শিক্ষা সভার উপর ভার দেওয়া হইল যে ইহার সদস্যগণ কলিকাতা ও হুগলিস্থিত স্কুল ও কলেজ পরিদর্শন করিবেন। শিক্ষা সভার (Council of Edcation) সদস্যগণ ইহাতে ঘোর আপত্তি তুলেন; তাহার ফলে ১৮৪৮ সালে পুরাতন সাধারণ শিক্ষা সভার যে সকল অধিকার ছিল সেই সকল অধিকার এই নব গঠিত (Council of Education) শিক্ষা সভা প্রাপ্ত হইল। পূর্ব্বেও শিক্ষা বিভাগ বেনামী সরকারী বিভাগ ছিল, এখন ও তাহাই রহিল। ১৮৪২ সালের শিক্ষা সভার সদস্যগণের নাম দেখিলে গভর্ণমেণ্টের সহিত ইহার সম্বন্ধ বুঝা যাইবে:—C. H.

Cameron; J. C. C. Sutherland, F. Millet; F. J. Halliday; H. V. Bayley; C. C. Egerton, দুইজন মাত্র বাঙ্গালী, রসময় দত্ত ও রাধাকান্ত দেব সদস্য ছিলেন।

১৮৪৩ সালে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য কৃত এই কয়টী বিদ্যালয় ছিল। হিন্দু কলেজ ও তাহার সংলগ্ন পাঠশালা, স্কুল সোসাইটির স্কুল (এখন যাহাকে হেয়ার স্কুল বলে) মেডিকেল কলেজ, মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ, হুগলীতে মহম্মদ মহাসিনের কলেজ (Hoogly College) হুগলি ব্র্যাঞ্চ স্কুল, ইনফ্যাণ্ট স্কুল হুগলির নিকট সীতাপুর স্কুল ও উমরপুর স্কুল। বাঙ্গালা দেশের অপর অংশে ছিল বাঁকুড়া প্রবেসনাল স্কুল (Probational School) যশোহর স্কুল, ঢাকা কলেজ, কুমিল্লা স্কুল, চট্টগ্রাম স্কুল, রামপুর বোয়ালিয়া স্কুল, বরিশাল প্রবেশনাল স্কুল (Barisal Probational school), সিলেট স্কুল, আর মেদিনীপুর স্কুল। সে সময়ে বাঙ্গলা দেশের লোক সংখ্যা ছিল ৫ কোটী।

১৮৩৫ সালে হিন্দুকলেজের পরিচালকগণকে তৎকালীন সরকারী শিক্ষা সমিতির (General Committee of Instruction) শোভা সভ্য Honorary members) নির্ব্বাচিত করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন বাস্তবিক কার্য্যকর সদস্য হইলেন। এ বন্দোবস্ত কিন্তু অল্প কালের জন্য হইল। সরকারী নির্ব্বাচিত জেনারেল কমিটী আপনাদের মধ্যে হইতে ছয় জন সদস্য লইয়া একটী শাখা সমিতি গঠিত করিলেন। ইঁহারাই কলেজ পরিদর্শন ও পরিচালনা করিতেন। (For visiting and superintending the College) প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রমুখ বাঙ্গালী সদস্যগণ এ বন্দোবস্তের বিপক্ষে ঘোর প্রতিবাদ উত্থাপন করেন ও তাঁহাদের অধিকার লোপ যাহাতে না হয় তাহা লইয়া আন্দোলন করেন। ১৮৪১ পর্য্যন্ত এই ভাবে চলিয়া আসিতে ছিল। সেই বৎসর (General Committee of the Public Instruction) সাধারণ

শিক্ষা সভা স্থির করিলেন "The future management and control of the Hindu College is to be vested in a Sub-Committee of the General Committee of Public Instruction, consisting of the present managers with the addition of two members of the General Committee, subject like all other sub-committees to the control of the General Committee."

শিক্ষা সভার সদস্যগণ সকলেই উচ্চ পদস্থ রাজ কর্ম্মচারী ছিলেন; তাঁহারা তাঁহাদের এই মন্তব্যটি গভর্ণমেণ্টের বিচারের নিমিত্ত পাঠাইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সহিত সম্পূর্ণ এক মত প্রকাশ করিলেন। "The entire concurrence and approval); একটী কথা উঠিল, তখনও এ দেশীয় পরিচালনা সভার হস্তে হিন্দু কলেজের ২৩,০০০, টাকা ছিল, সে টাকার কি হইবে? স্থির হইল ঐ টাকার সুদে বৃত্তি প্রদত্ত হইবে। এ দেশীয় হিন্দু কলেজের পরিচালকগণ কিন্তু নিজেদের মৌলিক অধিকার সহজে পরিত্যাগ করেন নাই ও হিন্দু কলেজের শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত এ বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতে বিরত হন নাই।

উপরে লিখিয়াছি ১৮৪২ সালে General Committee of Public Justruction উঠিয়া গিয়া Council of Education গঠিত হয়। তখন বাংলা বিভাগ (Bengal Presidency) আসাম হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত ছিল। ১৮৪৬ সালে বাঙ্গলা প্রদেশ (Bengal Province) অর্থাৎ বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা এই তিন অংশের স্কুল কলেজ গুলি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের স্কুলগুলি হইতে পৃথক হইল ও সেই সকল স্কুল উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেফ্‌টেনণ্ট গভর্ণরের (Agra Government) অধীন হইল। তখন এদেশে বাঙ্গালী ছাত্রেরা অধিকাংশই মাহিনা দিয়া পড়িত। হিন্দু কলেজের প্রায় সকলেই মাহিনা দিত। ১৮৪৪ সালে আগরা গভর্ণমেণ্টের অধীনস্ত গভর্ণমেণ্ট

সাহায্য কৃত স্কুল সমুহে ২৪২০ জন বালক পড়িত। তাহার মধ্যে কেবল মাত্র ৪২ জন মাহিনা দিত। সেই বৎসর (১৮৪৬ সালে) রাম কমল সেন ও দ্বারিকা নাথ ঠাকুর উভয়ের মৃত্যু হয়। ইহাঁরা হিন্দু কলেজের পরিচালনা সভার সভ্য ছিলেন; তাঁহাদের স্থলে দুইজন ইংরেজ নির্ব্বাচিত হইলেন। ১৮৪৬ সালে হিন্দু কলেজের যে টুকু অবশিষ্ট স্বাধীনতা ছিল তাহা একেবারে বিনষ্ট হয়।

১৮৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল স্যার হেনরি হার্ডিঞ্জ হিন্দু কলেজে উচ্চ বৃত্তি পরীক্ষার সময় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন তিনি বলেন, " The Government is deeply sensible of the inestimable value of education and besides another College at Patna since last autumn, arrangements have been made for the establishment in Bengal, of hundred Schools for instructions in the vernacular. সেই বৎসর (১৮৪৪ সালে) ডিসেম্বর মাসে গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে বোর্ড অব্‌ রেভিনিউকে যে পত্র লিখেন, তাহার কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করিলাম।

"The Right Honorable the Governor of Bengal has determined to sanction the formation of Village Schools in the several disricts of Bengal, Behar, Cuttack, in which sound and useful elementary instruction may be imparted in vernacular language.

The number of Schools which the funds at the disposal of the Government will admit being formed, is one hundred aud one, to each of which a master will be appointed capable of giving instruction in Vernacular

reading, writing and Arithmetic, Geography and the Histories of India, and Bengal."

"The salaries of the masters will be as follows. 20 masters at Rs. 25 a month, 30 masters at Rs. 20 a month and 51 masters at Rs. 15 a month." The school will be established in any two or three of the principal towns of each district, where the inhabitants may be willing to provide a suitable building for the purpose, and to keep it in proper repair. The Collectors and Deputy Collectors of each district, will take care that the intentions of the Government in each respect are universally known before they decide on the location of the Schools, and invariably give the most populous places the preference."

It is the desire of the Government that all boys who may come for instruction to these schools, should be compelled to pay a monthly sum, however small, for their tuition, and also be charged the full value of books supplied to them from the public stores. Gratuitous education is never appreciated and moreover, the necessity for payment tends to induce more respectable classes to send their children to the Government Schools. All are equally in want of instruction, and it is obviously proper to begin with those who can not only contribute means for its further extension, but influence others by

their example to follow the same course." পর বৎসর (১৮৪৫ সাল) মার্চ্চ মাসে এ সম্বন্ধে পুনরায় যে পত্র লিখেন তাহারও কিয়দংশ নিয়ে দিলাম :—

"Each reading lesson being over, the pupils should be required to spell every long word, and to write from a dictation a few lines in it The Arithmetical tables must be got by heart, and the pupils practised every day in mental addition and subtraction. The pupils may next read the following books in Bengali : —Keith's Grammar ; Harle's Arithmetic ; Yate's Reader. The Grammar should be got by heart. The pupils should still be required to spell the more difficult words and to write from dictation passages in their reading lessons. They should likewise parse every sentence and answer easy questions on Grammar connected with what they read. The books which may then be given to them are Bengali :—Marshman's History of Bengal ; Pearce's Geography. The pupils should be constantly practised in composition and letter writing, and their studies in Arithmetic should also be continued ; they should parse daily three or four lines of their Reading lessons and be required to correct bad spelling and grammar. They should be minutely questioned upon every particular in the History they read and occassionally called upon to give written answers to the questions proposed. The

more advanced pupils may be required thrice a week to write essays and letters on various subjects, which should be valued, not for their length, but for their grammatical and orthographical corrections and for their closeness to the matter proposed."

বোর্ড অব্ রেভিনিউকে (Board of Revenue) পত্র লিখিবার কারণ ছিল। গভর্ণমেণ্ট এ সকল স্কুল তৎকালীন কাউন্সিল অব এডুকেশনের অধীনে রাখা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করেন নাই। নব প্রস্তাবিত স্কুলগুলি গভর্ণমেণ্টের স্কুল হইবে স্থির হইয়াছিল। তখনও গভর্ণমেণ্টের খাস শিক্ষা বিভাগ প্রকৃতরূপে গঠিত হয় নাই। বোর্ড অব্ রেভিনিউর সহিত রাজস্বের আয় ব্যয়ের সম্বন্ধ চিরকাল ঘনিষ্ঠ; সেই কারণে তাঁহাদেরই হস্তে এ ভার অর্পিত হইল। স্থির হইল যে গভর্ণমেণ্ট হইতে শিক্ষকদের বেতন দেওয়া হইবে; ছাত্রেরা এক আনা করিয়া মাসিক বেতন দিবে, এই অর্থ গুরু মহাশয়েরা পাইবেন; প্রথমে এই একশত এক স্কুল বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যায় স্থাপিত হইবার কথা হয়, তাহাদের মধ্যে প্রকৃত বাঙ্গলা দেশমধ্যে যশোহর জেলাতে ১৯টী, ঢাকা জেলাতে ১৫টী, মুর্শিদাবাদ জেলাতে ১৭টী, চট্টগ্রাম জেলাতে ৮টী স্কুল খোলা হইল। এই স্কুল গুলির প্রতি প্রথম হইতেই লোকে উদাসীন ছিল; চারি বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা দেশে ৩৭টী মাত্র স্কুল অবশিষ্ট থাকে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেগুলি প্রায় লোপ পায়। নানা কারণে লর্ড হার্ডিঞ্জের স্কুলের পরিণাম এরূপ ঘটিয়াছিল। সে কথা পরে লিখিব।

পরিচ্ছেদের আরম্ভে তখনকার বাঙ্গালী ছেলেদের নিমিত্ত যাহা পাঠের সামগ্রী এবং যেরূপ পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। ১৮৪১ সালে তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট সাহায্য কৃত বিদ্যালয় সমূহে এইরূপ পাঠের বন্দোবস্ত ছিল। অনেকেরই মনে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে এরূপ

পাঠ্য পুস্তক কেন নির্ব্বাচিত হইল ? সাধারণ শিক্ষা সমিতি প্রধানতঃ জন কয়েক উচ্চ পদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী লইয়া গঠিত হইত। ২।১ জন নামজাদা এদেশীয় ভদ্রলোক থাকিতেন। এই ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ কাহার মত লইয়া কিংবা কোন উদ্দেশ্যে এইরূপ পাঠ্য পুস্তক বাঙ্গালী বালক দিগের নিমিত্ত নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন ? ইংলণ্ডে কোন বিদ্যালয়ে ১৫।১৬ বৎসরের ইংরেজ বালকগণ Shakespeare, Milton কখনও পড়েনা— একজন ইংরেজ পিতা অথবা অভিভাবক তাঁহার ১৫।১৬ বৎসরের বালকের নিমিত্ত Sterne's "A Sentimental Journey" নির্দ্দিষ্ট করিবেন একথা কোন ই রেজ বিশ্বাস করিবে না। বাঙ্গালী বালক দিগের পাঠের নিমিত্ত এ সকল পুস্তক ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীরা কেন স্থির করিলেন ? ইংরেজী সাহিত্য শিক্ষিত বাঙ্গালীদের বিপক্ষে চিরদিনই এক ঘোর অভিযোগ আছে, যে ইহারা কার্য্যকরী অথবা প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ই শিক্ষা করে না। এ কথাটা এককালে অসত্য নহে। ইংরেজী সাহিত্য শিক্ষিত বাঙ্গালী এক শ্রেণীর ইংরেজের নিকট চিরকাল বিদ্রূপের পাত্র। আমরা ভুল ইংরেজী লিখি, ভুল ইংরেজী বলি ইহাতে তাঁহারা হাসিয়া কুটি কুটি হন। সে প্রকার ইংরেজীকে তাঁহারা বাবু ইংরেজী Babu English নাম দিয়াছিলেন। আমরা যে তাঁহাদের মত তাঁহাদের ভাষা বলিতে অথবা লিখিতে পারি না ইহাতে তাঁহারা আমাদিগকে অতিশয় হেয় বলিয়া জ্ঞান করেন। ইংলণ্ডে Times টাইমস্ নামে পত্রিকা শিক্ষিত বাঙ্গালীর নাম First Class Classical Babus রাখিয়াছিল।

সময়ে আমরাও ইংরেজী সাহিত্য শিক্ষা সকল শিক্ষার চরম সোপান বলিয়া জ্ঞান করিতে শিখি। ইয়োরোপে প্রতি দেশেই অন্ততঃ একশত প্রকার শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। সরকারী বা অপরাপর চাকরীর জন্যই হউক, ব্যবসা শিল্প বাণিজ্যের জন্যই হউক, বালকেরা যাহাতে ভবিষ্যৎজীবনে স্ব স্ব কর্ম্মে পারদর্শিতা ও উন্নতি লাভ করিতে পারে

তাহার নিমিত্ত অসংখ্য প্রকারের শিক্ষা প্রদান করিবার আয়োজন আছে; বাঙ্গালী বালকদের নিমিত্ত Anglo-Indian কর্ম্মচারিগণ কি ভাবিয়া এরূপ পাঠের বন্দোবস্ত করিলেন?

উপরে লিখিয়াছি, সময়ে ইংরেজী সাহিত্য শিক্ষা বিদ্যার চূড়ান্ত, এ জ্ঞান আমাদের ও জন্মিল। ইংরেজের মত ইংরেজী বলা, ইংরেজী লেখা, ইংরেজী সাহিত্যের চর্চ্চা, তাহাদের দেশের আচার পদ্ধতির অনুকরণ করা আমাদের একমাত্র গৌরবের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইল। উপরে গৌর মোহন আঢ্য স্থাপিত Oriental Seminaryর কথা বলিয়াছি। তাহারই এক বৎসরের বিবরণ হইত নিম্নে এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম

The Oriental Seminary received great encouragement and assistance from the late Rev. A. Morgan, Rector of the Paternal Academic Institution, and from the late lamented Mr. Woodrow, the Principal of the Martiniere. Both these gentlemen conducted many of the private examinations of the Seminary and paid it a very high compliment on the occasion of the Annual examination held at the Town Hall in 1852. In that year Mr. Woodrow said that, "though under his own care there were many whose parents loved to tell them of a home in 'dear old England,' he had none who knew the language of that home so correctly, or were so familiar with its stores of learning as these Hindu Youths."

উদ্ধৃত অংশটুকু পাঠ করিলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। বাঙ্গালী বালকদের ফিরিঙ্গি অথবা ইংরেজ বালকদিগের অপেক্ষা ইংলণ্ড এবং ইংরেজী ভাষার সহিত অধিক পরিচয় ছিল ইহাই হইল বিশেষ গৌরবের কথা! দুঃখের বিষয় এ ভাবটি এখনও সম্পূর্ণ যায় নাই।

কথাটি রহস্যের বিষয় হইলেও ইহার তলে ভাবিবার সামগ্রী অনেক আছে। ইংরেজ দিগের সহিত পরিচয় হওয়াতে আমাদিগের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল সেইরূপ অবস্থা অন্য দেশবাসীর পক্ষেও সময় সময় ঘটিয়াছিল। ইংলণ্ডই এক তাহার প্রধান উদাহরণস্থল। যখন ফ্রান্স-বাসী নরম্যান (Norman) গণ ১০৬৬ খৃঃষ্টাব্দে ইংলণ্ড জয় করে তখন তাহারাও তাহাদিগের ভাষা, শাসন পদ্ধতি, প্রভৃতি ইংলণ্ডে লইয়া যায় ও প্রবর্ত্তন করে; যে সময়কার ইংলণ্ডবাসী লোকেরা (Saxons) এরূপ নূতন অবস্থায় নিজেদের শিক্ষার সম্বন্ধে কি করিয়া ছিলেন? তাঁহারা কি ভাবে নিজেদের সন্তান সন্ততিদিগের নিমিত্ত, কিরূপ পাঠের ব্যবস্থা ও আয়োজন করিয়াছিলেন? ইংলণ্ডের Oxford ও Cambridge বিশ্ববিদ্যালয় চিরকালই বিদ্যাচর্চ্চার নিমিত্ত সুপ্রসিদ্ধ। (Norman) নরম্যানগণ কর্ত্তৃক ইংলণ্ড বিজয়ের পরে এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রপাত হয়। তখন ও সাক্সনগণ স্বদেশে দাসের মত থাকিত। বিজেতা নরম্যানগণ ছিল তাহাদের প্রভু। কি ভাবে এবং কি কারণে এ দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি হয়, ও তথায় কি প্রকার শিক্ষা দেওয়া হইত তৎসম্বন্ধে Oxford বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস হইতে (Jaffrson, Annals of Oxford) কতকটা উদ্ধৃত করিলাম। উদ্ধৃতাংশটি অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছে। অধিক স্থান অধিকার করিলেও ইহাতে চিন্তা করিবার সামগ্রী অনেক আছে। বিবরণের আর এক ভাগে এ প্রশ্ন বিস্তৃত ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। এস্থলে উল্লেখ আবশ্যক যে ইতিহাস লেখক কতকটা রহস্যছন্দে এ প্রশ্নটির বিচার করিয়াছেন।

For to me nothing is clearer in the social story of our dark period, than that Oxford was at the outset of her career the exact mediœvel equivalent of our nineteenth century middle-class schools, and that her

chief object was to produce an adequate supply of persons possessing a sufficiency of the particular kinds of knowledge that were needed for the carrying on the prosaic affairs of a work-a-day world.

It is not for the pleasure of indulging in fanciful conjecture, but rather to assist readers in acquiring a true knowledge of our national life, that I suggest that Oxford's original success was mainly due to the practical ability with which she satisfied certain social needs arising out of the Norman Conquest. From the same movement which made England a country of two nations, and transforming the ownership of the greater part of her soil from the conquered to the victorious aristocracy which gave French rulers to the English populace, there sprang an urgent demand for educated business agents who could mediate in the common affairs of life between a nobility and a multitude, each of which two elements of the commonwealth spoke a language not understood by the other Our experience in India assists in showing us the necessity for such a class of official intercommunicators between the French nobles who could seldom speak ten words of English and their English tenants, who could rarely speak ten words of French. Every Baron within the limits of his jurisdiction, every Knight on his subordinate estate, every Norman Gentle-

man holding a manorial lordship and a tract of irregularly cultivated or comparatively unreclaimed soil, continually needed the services of a factor who could speak English and French, explain Saxon ways to the Norman mind, and. in enlightening the Norman mind upon Saxon ways, could save the social machine from coming to a deadlock. Disdaining mental, no less than bodily labour, with the coarse insolence of barbaric power, the Norman nobles could not condescend to acquire the language of the enslaved p·ople ; but no long time elapsed before the men of the fallen nation saw their advantage in rendering themselves serviceable to their foreign masters by the acquisition of certain kinds of learning which, had it not been for the French intruders they would not have troubled themselves to acquire.

To train the English boys who wished to take service of trust under the French nobles, or otherwise make profit out of the increased demand for men combining education with energy, school masters appeared in other towns besides Oxford ; but owing to causes of which enough has been said for the purposes of this omniscient work, the teachers on the shores of the Isis, surpassed all thier competitors, and the seminary of their formation, from being only a local influence, grew to be a national power. Before the gradual absorption of the Norman

intruders into the national stock had been effected, the secular clergy had selected as their chief nursery, the aggregation af schools which had outlived the special circumstances that called it into existence, and was firmly rooted into the confidence and affections of the humble people.

The training which Oxford for many a day gave to her pupils was as strictly practical, and closely pointed to the immediate uses for which her instructions were required, as the training of any commercial academy to be found at the present date betwixt Highgate Rise and Clapham Junction. She gave her best energies to teaching them grammar, an art no less useful in common affairs than beneficial to the mind ; though some of us contrive to get on very comfortably without a very accurate knowledge of its rules. She taught them to write clear, firm, legible hands, so that no employer should find them inefficient penmen. And she drilled them thoroughly in the primary rules of Arithmetic ; so that they were cleverer in casting up figures, and could be trusted to manage the accounts of great estates. French she taught for obvious reasons, of which no more need be said. She gave them no smattering of Greek, because a slight knowledge of that classic tongue was not a marketable commodity, as it

became on the revival of letters consequent on religious commotion and the discovery of printing; as it still remains, partly through the genuine scholarly tastes of a very limited number of Englishmen, but mainly from pedantic fashion arising from the direction which countless pedants of past times gave to the national studies. But Oxford taught her boys Latin—not out of compliment to a dead people, or from any notion that its literature was peculiarly calculated to endow the students intellectual vigour and moral dignity; but because though dead in one sense, Latin was eminently a living tongue and a knowledge of it was highly to be desired by every man of culture who designed to turn his knowledge to commercial account. French was the language in which the lawyers pleaded in court; but the records of the tribunals were kept in Latin, which had, moreover, a peculiar claim to rank amongst living languages in the fact that the learned of all the Western nations used it as a common tongue. Until he had acquired a certain proficiency in Latin, no aspirant to livelihood by letters was qualified to act as a nobleman's secretary, or even as clerk to a commercial corporation. Under these circumstances Oxford put Latin amongst the studies of a strictly practical training just as Mr. Jabez Flourish, M. C. P. of the Peckham

Commercial Academy, regards a knowledge of French as a necessary feature of a sound commercial education. With respect to other subjects which she taught to the best of her ability she was no less utilitarian. Whatever knowledge, or so-called knowledge, men requred for the actual use in the path of life, they could procure in her Schools. She taught the Bible and Church's deductions, from its words, to students who meant to enter religion That her sons might be armed to fight in the grand battle against disease—a battle, by the way which the best doctors of the present day say has only just begun—She instructed them about maladies and means for their cure. She had lectures on the various delusions of astrology, who distributed their teachings in the belief that they would result in the most useful and beneficial of all conceivable discoveries—an invention that would convert the baser metals into gold.

On the one field, where she laboured from a desire to raise the pupil's intellectual efficiency without any respect to the special career for which he was designed, she toiled to less good, and committed a larger number of absurdities, than in any other section of scholastlic enterprise. It was an evil day for her when she gave her brains and conscience for a while into the keeping

of fantastic logicians, whom she allowed to train and elevate her children by those processes of barren word splitting which have rendered sophistry a bye-word for learned foolishness and vain disputation. Save that the Sophister could earn fees by training others in his pernicious art, so long as pedantry sustained it in popular esteem, no material good ever came to the artist from his mastery of sophistical tricks. But for many a day scholastie disputants, alike simple and subtle, contrived to persuade themselves that sophistry sharpened the wits of its practitioners; and was all the more to be commended because, while contributing nothing to social convenience, it aimed only at imparting vigour and clearness to the mental faculties.

শিক্ষা ও সরকারি চাকরি।

উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে এ দেশীয়দের পক্ষে সরকারী উচ্চ চাকরী সংখ্যায় বড় বেশী ছিল না। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এ দেশীয়দিগের সরকারী চাকরীতে প্রবেশের বিরুদ্ধে ছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ এ সম্বন্ধে উদার নীতি অনুসরণ করিতেন। হেষ্টিংসের সময়ে হুগলী ফৌজদারের বেতন বার্ষিক ৭৫০০০ টাকা ছিল। একর্ম্ম একজন দেশীয় লোক করিতেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা প্রবর্ত্তন করেন। রাজ্যশাসন ও শাসন সংক্রান্ত সমস্ত কর্ম্মই ইয়োরোপীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত হইবে ইহাই তিনি নিয়ম করেন। তাঁহার সময় হইতে মাসিক ৭৫৲ টাকা বেতনের কোন দেশীয় কর্ম্মচারী ছিল কিনা সন্দেহ। পর্টুগিজ, ও ফিরিঙ্গী ইংরেজগণ বেশী মাহিয়ানায় সকল কাজ করিত। সেইভাবে অনেকদিন চলিয়া আসিয়াছিল; পুলিসে দারোগাগিরি ও

ও আদালতের সেরেস্তাদারী প্রভৃতি আমলাদের কার্য্য, তখন এদেশীয় গং করিতে পাইত। এতদ্ভিন্ন মুনসেফ বলিয়া এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী অল্প বেতনে দেওয়ানী কাজ করিত। অনেক পরে সদর আমিন ও সদর আমিন আলা, যাহাকে চলিত ভাষায় সদর আলম্ব বলিত নিযুক্ত হয়। এই সব কাজে বাঙ্গালীরা নিযুক্ত হইত। ইহাদের শিক্ষার ও নিয়োগের নিমিত্ত সদর দেওয়ানী আদালত ১৮৩৬ সালে পরীক্ষা প্রবর্ত্তনের নিমিত্ত অনুরোধ করেন।

The Sudder Dewanee Adawlut, in ther report for 1836, strongly represented the necessity of securing a regular supply of properly educated young men for employment in the Judicial department ; and the Education Commitee, to whom the subject was referred, suggested the plan above described. The remarks of the Sudder Dewanee Adawlut, are as follow :—

The reports of the local authorities generally, however, speak favourably of these two grades of native Judges. Regarding the moonsiffs, there appears to be a greater difference of opinion, but under experienced and effiicient Judges, the Court entertained hopes that the moonsiffs will be ultimately found to perform thear duty in a correct and satisfactory manner.

As the readiest mode of improving the present system of nomination, the court would suggest the appointment of a regular professor, at all the Government Colleges, for the purpose of instructing the native youths in the

Land and Regulations of Government, and for enabling the young men brought up at these institutions to qualify themselves for the Judicial and Revenue branches of the public service. To each College possessing such a professor, whether in Calcutta or at any city in the interior, one or two moonsiffships and uncovenanted Deputy Collectorships might be presented as prizes every year, and these prizes should be bestowed on any native youth, above the age of 25 years, who might be found duly qualified, on public examination, for the situation ; the name of the successful candidate should then he placed on the records of this Court, in order that he might be employed in Bengal or Behar according to his parentage, directly a vacancy occured ; and in the meantime he should be obliged to continue his legal studies at the College, a monthly personal allowance of sixteen or twenty Rupees being granted to him by Government for his support. The Court would further recommend that the monthly salaries of the moonsiffs be fixed at 150 Rupes. The very important duties now confided to the Native Judges undoubtedly render the adoption of some systematic plan of education for these officers, indispensably necessary ; and the Court therefore begs to urge that these suggestions may receive an early consideration of Government.

গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই অনুরোধ অনুযায়ী কোন কাজ হয় নাই, তবে ৮৩৫ সালের পূর্ব্বেও যাহাতে ইংরেজীশিক্ষিত বাঙ্গালীরা সরকারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারে সে বিষয়ে গভর্ণ মণ্ট কর্ম্মচারীগণ সময়ে সময়ে আন্দোলন করিতেন।

It is proposed that public examinations should be annually held at each of the great towns in the Bengal aud Agra Presidencies, by officers appointed to make the circuit of the country for that purpose; that these examinations should be open to all comers, wherever they may have been educated; those who acqult themselves should be ranked according to their merit; and that the list so arranged, together with the necessary particulars regarding the branches of knowledge in which each person distinguishes himself should be sent to the neighbouring functionaries to enable them to fill up from it the situations in thir gift which fall vacant.

১৮৩৩ সালে ৬ জন বাঙ্গালী প্রথমে ডেপুটি কালেক্টার (Deputy Collector) নিযুক্ত হন। ইহারা পারসী ভাষায় কাজ করিতেন। এইরূপ ইংরেজীতে অভিজ্ঞ ফারসী জানা ডেপুটি কালেকটর ১৮৭০ সালের পরে ও দুই এক জন ছিলেন। ১৮৩৭ সালে ফারসীর পরিবর্ত্তে ইংরেজী ও বাংলা আদালতের ভাষা হয়। "In Bengal the Persian language had disappeared from the Collector's office at the end of a month, almost as completely as if it had never been used. ... ... It melted away like snow."

ইংরেজী শিক্ষার বিস্তারের সহিত ইংরেজীতে অভিজ্ঞ লোকের অভাব রহিল না। ১৮৩০ সালেই অন্যূন .০ সহস্র বাঙ্গালী ইংরেজীতে

পারদর্শী হইয়াছিল। যে সকল বিভাগ, এখন আমরা সরকারী বিভাগ (Government Department) বলি, তাহাদের সূচনা অতি ধীরে ধীরে আরম্ভ হয়। এই সব বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিতে কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইতে লাগিল। পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজ ও ফিরিঙ্গীদের এই সব চাকরী এক চেটিয়া ছিল। এখন শিক্ষিত বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে অথবা অন্য কারণেই হউক গভর্ণমেণ্ট এদেশীয় গণের নিয়োগে সম্মত হইলেন। অল্প সময়েরই মধ্যে অনেক বাঙ্গালী এরূপ চাকরী পায়। ১৮৩৯।১৮৪০ সালে এরূপ বাঙ্গালীর সংখ্যা, তাহাদের বেতন ইত্যাদির সম্বন্ধে নিম্নে যে তালিকা দিলাম তাহা হইতে সে সময়ে শিক্ষা ও তাহার সহিত সরকারী চাকরীর সম্বন্ধ কতকটা বুঝা যাইবে। ইহারা সকলেই গভর্ণমেণ্ট সাহায্য কৃত স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

No.	Employment.	Amount of Salaries per month.
83	English Teachers	from Rs. 20 to 50
33	Arabian "	" 30 " 60
133	Persian "	" 10 " 20
50	Sanskrit "	" 16 " 60
20	Bengali "	" 16 " 20
4	Hindi "	" 16 " 20
5	Urdu Teachers	from Rs. 16 to Rs. 20
2	Supdts. of Abkari	500
23	Deputy Collectors	300

No.	Employmeat	Amount of Salaries per month.
7	Sadar Amins	300
18	Munsefs.	100
10	Zilla Pandits	60
19	Do. Maulavis	80
2	Asst. Surgeons.	50
1	Asst. Surgeon	200
102	Dewans & Banyans	„ 100 to 50
3	Nazirs	20
20	Native Doctors	20
3	Apothecaries	15
57	Asst. Surveyors	40
170	Writers	from 10 to 100
61	Merchant's Writers	15
128	Vakils	15
25	Sub-Asst. Surgeons	100
16	Record Keeper	from 30 to 50
425	Miscellaneous ·· ··	

১৮৪৪ সালে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ শিক্ষা ও সরকারী চাকরী সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত মন্তব্য প্রকাশ করেন। এ মন্তব্যটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিলাতের পরিচালনা সভা (Court of Directors) এ দেশীয় লোকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ হইতে অনেক মন্তব্য পাঠাইতেন। কতকগুলি পুর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি;—এ দেশের লোকের চরিত্র ভাল নয়; যাহাতে এ দেশের লোকদের সুনীতি সম্বন্ধে সুমতি হয় তাহার চেষ্টা বিশেষ প্রয়োজন; সেই চেষ্টা ফলে তাহারা শিক্ষা পাইলে সুচরিত্র হইবে; আর সুচরিত্র হইলে ছোট খাট সরকারী কর্ম্ম করিতে উপযুক্ত হইবে; এ দেশের লোকদিগের চরিত্র সংশোধন করিতে হইলে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান পড়া আবশ্যক; প্রাচীন ভাষা আরবী, ফারসি সংস্কৃত শিখিয়া এরূপ জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা নাই; অতএব তাহাদের পরিবর্ত্তে ইংরেজী শিখাইতে হইবে। এই ছিল প্রধানতঃ তাহাদের সকল মন্তব্যের সার।

পরে উচ্চ বৃত্তি (Senior Scholarship) পরীক্ষার ফল বাহির হইতে লাগিল, এ দেশীয় বালকদিগের শিখিবার পটুতা ও আগ্রহের সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রহিল না। লর্ড হার্ডিঞ্জ এই নব শিক্ষিত বালক দিগকে গভর্ণমেণ্ট চাকরী দিবার পক্ষপাতী ছিলেন। যাহাতে উচ্চ শিক্ষা বিস্তার হয় তাহাও তাঁহার অভিমত ছিল। প্রতিযোগিতায় অন্ততঃ পারদর্শীতার ফল অনুসারে কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন হয় তাহাও তাঁহার ইচ্ছা ছিল। মন্তব্যটী নীচে দিলাম :—

LORD HARDINGE'S RESOLUTION.

Dated, 10th October 1844.

"The Governor General having taking into his consideration the existing state of education in Bengal, and being of opinion that it is highly desirable to afford it

every reasonable encouragement by holding out to those who have taken advantage of opportunity of employment in the public service, and thereby not only to reward individual merit but to enable the State to profit as largely and as early as possible by the results of the measures adopted of late years for the instruction of the people as well by the Government as by Private individuals and socities ; has resolved that in every possible case a preference shall be given in the selection of candidates for public employment to those who have been educated in the institutions, thus established and especially to those, who have distinguished themselves therein by more than an ordinary degree of merit and attainment...."The Governor General is accordingly pleased to direct that it be an instruction to the Council of Education and to the several Local Commitees and other authorities charged with the duty of Superintending of Public Instruction throughout the Provinces subject to the Government of Bengal, to submit to that Government at an early date and subsequently on the 1st of January in each year Returns (prepared according to the form appended to this Resolution) of students who may be fitted, according to their several degrees of merit and capacity, for such of the various public offices as, with reference to their age, abilities, and other

circumstances, they may be deemed qualified to fill."

The Governor General is further pleased to direct that the Council of education be requested to receive from the Governors or managers of all scholastic establishments other than those supported out of the public funds similar returns of meritorious students and to incorporate them after due and sufficient enquiry with those of Government Institutions, and also that the managers of such establishments be publicly invited to furnish returns of that description periodically to the Council of Education."

The returns when received will be printed and circulated to the heads of all Government Offices both in and out of Calcutta, with the instructions to omit no opportunity of providing for, and advancing the candidates thus presented to their notice, and in filling up every situation of whatever grade, in their gift, and to show them an invariable preference over others not possessed of superior qualifications. The appointment of all such candidates to situations under the Government will be immediately communicated by the appointing officer, to the Council of Education, and will by them be brought to the notice of Government, and the public in their annual reports. It will be the duty of controlling officers with whom rests the confirmation of

appointments made by their Subordinates to see that a sufficient explanation is afforded in every case in which the selection may not have fallen upon an educated candidate, whose name is borne on the printed returns."

"With a view still further to promote and encourage the diffusion of knowledge among the humbler classes of the people, the Governor General is also pleased to direct that even in the selections of persons, to fill the lowest offices under the Government, recourse be had to the relative acquirements of the candidate, and that in every instance a man who can read and write be preferred to one who cannot."

লাট সাহেবের এই মন্তব্যের দ্বারা সরকারী কার্য্যের নিয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ ফল হয় নাই। তৎকালীন LaMartiniere, St. Paul, Parental প্রভৃতি ইয়োরোপীয় স্কুলের অধ্যক্ষগণ ও মিশনারীগণ ইহার বিপক্ষে ঘোর আপত্তি করেন। এ সম্বন্ধে পাদ্রী ডফের পত্র পরে দিয়াছি। বিলাতে (Court of Directors) ভারত পরিচালনা সভা লর্ড হার্ডিঞ্জের উদ্দেশ্য বিশেষ সদয় চক্ষে নিরীক্ষণ করেন নাই, তাহাদের মন্তব্য (Despatch) হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

The Despatch of the Court of Directors.

Para I. Your public letters of the 21st May, No. 17 of 1845 informs us that you have intimated to the Council of Education your assent to their proposal, that all persons, whose names are inserted in the list of those qualified for the services of Government, shall

have passed, satisfactorily, an examination similar to that which entitles a student to a senior scholarship at the Calcutta and Hoogly English Colleges. This rule requires a critical acquaintance with the works of Bacon, Johnson, Milton, and Shakespeare, a knowledge of ancient and modern History, and of the Higher branches of Mathematical science, some insight into the elements of Natural History, and the principles of moral Philosophy and Political economy, together with considerable facility of composition, and the power of writing in fluent and idiomatic language an *impromptu* essay on any given subject of History, Moral or Political Economy."

(2) "It appears to us that the standard can only be attained by the students in the Government Colleges, and that therefore it virtually gives to them a monopoly of Public patronage."

(3). We are also of opinion that this high test, instead of promoting, will, in effect, discourage the general acquisition of the English language. Those who cannot hope to pass this test will not think it worth their while to bestow any time in learning the English language, at least with a view to employment in the public service.

(4) Nor are we disposed to regard a high degree of

Scholastic knowledge constituting an essential qualification for the public service. To only a moderate and practical knowledge of English, with a thorough command of the vernacular languages, and testimonials of regularity, steadiness, diligence, and good conduct, will be, in our opinion the best way to obtain the largest number of candidates competent to become useful officers in the different ranks of the Revenue and Judical Departments ; though we do not deny that there may be some few appointments which it may be desirable to bestow as the rewards of greater proficiency in the higher branches of literature.

(5) But we would not insist, throughout all India, on even a moderate acquaintance with the English language. Where, from local circumstances, the persons whom it would be most desirable to employ are found deficient in that knowledge we would not on that account peremptorily exclude them from employment, though other qualifications being equal, or nearly so, we would allow a knowledge of the English language to give a claim to preference.

(b) We are further inclined to doubt that this expediency of the subjecting all candidates to public examinations, held at the Presidency. It is not probable that young men from Behar or Cuttack will come to

Calcutta merely that they may be recorded as fit for official employment without any assurance that they will never be so employed. The same objection applies to the registration fee required from all candidates for examination. It will be felt as an unjust exaction, by those who derive no eventual benefit from showing themselves equal to the prescribed list ; and an examination being for the benefit of the public, the cost of it, if incurred at all, should be defrayed at the public expense."

লর্ড হার্ডিঞ্জের মন্তব্যের অনুসারে ১৮৪৫ হইতে ১৮৫০ সালের মধ্যে ৪১ জন ছাত্র চাকরী পাইবার উপযুক্ত হয়। জনকতক চাকরী পাইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ১৬ জনের বেতন ৪০৲ টাকা হইতে ২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হয়। তালিকা পরে দিয়াছি। লর্ড হার্ডিঞ্জের নির্ব্বাচিত প্রণালী শীঘ্রই পরিত্যক্ত হয়।

শিক্ষা ও চাকরী সম্বন্ধে আর দুইটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া এ পরিচ্ছেদ শেষ করিব।

"Para 14. The ultimate object which we have in view is to infuse into the student, possessed of talents and leisure, a test for literature and science. Such a result can only be obtained by slow and fostering care ; and our efforts have been particularly directed to this important aid.

15. It may also be noticed that the estimation in which natives of education and character are held by the Europeon Community, and the situations of trust

and emolument which have been conferred upon many of them, have already proved a strong incentive to the exertions of others in the same honourable course ; and this cause will continue to operate with increasing vigour in each succeeding year, as there can be no doubt that, in the course of time, a liberal education will be considered an indispensable qualification for Government employment, and numbers will thus be led to the pursuits of knowledge, who would have remained careless and indifferent to its attainment, were it not for the tangible and substantial advantages attached to the acquisition.

We have added in the Appendix the rules of the College of Mahammad Mohsin (Hoogly) in order to afford your Lordship a clearer view of the system thus pursued in our Colleges." (Report of the General Community of Education 1838-39)

"While we are most anxious to see a portion, of the eledves of our Institutions employed in the public service, we are equally anxious to see a select and highly and specially qualified portion, set apart for the duties of imparting the benefit of instruction, to the masses of this great Empire." (Report General Council of Education 1842-43)

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর আর মন্তব্য স্থানান্তরে দিয়াছি।

খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রভাব।

হিন্দুরা বিশেষ বাঙ্গালী হিন্দুরা, যে অতিশয় ব্রাহ্মণ প্রপীড়িত জাতি এরূপ বিশ্বাস সকলেরই মনে আছে। বিদেশীয়গণ এ বিষয় লইয়া অনেক কথা বলেন, তাঁহাদের লিখিত ইতিহাসে এ কথা লইয়া নানা প্রকার আন্দোলন করেন। আমাদের মধ্যেও অনেকের ধারণা আছে যে হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের যেরূপ আধিপত্য সেরূপ প্রতাপ পৃথিবীর কোন দেশের ধর্ম্মযাজকগণের স্বদেশবাসীদিগের উপর নাই ও কখনও হয় নাই।

কথাটি সম্পূর্ণ অমূলক। ইউরোপে ধর্ম্মযাজকগণের স্ব স্ব দেশবাসী-দিগের সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। সে বিষয় আলোচনা করিবার এ স্থান নহে। তবে মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণের স্বধর্ম্ম অবলম্বীদিগের উপর প্রভাব স্ব সমাজে ব্রাহ্মণের প্রভাব অপেক্ষা অনেকগুণে অধিক; তবে এ স্থলে একটু পার্থক্য আছে; আমরা অশিক্ষিত, প্রায় নিরক্ষর জাতি; আমাদের ধর্ম্মযাজকগণ অশিক্ষিত শিষ্যগণের গুরু, অশিক্ষিত সমাজের নেতা। ইউরোপের, বিশেষ ইংলণ্ডের, অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিপরীত। সে দেশে নিরক্ষর বলিয়া স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ কেহ নাই। অশিক্ষিত বলিয়া কেহ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ সব দেশে গুরু অথবা ধর্ম্মযাজক জ্ঞানে ও চরিত্রে যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিবেন তাহা বলা বাহুল্য। ধর্ম্মযাজক হইতে হইলে B. A., M. A. প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় উত্তীর্ণ (Graduate) গ্রাজুয়েট হইতে হয় তাহারপর তাহাদের ধর্ম্মের ইতিহাস ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি পড়িতে হয়। সকল গৃহস্থের গৃহে ও সকল সামাজিক অনুষ্ঠানে তাঁহারা আদৃতস্থান অধিকার করেন, সমাজে সকল স্থানেই তাঁহারা সম্মান প্রাপ্ত হন।

দেশের ইতিহাসের সহিত খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। সে সম্বন্ধ বুঝিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই। কারণ তদনুরূপ কোনও

জাতীয় জীবনের উপাদান আমাদের দেশে অনেক দিন হইতে নাই। যাহাকে ইংরেজীতে Ecclesiastical History (ধর্ম্মশাসন ইতিহাস) বলে আমাদের ভাষায় সে প্রকার কোনও গ্রন্থই নাই। যাহা লইয়া এই ধর্ম্মশাসন ইতিহাস লিখিত হয় সেরূপ ঘটনাও আমাদের দেশে কখনও হইয়াছে কিনা সন্দেহ, হওয়া সম্ভব কিনা তাহাও সংশয়স্থল। সাধারণ ইতিহাসের সহিত খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের ইতিহাসের যে কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, যাঁহারা ইউরোপীয় জাতিদিগের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন। যাহাকে আমরা ইতিহাস বলি ইউরোপে তাহার অর্দ্ধেক খৃষ্টান ধর্ম্ম যাজকগণের প্রভুত্বের ইতিহাস।

খৃষ্টান ধর্ম্মসম্প্রদায়দিগের পরস্পরের মধ্যে ভেদ ও পার্থক্যের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। রোমান ক্যাথলিকদিগের সহিত প্রটেষ্টাণ্ট্ দিগের বিবাদ, এপিস্কোপেলিয়ান দিগের (Episcoplian) সহিত পিউরিট্যান-দিগের (Puritan) ও প্রেসবিটেরিয়ান দিগের (Presbyterean) কলহ এংলিক্যান দিগের (Anglican) ও ডিসেণ্টার দিগের (Dissenters) মধ্যে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ, এই সকলের উদাহরণ ও তাহাদের ফল ইংরেজী ইতিহাসে প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বাপেক্ষা এ ভাবের এখন অনেক হ্রাস হইয়াছে, তবে এককালে এ পার্থক্যজ্ঞান লোপ হইয়াছে তাহা বলা যায় না।

পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে পরিচালনা সভার সভ্যগণ (Court of Directors) এ দেশে নিজ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া কখনও ভেদ বিচার করেন নাই। এ দেশে শাসনকার্য্যে ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া কোনও প্রকার পার্থক্যের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এ দেশস্থিত সকল প্রটেষ্ট্যাণ্ট (Protestant) ধর্ম্মযাজকগণ এক হিসাবে এংলিক্যান (Anglican) সম্প্রদায়ের প্রধান কর্ম্মচারী লর্ড বিশপের (Lord Bishop) অধীন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে ইংরেজ কর্ম্মচারী দিগের সহিত পাদ্রীগণের অনেক সময়ে বনিবনাও হইত না। রাজনৈতিক কারণে কর্ম্মচারীগণ অনেক সময় এরূপ কাজ করিতেন যাহাতে পাদ্রীরা ও তাঁহাদের বন্ধুগণ বিরক্ত হইতেন। এই কথা লইয়া ইংলণ্ডে পাদ্রী মহলে, পার্লামেণ্ট মহাসভায় ও সংবাদপত্রে অনেক প্রকার আন্দোলন হইত।

"Considerable sums of money were openly and systemetically disbursed from the public treasury for the celebration of Hindoo and Mahomedan festivals ; and one annual donation for what the applicants termed the "belly god feast" attracted particular attention from the quaintness of its designation. The Royal ensign was hoisted at Fort St. George and salutes were fired from the ramparts, on the anniversary of the Mahomedan festival of Bukreed, and on the birthdays of some of the Hindoo Gods. Military bands and escorts accompanied the processions and, on one occasion, a gate in the fort, had been widened to accomodate a heathen procession. The Collector of the district in which the great temple of Conjeveram was situated had been accustomed from the earliest period of our Government to send his public servants into the villages to press men to draw the car."

যে সময়ে হিন্দু মুসলমানদিগের উৎসবে ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ যোগদান করিতেন, সিপাহী শাস্ত্রী মোতায়েন হইত। দশেরা, মহরম প্রভৃতি পর্ব্ব

উপলক্ষে পণ্টনের সিপাহী সম্মান প্রদর্শন করিতে উপস্থিত থাকিত, হিন্দু-মুসলমানদিগের পর্ব্ব উপলক্ষে তোপ ছোড়া হইত।

"Royal Salutes are fired from the batteries of Fort St. George, at the celebration of the Poongal (Hindu Feast) and at the Ramzan (Mussalman); and in honour of the latter at Trichinopoly, Trivanderam, in Travancore, the Company's troops are employed to do honour, at great inconvenience at the annual festival of the principal idol of the country. At Trichinopoly the European artillery and other troops are employed twelve times a year, to attend processions at the following Mussalman festivals.

Nature of the Processions	Periods at which the processions are take place.	Remarks.
Procession of the Ram Lila Festival	1st of Shawol	Royal Salute, and an h[illegible]
Do of the anniversary of Huzrat Nutter V alle Sahib, a Mahomedan saint	14 th of Ramzarin	An honorary escort.
Procession of the Bukreed Festival	10th of Zehiyya	Royal Salute and an honorary escort.

Nature of the Processions	Periods at which the processiens are take place.	Remarks.
Procession of the anniver-sary of Wallajah Nabab deceased in 1795	29th of Rubeeaul	An honorary escort.
Procession of the anniver-sary of the Mahl of Wallajah	15th Somadeedul	"
Procession of the aniversary of Omdut Omrah Nabab deceased in 1801	3rd of Rubeeoul	"
Procession of the aniversary of Ameerul Omrah deceased...	24 th of Mohurm	"
Procession of the aniversary of the Mahalat Ameerul Omrah...	3rd of Zehiyja	"
Procession of the aniversery of the Hissowal Moolk...	7th of Subha	
Procession of the aniversary of Nasserul Moolk	15 of Subha	"

Nature of the Processions	Periods atwhich the processions are take place.	Remarks.
Procession of the anniversary of Molekoom Nissa Begum, Daughter of Wallajah	29th of Suffer	"
Procession of the aniversary of the Mahil of Hissanul Moolk	16th of Sabhan	"

(The connexion of the East India Company's Government with the superstitious and idolatrous customs and rites of the natives of India, stated and explained by a late resident in India .

এই সব কথা লইয়া ইংলণ্ডে ঘোর আন্দোলন হইত। সমস্ত মিশনারী সভা সমিতি দারুণ আপত্তি করিতেন। পার্লামেণ্টে প্রশ্ন উঠিত, অনেক বাদানুবাদ হইত। পয়েণ্ড্যার (Poynder) বলিয়া এক ব্যক্তি এই দলের নেতা স্বরূপ ছিল। যাহাতে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টর সহিত পৌত্তলিকতার (এদেশীয় দিগের ধর্ম্মের নাম) সহিত কোনও প্রকার সম্পর্ক না থাকে তাহাই এইরূপ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। দেবোত্তর সম্পত্তি, মন্দির প্রতিপালনের সম্পত্তি এ সকলের সহিত ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক একেবারে রহিত করিতে প্রতিবাদীগণ অনবরত ও নিয়মিতরূপে আন্দোলন করিত। এ সম্বন্ধে জগন্নাথের মন্দির লইয়া যে আন্দোলন হয় তাহা পাঠ করিলে মিশনারীগণের স্বদেশে প্রতাপ ও তাঁহাদের প্রতিবাদ ও চেষ্টার ফল অনেকটা অনেকটা বুঝা যাইবে।

জগন্নাথের মন্দির ও গবর্ণমেণ্ট।

১৮৪৫ ও ১৮৪৯ সালে "Parliamentary Returns on Idolatry" প্রকাশিত হয়। ইহাতে এই প্রশ্নের বিস্তারিত বিচার হয়। ইং ১৮৪৮ সালে "Proprietor's Blue book relating to Jugunnath" শীর্ষক পুস্তিকা গভমেণ্টের তরফ হইতে ছাপা হয়। পুরী, কাশী, গয়া এই তিন স্থানে যাত্রীগণের নিকট হইতে পূর্ব্বে পয়সা (pilgrim's tax) আদায় করা হইত। মিশনারীগণ বলিতেন যে এইরূপ করিলে পৌত্তলিকতার প্রশয় দেওয়া হয়। তাঁহারা বলিতেন যে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ৯০০০ মন্দিরের পৃষ্ঠ পোষক ("Nine thousand temples which till of late years the Government patronised) !" শেষ কথাটীর অর্থ বুঝা কঠিন, বোধহয় দেবোত্তর সম্পত্তির কথা। পুরীর জগন্নাথ মন্দির সংক্রান্ত গভর্মেণ্টের যে অপবাদ ছিল তাহার কারণ কতকটা বুঝা যায়। মুসলমান-শাসন কালে প্রথমে জগন্নাথ যাত্রীদিগের উপর কর নির্দ্ধারিত হয়। যে টাকা উপসত্ব হইত তাহা মুসলমান শাসন কর্ত্তৃগণ গ্রহণ করিতেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ উড়িষ্যা অধিকার করেন। তাঁহাদের সময়েও এই কর গ্রহণ করা প্রথা জারি ছিল। প্রবাদ আছে যে ইহা হইতে বৎসরে ২০০,০০০৲ হইতে ৫০০,০০০৲ টাকা আদায় হইত। এই অর্থ মহারাষ্ট্রীয়গণ গ্রহণ করিত। বৎসরের শেষে মন্দিরের নিমিত্ত অর্থের অনাটন হইলে তাহারা সেই অভাব পুরণের নিমিত্ত বাৎসরিক বিশ পঁচিশ হাজার টাকা প্রদান করিত। জগন্নাথের মন্দিরের জমিদারী প্রভৃতি সম্পত্তি হইতে অন্য উপসত্ব ছিল। তাহা হইতে প্রধাণতঃ ব্যয় সঙ্কুলান হইত। ইং ১৮০৩ সালে উড়িষ্যা ইংরাজ দিগের অধীনে আসে। ইং ১৮০৭ সালে স্থির হইল যে মন্দিরের ব্যয়ের নিমিত্ত যাত্রীদিগের নিকট হইতে যে কর আদায় হয় তাহা হইতে সমস্ত খরচ চলিবে। "The whole expenses of the temple were then paid out of the

public funds i. e. out of the net proceeds of the pilgrim tax"। এই বন্দোবস্তের ফলে ইংলণ্ডে ভারত গভমেণ্টের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ হয়। পার্লামেণ্ট মহাসভায় (House of Common) এ বিষয়ের প্রশ্ন উঠে ও বিচার হয়।' তাহার ফলে যাত্রীদিগের উপর কর (Pilgrim tax) উঠিয়া যায়। "After a determined resistence for some years to this state of things by the Christian public in England who were scandalised at the East India Company's thoroughgoing patronage of idolatory it was resolved by the House of Commons that the Pilgrim Tax should be abolished"। এই আদেশ ইং ১৮৪০ সালে লর্ড অক্ল্যাণ্ডের (Lord Auckland) নিকট আসিয়া পোঁছে। তখন কথা উঠিল, মন্দির চলে কি প্রকারে। লর্ড অক্ল্যাণ্ড বলিলেন "That the Government promise of the allowance for the support of the temple was distinct and unconditional"। পুরীর মন্দির প্রতিপালনের নিমিত্ত গভর্মেণ্টের পক্ষ হইতে সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার করা হইয়াছিল। এই প্রতিশ্রুতি স্পষ্টরূপেই করা হইয়াছিল ও তাহার সহিত কোন প্রকার কড়ার ও সর্ত্ত সংলগ্ন ছিল না। এই কথা লইয়া অনেক বাদানুবাদ চলে। লর্ড হার্ডিঞ্জ (Lord Hardinge) ক্ষতি পুরণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি জগন্নাথের অধিকার "Rights of Jugunnath" এই কথা ব্যবহার করেন। ইহার নিমিত্ত তাঁহাকে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। ফল কথা ইং ১৮৫১ সালে মিশনারী আন্দোলনের ফলে গভর্মেণ্টের সহিত জগন্নাথের মন্দিরের সকল সম্পর্ক রহিত হয়। মিশনারীগণ বলিতেন "Ought the Government regulate a Hindu Temple any more than the pew-rents of a dissenting chapel ?"

এ দেশে গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজ স্থাপন বিপক্ষে মিশনারী-গণ প্রতিবাদ করিতেন। যখন কাশীতে সংস্কৃত কলেজ খোলা হয় তাঁহারা লিখিলেন :—

"Further, within a month after the Court has resolved to close India against Christian truth, they sent out their approbation of the plan of establishing a college at Benares for cultivation of the laws, literature and *religion* of the Hindoos."

পাদ্রীগণ গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত স্কুল কলেজে খৃষ্টান ধর্ম্মের গ্রন্থ বাইবেল পড়ান হয় না বলিয়া তীব্র অভিযোগ করিতেন। যখন লর্ড অকল্যাণ্ড (Lord Auckland) ১৮৩৯ সালে শিক্ষা সম্বন্ধে দিল্লী মন্তব্য (Delhi Minute) প্রকাশ করেন তখন তাহাতে বাইবেল পাঠের কথার কোন উল্লেখ ছিল না। পাদ্রী ডফ (Duff) এই মন্তব্য সম্বন্ধে তিনখানি পত্র প্রকাশ করেন তাহার মধ্যে একখানি হইতে কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

DR. DUFF'S LETTER.

While certain parts of his Lordship's Minute have been warmly applauded, others have been warmly reprobated. Of the latter, the two great central points are, the re-endowment of orientalism, including its false religion; and the total exclusion of the true religion from course of higher instruction in the literature and the science of Europe. As the Act of a Government which represent the British nation this is neither more nor less than a national recognition of the false religions

of Bruhmanism and Muhammadism, and at the same time a national abnegation of the only true religion that is, Christianity. Surely, surely this is a great national sin ; which if not repented of, and removed, may, sooner or later, draw down the most terrible but righteous retribution at the hands of an offended God.

১৮৭০ সালে ইংলণ্ডে পার্লামেণ্টে অভিজাত সভায় (House of Lords) এ দেশস্থিত গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে বাইবেল পাঠ সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল। ডিউক অফ মারলবরো (Duke of Marlborough) বাইবেল পাঠের সমর্থনকারী পক্ষের নেতা ছিলেন। এ দল এখনও একেবারে লোপ পায় নাই।

"That the authoritative exclusion of the word of God form the course of education afforded in the Government Schools and Colleges ought under suitable arrangements to be removed."

তিনি আরও বলিলেন !

The Exclusion of the Bible and at variance with the principles laid down by Parliament for the Government of India.

"Neutrality in the sense of total non-interference with the religions of the people impossible by a Christian Government, a full and just toleration, an unquestionable duty."

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এ দেশের অনেক রাজ-রচাকর্ম্মীদিগের পাদ্রীদিগের সহিত সহানুভূতির উদাহরণ দিয়াছি

নিম্নে পাদ্রী লিখিত পুস্তক হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিলাম তাহা হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাদ্রী ও কোন কোন রাজকর্ম্মচারীদিগের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ কিছু বুঝা যাইবে।

"That the late Hon. J. E. D. Bethune was not what is called a friend of Missions, is well known.

That he was not hostile to them, his having invited this communication testifies. And the writer is glad to be able to further mention, that his first acquaintance with Mr. Bethune arose from a message sent to him after preaching in St. Paul's Cathedral that he (Mr. Bethune) was interested in the discourse, and considered the proposition proved, that proposition being, "The certain triumph of Christ's Missions in India." About two years afterwards, he allowed the writer to conduct him to the Church Missionary Society School, at Krishnagar, where, having inspected the ward, he addressed the teachers and the youths, commending the advantages of the Schools, and the benevolence of its supporters.

"That Mr. Bethune was, in God's hand, an instrument for advancing the Missionary cause, the following facts will illustrate.

"As Legislative Member of Council and President of the Law Commission, his career is distinguished for the enactment which relieved the native Christians from the penal code, and placed them on a par with their heathen

and Mohamadan neighbours in the enjoyment of civil and religious liberty, and the protection of property. He was also permitted to see, before his death, the final and the complete severance of the East India Government from the connection with, and the support of the Temple of Jagannath."— Rev. Jones.)

উপরে লিখিয়াছি, ১৮৪০ সালে গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা সম্বন্ধে নিয়মাবলী (General Regulations for the Preparatory Schools and Colleges under the Committee of Public Instruction, Bengal) প্রকাশ করেন। প্রস্তাবিত নিয়মগুলি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করিয়া শিক্ষা সমিতির সভ্যগণ ও অপরাপর উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারী দিগের তাহাদের তৎসম্বন্ধে মতের নিমিত্ত পাঠান হয়। আমার সম্মুখে যে খণ্ড পুস্তিকা রহিয়াছে তাহায় উপর Bishop of Calcutta লিখিত আছে। মত প্রকাশের নিমিত্ত পুস্তিকাতে সাদা কাগজ বাঁধাই আছে। দুইটি নিয়ম সম্বন্ধে তৎকালীন বিশপ্ সাহেব স্বহস্তলিখিত যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এই পুস্তিকাতে আছে। লিখিত অংশগুলি অসম্পূর্ণ সবস্থানে স্পষ্ট করিয়া পড়া যায় না। যতদূর বুঝিতে পারা যায় নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বিশপ সাহেবের তখন সাধারণ শিক্ষা সমিতির সহিত কোন সম্পর্ক ছিল না।

General Regulations for the Preparatory Schools and Colleges under this Committee of Public Instructions, Bengal.

19. The Teachers are particulary enjoined to abstain from controversial discussions with the boys

either on religion or other subjects connected with the prejudices of the natives.

"The first clause of Rule 19 had better be omitted, as the term controversial discussion may be understood to exclude the calmest discussions in reply to questions proposed by the pupils and absolutely essential to be honesetly (?) answered by the master and which may possibly kindle into unintentional wrath ... should be always avoided and rudeness and all such should be always avoided but not always what may......"

113. The choice of class books and books of reference will be left to the Lecturers ; and they will submit a list of such books as they require, for the sanction of school master and the Principal. They will be careful to avoid any reference to religion in giving their Lectures.

"The last clanse in Rule 113 had better be omitted it is impossible indeed to be complied with. References to Religion can not but arise in Historical, chronlogical and antiquarian readings. The History of the world, the History of England, the History of Bengal, abound, and must abound with references and can a Master avoid replying to questions proposed to him in Christian morals, the Christian Revelation, the character and life of the Christian......"

অনেকে বোধ হয় জানেন না যে পূর্ব্বে আসাম প্রদেশে গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত ও সাহায্য কৃত স্কুলে বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইত। পরে আসামী ভাষা বাঙ্গলা ভাষার স্থান অধিকার করে। এই পরিবর্ত্তন মিশনারীদিগের চেষ্টায় ও তাঁহাদের আন্দোলন ফলে সাধিত হয়। এই আন্দোলনের ইতিহাস নানা কারণে পড়িবার উপযুক্ত। আসাম প্রদেশে গ্রাম্য আসামী ভাষা প্রবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন মিশনারীগণ; ইহার বিপক্ষে ছিলেন মিঃ রবিন্সন্ (Mr. Robinson) নামে আসাম বিভাগের স্কুল ইনস্পেক্টর (William Robinson, Inspector of Government Schools, Assam.) আর আসাম বিভাগের কমিশনর জেন্‌কিনস্ সাহেব Mr. Francis Jenkins, Commissioner of Revenue, Assam.)

১৮৩৪ কিম্বা ৮৩৫ সালে একদল আমেরিকান মিশনারী আসামে আসিয়া আড্ডা স্থাপন করেন। তখন আসামে বিশেষ কামরূপ বিভাগে টোল চতুষ্পাটীর অপ্রতুল ছিল না। এ সকল স্থানে কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ বালকেরাই অধ্যয়ন করিত। জনসাধারণ অথবা নিম্ন শ্রেণীর নিমিত্ত তখন কোনও প্রকার স্কুল ছিল না। ইহাদেরই শিক্ষার নিমিত্ত মিশনারীগণ দুই তিনটি স্কুল খোলেন। আসামবাসী সাধারণের শিক্ষার নিমিত্ত তাঁহারা মিশনারীগণের মৌলিক প্রথা অনুসারে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। এ সকল পুস্তক রোমান (Roman) অক্ষরে মুদ্রিত হইত। চারি পাঁচ জন আমেরিকান মিশনারী কাজ করিতেন তাঁহাদের মধ্যে এক জন পাদ্রী মিঃ ব্রন্‌সন্ (Mr. Bronson) ইঁহাদের মুখপাত্র স্বরূপ ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট স্কুলে বাঙ্গলা ভাষা প্রচলনের বিপক্ষে ও ভবিষ্যতে আসাম প্রদেশে স্কুল সমূহে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার বিপক্ষে তাঁহারা প্রতিবাদ করেন।

বিবাদটি একটু কৌতুকাবহ, তবে কৌতুকের পশ্চাতে অনেক চিন্তা করিবার সামগ্রী আছে। একদিকে দাড়াইলেন উচ্চ পদস্থ ইংরেজ কর্ম্ম

চারীগণ আর একদিকে দাঁড়াইলেন জনকতক মিশনারী। আসামবাসী লোকেরা এ বিবাদে নিরপেক্ষ রহিলেন। কেবল আনন্দরাম ফুকনের সাহায্য পাদ্রীরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে আনন্দ রাম ফুকনের মাতামহ একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ফলে ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের পরাজয় হইল, পাদ্রীদিগের জেদ বজায় রহিল।

আসাম প্রদেশে স্কুল সমূহে বাঙ্গলা ভাষা পাঠের প্রস্তাব শুনিয়া পাদ্রীগণ ঘোর আপত্তি উত্থাপন করেন, ও তৎকালীন (১৮৪৫ সালে) বাঙ্গলার লেফটেণ্যাণ্ট গবর্ণর সার ফ্রেডেরিক হ্যালিডের (Sir Frederic Halliday) নিকট এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আবেদন পাঠান। তাঁহারা যে শ্রেণীর আসামীগণের মধ্যে কাজ করিতেন সে সকল লোক, স্কুলের পাঠ্য বাঙ্গলা পুস্তক বুঝিতে পারে না তাহাই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান যুক্তি ছিল। তাঁহারা বলিলেন, "Bengali is not the vernacular of Assam. The common people do not understand that language, written or spoken." নিম্নে তাঁহাদর আবেদন হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

It is now nearly twenty years since the establishment of the American Mission in Assam. During this period we have by every means in our power endeavoured to make ourselves acquainted with the people and by daily familiar intercourse acquire their language, so as to be able to communicate to them, in the most direct manner the blessings of Science and Christianity. We have also established two Printing Presses and issued the whole. New Testament, portions of the Old Testament, a number of elementary books for Schools, and a monthly paper,

all in the Vernacular. But in the prosecution of our efforts, and specially in the preparation of useful works in the Vernacular, one sore discouragement attends us. I refer to the substitution of Bengali for Assamese in all the Schools and Educational efforts of the Government, so that, instead of being able to bring our own Presses, and books and Schools to act in concert with the efforts of Government we find ourselves far less favourably situated than we had hoped, for effecting immediate and permanent good for this long neglected people.

পাদ্রীগণ যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বিদ্যালয় সমূহে বাঙ্গালা ভাষার স্থানে আসামীভাষা প্রবর্ত্তন সমর্থন করিতেন সে যুক্তি সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন। জন সাধারণ আসামবাসী পুস্তক লিখিত বাঙ্গালাভাষা বুঝে না। বাঙ্গলা পুস্তক বুঝাইতে হইলে প্রচলিত আসামী ভাষার কথার অর্থ অথবা লিখিতাংশের ভাব বুঝাইয়া দিতে হয়। পাদ্রীগণের এই কথাগুলি এককালে অমূলক নহে ; তবে পাদ্রীগণ অনেকগুলি কথা আদৌ বলিলেন না। আসামে, বিশেষ কামরূপ বিভাগে অনেক টোল চতুষ্পাঠী আছে, তখনও ছিল। অনেক আসামী বিদ্যার্থী নবদ্বীপে আসিয়া টোল চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতেন। আসামে ফিরিয়া গিয়া ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই অধ্যাপনার কাজ করিতেন। বলা বাহুল্য ইঁহারা যখন নবদ্বীপে অধ্যয়ন করিতেন, বাঙ্গালী অধ্যাপকদিগের নিকট পাঠ অভ্যাস করিতে কোন প্রকারই কষ্ট বা অসুবিধা বোধ করিতেন না। দূর পল্লীবাসী আসামী কৃষক অথবা সেই শ্রেণীর লোকেরা পুস্তকে লিখিত বাঙ্গলা যে সহজে বুঝিতে পারিত না তাহা আশ্চর্য্য নয়। একথা শুধু

আসামবাসী দিগের সম্বন্ধে খাটে তাহা নহে। বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ জেলার লোক সংন্ধে একথা খাটে। মানভূম সাঁওতাল পরগণা হইতে ব্রহ্মদেশের সীমা পর্য্যন্ত সকল জেলারই অজ্ঞ লোকে বিশুদ্ধ অথবা পুস্তক লিখিত বাঙ্গালা বুঝিতে অসুবিধা বোধ করে। কেবল অজ্ঞ লোক নহে, ভদ্র ঘরের বালকবালিকাদিগকেও বিশুদ্ধ বাঙ্গলা বুঝাইতে হইলে বাঙ্গলার অপভ্রংশ কথিত ও গ্রাম্য বাঙ্গলায় অর্থ বুঝা·তে হয়। "সূর্য্য উঠিয়াছে, ক্ষুধা পাইয়াছে" ইহাদের অর্থ সূয্যি উঠেছে ক্ষিধে পেয়েছে সকল বাঙ্গালীর ছেলেরাই করিয়াছে। একথা কেবল আমাদের দেশের ·ক্ষে খাটে এমন নহে, ই·লণ্ড ও ইউরোপীয় অপরাপর দেশেও এইরূপ অবস্থা। তবে এখন সে সকল দেশে বাধ্যকরী শিক্ষা আইন অনুসারে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেই কারণে গ্রাম্য ভাষা ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। যে সময়ে পাদ্রীগণ নিজেদের কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত এই ভাবে আন্দোলন করিতেছিলেন তখন ইংলণ্ডে বাধ্যকরী শিক্ষার আ·ন পাশ হয় নাই।

নিম্নে স্কুল ইনস্পেক্টর রবিনসন সাহেবের (Mr. Robinson) পাদ্রী গণের যুক্তির বিপক্ষে প্রতিবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কমিশনার জেনকিনস সাহেব (Mr. Jenkins) রবিনসন সাহেবের সহিত সম্পূর্ণভাবে একমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি এ আন্দোলনের ফলে পাদ্রীদিগের জয় হইল, তাহাদেরই অনুরোধ রক্ষা হইল ইংরেজ কর্ম্মচারী-গণ পরাভূত হইলেন।

আর এক কারণে রবিনসন সাহেবের যুক্তি·গুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আজ দশ বৎসর হইল কথা উঠে, যে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় বাঙ্গলার পরিবর্ত্তে মুসলমানী ভাষা স্কুলে প্রবর্ত্তিত হইবে। একথা সংন্ধে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কোনরূপ মন্তব্য বা আদেশ বাহির হইয়াছিল কিনা তাহা আমি অবগত নহি। তবে কর্ম্মচারী মহলে ও জন সাধারণের মধ্যেও একথা লইয়া আন্দোলন হইয়াছিল। যে কারণেই হউক এ আন্দোলন অনুযায়ী

তখন কোনও কাজ হয় নাই। অনেকের মনে ধারণা, যে এই প্রশ্নটী শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, পুনরায় উঠিবে। এমন কি বাঙ্গলা ভাষার পরিবর্ত্তে ইহার অপভ্রংশ আরও কোনও ভাষা, আংশিক ভাবেই হউক বা সম্পূর্ণ ভাবেই হউক, পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গ স্কুল সমূহে প্রবর্ত্তিত হইবার সূচনা এখনই আরম্ভ হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ইংরেজ কর্ম্মচারীগণের পূর্ব্ববর্ত্তী স্বশ্রেণীর রাজপুরুষগণ আসাম প্রদেশে পাদ্রীগণের প্রস্তাবিত আসামী ভাষা প্রচলনের বিপক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন সেই সকল যুক্তি জানিতে বাঙ্গালী মাত্রেরই কৌতুহল হইবে। সেই কারণে অংশটি দীর্ঘ হইলেও নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

Some remarks in defence of the use of Bengali in the Government Schools of Assam.

By William Robinson Esqr.

Inspector of Government Schools, Assam.

A few words will suffice to explain on what grounds I would defend the use of Bengali in the Government Schools in this Province

The language spoken in Assam I belive to be essentially the same as the Bengali

That there are a few discrepancies I admit ; but they are not of sufficient importance to affect the general truth of the proposition, and if this can be maintained it will, I trust, need no argument to show that it will be better for the interests of the people that we avail ourselves of the books that have been prepared, and may

yet be published for the thirty millions of Bengal in preference to creating a distinct literature for a comparatively small section of the people, merely for the sake of perpetuating what at best is but a dialectic difference.

I have said there are a few discrepancies between the Assamese and the Bengali-These are essentially in the Grammar and not in the Vocabulary.

When making a comparison between the Assamese and the Bengali, it should be borne in mind that during the last half century the latter has been in a transitional state. The progress of Education leading to the revival of classical literature, has exercised no inconsiderable influence in refining and polishing it, and developing its resources in a manner which harmonizes with its peculiar genius and analogies.

In many cases, an acquaintance with the classical Sanskrit has led writers into an affection of pedantry and the introduction of terms which to their morbid taste appeared more energetic and brilliant than those which the vernacular stock supplied. Indeed to so great an extent have these Sanskrit interpolations been admitted, that the so-called Bengali Compositions are perfectly unintelligible to one, unaquainted with the Sanskrit. At the same time there can be no doubt

that the Bengali has greatly benefitted by this connection. The language was extremely clumsy and uncouth. It needed a *literature* to render it compact, energetic, and harmonious. When this began to be formed, those who had imbibed from the Sanskirt its graces of diction and style, introduced them into their Native language. This reduced the elements to greater uniformity, moulded them into greater elegance, harmony, greatly diminished its uncouthness and its deformities and brought the language to its present state of refinement.

But we are not to suppose for a moment that the changes which have brought about so beneficial an effect in the Bengali language have been simultaneous and proceeded *pari passu* through every part of the country through which it is spoken. We might be sure if we reasoned only *a priori* that they *would not*, and we know from abundant evidence that they *have* not. The more remote parts of Bengal, those which were least likely to be influenced by the innovations, introduced them at the seats of learning in and about Nadia and the Directors of the periodic Press in the metropolis retain to this day not only a large number of vocables but several idioms and grammatical forms, which are unintelligible, except in those parts where they have been prescriptively used.

Dr. Buchanan in his topography of the district of Dinajpur has the following remarks, which I quote in order to show that I am not singular in my opinion :--"The prakirt or the polite language of Bengal" he states, "may be considered as a dead language. All persons of a liberal education are acquainted with it, and among them it is the usual means of correspondence and the language of ordinary composition. But among the common people probably *one in the thousand may understand it.*"

Let it not, however, be supposed that the colloquial dialect the "upobhasa" as it is termed is *identically* the same in all parts of Bengal. There are differences more or less great in almost every zillah, glottological differences as well as differences in grammatical form, so that the Bengalis coming from distantly situated zillahs are unable to understand each other except through the medium of the written language or the language of the books. Now it is, I fear, usual with those who maintain that the Assamese is a language distinct from the Bengali to draw their conclusions from a comparison of the colloquial language of Assam with refined and elegant Bangali they find in books. This is far from being a correct mode of procedure and necessarily leads to incorrect results. I have not just now means of ap-

pending a comparative statement of words and phrases in Assamese or any other dialect spoken in Bengal; but could the composition be made, I have little doubt that in most instances even the grammatical forms in which by the way the only difference exists, will be found to assimilate.

The vocables common in Assam, are essentially the same as those in use by the Bengalis, save in a very few exceptions, derived from other sources, but the number of those is so small, that they may be considered as almost a vanishing quantity, insufficient to alter the ratio of the elements of the national language. The close affinity between the two languages has however been greatly disguised by *differences of form*; not merely by those which are the consequence of natural development and progress of the Bengali, but by the interchanges of letters in the Assamese, the slovenly modes of pronounciation and the very capricious varieties of spelling, displayed by the people of Assam. To this I must add that Mr. Brown's system of spelling has tended to a still greater degree to widen the difference. It professes, I believe, to be a phonetic system, but where there is such a variety in the modes of pronounciation, it is to be inferred that Mr. Brown has adopted that most common to his part of the country, and this has

been set up as the standard. The system is at least but an arbitrary one, and the sooner it is relinquished for the conventional system of the Bengali, the sooner will the differences between the two languages vanish away.

But suppose the concessions were made that there are no more differences between the colloquial dialect of Assam and the language of the Bengali books than there are between the [illegible] and the dialects usually spoken in Bengal, it may yet be asked, whether if we intend to popularize instruction, it would not be preferable to supply the people with books in the *colloquial* dialect regardless whether that dialect be more or less closely connected *with* the more polished style in use in Bengali compositions? To this, I reply, that the elementary school-books should certainly be written in the simplest style possible, so as to suit mental capacities of the children for whom they are intended. They ought not in the early stages of their career to be bored with a phraseology they are unaccustomed to. It is far more important they should acquire new ideas than that they should be engaged in the acquisition of new words. Hence in the books we now see prepared in the English for children, the style is simple, and the phraseology such as children are accustomed to use. To introduce into our schools such works as Dr. Yate's

Translation of Solomon's Proverbs, his "Vernacular School Book Reader "etc is just as preposterous as it would be to exchange the little story books common in our nurseries for Macaulay's History of England, or works written in the ponderous style of Johnson.

But I would ask, are these simple elementory books prepared for children written in the various provinc. alisms which are the ordinary Colloquial dialect of the common people of England? Are the rules of orthography, common to the language, discarded in them? Then why should we not pare away all crudities from the provincial Assamese, and furnish our schools with books freed from all vulgurisms of expression, and have the words spelt according to the prescriptive Rules of Orthography; and thus prepare our pupils to read with ease, the books written in the more elaborately polished styles, now common to work, written in Bengali.

If we choose to spell.

কিছু	some	কিস্থ্য
অন্যায়ী	unjust	অন্যাহ
বুড়া	old	বুঢ়া
ইন্দুর	a rat	অন্দুর
ক্ষমা	pardon	খেমা
খুঁজ	wish	খোজো

We may deceive the eye, but the difference is only in form, the word remain the same.

There is a specimen of the dialect spoken by the Lancashire peasants taken from "Th' okeawnt with Eggsheebeeshun.

"Theyme sum with granddist Karpits has avur an clapt mee een on an ondur heawfoke cud foinde ethur 'arts fur to cet thur shune on um."

Is there not some difference between this language and that used by Johnson? The orthography appears different, the grammatical forms are different, the vocables themselves, as here given, it would be impossible to find in any dictionary of the English language. Because the illiterate choose thus to murder the Queen's English, is it necessary that those who seek to elevate them by the means of Education should descend to the same level? Call this a distinct language, the Vernacular dialect of the people, having more points of difference from, than of resemblance to, the language usually known as the English, and proceed to prepare school—books in it?

And is not this just what the advocates of Assamese wish us to do?

To sum up then, I believe the language spoken in Assam to be essentially the same as the Bengali.

The vocables are the same disguised only by difference of form.

In the grammatical inflections, the differences are greater when compared with the present polished language of the books, but these deflections in grammatical structure may all be found in the Colloquial dialects of Bengal.

যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময়ে আসাম হইতে আসামী বালকেরা গভর্ণমেণ্টের বৃত্তি পাইয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে বাঙ্গলা ক্লাসে বাঙ্গালী ছাত্রদিগের সহিত ডাক্তারি পড়িত। বলা বাহুল্য শিক্ষকেরা বাঙ্গালী ছিলেন ও বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইত।

সে কালের স্কুলের কথা।

নিম্নে সেকালের স্কুল গুলির উৎপত্তি সংক্ষেপে লিখিলাম। প্রায় সকল গুলিই এখন গভর্মেণ্টের অধীনে আসিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সময় যে সকল স্কুল সাহায্য পাইত তাহার তালিকা পরে দিয়াছি। স্থানে স্থানে সেকালের পারিতোষিক প্রাপ্ত ছাত্রদিগের নাম দিলাম। সে সময় যাহারা নিম্ন বৃত্তি পায় যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহাদের তালিকা পরে দিয়াছি।

হেয়ার স্কুল।

এ স্কুলটীর অনেকবার নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে, প্রথমে ইহার নাম ছিল স্কুল সোসাইটী স্কুল, তাহার পরে নাম হয় হিন্দুকলেজ ব্রাঞ্চ স্কুল, তাহার পর ইহার নাম ছিল কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল পরে ইহার বর্ত্তমান নাম হয়। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে লিখিয়াছি যে কলিকাতা স্কুল সোসাইটী (Calcutta school Society) কলিকাতাতে পাঁচটী স্কুল স্থাপন করে। ইহার মধ্যে একটী স্কুল হেয়ার সাহেবের হাতে তাহারা প্রদান করে। তখন ইহা আরপুলিতে ছিল। ১৮৪২ সালে মে মাসে হেয়ার সাহেবের

মৃত্যুর পূর্ব্বেই ইহা শিক্ষা সমিতির (General Commitce of Public Instruction) অধীনে আসে ও ইহার নাম হিন্দু কলেজ ব্রাঞ্চ স্কুল হয়। কলিকাতা স্কুল সোসাইটী ত্রিশটী করিয়া ছাত্র হিন্দু কলেজে পাঠাইত ও তাহাদের মাহিনার স্বরূপ মাসিক দেড়শত টাকা প্রদান করিত। যখন আর চারিটী সোসাইটীর স্কুল উঠিয়া যায় তখন এই স্কুল হইতেই ত্রিশটী করিয়া ছাত্র হিন্দু কলেজে স্থান থাকিলে বিনাবেতনে পড়িতে পারিত। ১৮৫৩ সালে এই নিয়মটী উঠিয়া যায়। স্কুলটীর আর্থিক অবস্থা চিরদিনই ভাল। ১৮৪৭ সালে ভবানীচরণ দত্তের গলিতে স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণ হয়। জায়গাটি হিন্দুকলেজের অভিভাবকগণের ছিল। ঐ গৃহে পরে বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজের কেমিষ্ট্রীর ল্যাবরটারিস্থান পায়। বাড়ীটি নির্ম্মাণ করিতে নয় হাজার দুই শত ষাট টাকা খরচ পড়ে। গভর্ণমেণ্ট ছয় হাজার টাকা ধার দেন, চাঁদা হইতে ১৮২০ টাকা উঠে উদ্বৃত্ত স্কুলের বেতন হইতে দুই বৎসরের মধ্যে গভর্ণমেণ্টের দেনা শোধ যায়। পরে আর দুই খানি ঘর করিতে গভর্ণমেণ্ট দুই হাজার টাকা দেনা দেয়। হিন্দু কলেজ ভাঙ্গিয়া গেলে ইহার নাম কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল হয়। ১৮৭২ সালে স্কুলটী বর্ত্তমান গৃহে উঠিয়া আসে। তখন হইতেই ইহার নাম হেয়ার স্কুল হয়।

This School is rising in great estimation among the natives and poor classes. The number of pupils on the roll on the 31st December 1845, amounted to 495, viz. 182 free and 313 pay students. It has since attained the full compliment of 500 pupils, and numerous applications are registered and kept back for want of accomodation. Average attendance during the year 1845, 397.

The School was examined by Messers Halford Rees, Jones and Brennand of the Hindu College.

HARE SCHOOL.

Report of Mr. Jones :—

1845-46.

The building of a school house, capable of accomodating 500 boys, has been commenced on the spare ground belonging to the Hindu College, on the west side of the College Street, which the Commitee of Management have agreed to allot for that purpose. The estimated cost of that building is Co.'s rupees 9,260-6-6. The Government has been pleased to sanction an advance of Co.'s rupees 6,000 out of the educational funds towards the expenses of the building to be repaid by monthly instalments of Rs. 100 and the remainder has been provided by private subscriptions and surplus contributions of schooling fees as noted below.

Advance from the educational fund repayable by instalment of Rs. 100, per month	Rs. 6,000-0-0
Private Subscription realized ...	Rs. 1,820-0-0
Interest on money lent out, ...	Rs. 139-1-0
Balance to be provided out of the surplus schooling fee (minus) the amount of interest which may be gained hereafter. ...	Rs. 1,301-5-6
Total Company's ...	Rs. 9,260-6-6

হেয়ার স্কুলে নিম্নবৃত্তি পরীক্ষায় অনেক সময় বালকেরা উচ্চ স্থান অধিকার করিতে পারিত না। তাহার এক কারণ ছিল। প্রতি বৎসর প্রথম শ্রেণী হইতে ত্রিশ জন পারদর্শী ছাত্র এই স্কুল হইতে হিন্দু কলেজে যাইয়া বিনা বেতনে পড়িতে পারিত।

"It is justice to add that the second class of the Hindu College received annually from this school it's best recruits and the greater number of my best scholars in the College were nursed in this seminary." (Mr. Rees. Prof. of Mathematics Hindu College, 1846.)

হেয়ার স্কুলের ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৫০০ শত করিয়া হইত। ১৮৫১ সালে মাহিনার এইরূপ অবস্থা ছিল।

বিনা বেতন	...	...	১২ জন।
তিন টাকা বেতন	...	...	৩৭ জন।
দুই টাকা বেতন	...	...	৩৩৩ জন।
এক টাকা বেতন	...	...	৭৩ জন।
সর্ব্বশুদ্ধ	...	...	৪৫৫ জন।

পূর্ব্বে কেবল হিন্দু বালকই গ্রহণ করা হইত। ১৮৫২ সালে অপর সম্প্রদায়ভুক্ত বালক ভর্ত্তি করিবার নিয়ম হয়। তাহার ফলে সেই বৎসর দুইজন ইউরোপীয়, দুইজন বাঙ্গালী খ্রীষ্টান ও দুইজন মুসলমান বালক ভর্ত্তি হয়। ঐ বৎসর স্কুলের মাহিনা হইতে হাজার টাকা General Education fundএর লাভ হয়।

এখন হেয়ার সাহেবের নামে স্কুল গৃহে যে স্মৃতি প্রস্তর গাঁথা আছে, ১৮৪৭ সালে তাহা লিখিত হয়।

This Tablet Erected by His Native friends and pupils

IS

SACRED TO THE MEMORY

OF

DAVID HARE.

Who subduing the natural desire to return to the land of his birth, devoted his fortune, his energies and his life, to the best interest of India, his adopted country, where he will ever be affectionately remembered as the father of Native Education. Born in—Died in Calcutta. June 1st. 1842.

Ah, warm philanthropist ! Ah faithful friend !
Thy life devoted to one generous end—
To bless the Hindu mind with British lore.
And truths and nature's faded light restore.
If for a day that lofty aim was crost,
You grieved, like Titus, that a day was lost.
Alas ! it is not now a few brief hours.
That fate withholds, a heavier grief o'erpowers.
A nation whom you loved as if your own—
A life that gave the life of life, is gone !

হেয়ার স্কুলের প্রথম শিক্ষকদিগের নাম।

রাধা মাধব দে।
ডবলিউ, জে টোয়েণ্টিমান।
জে, কে বর্জ্জাস।
পিয়ারী চরণ সরকার।
গিরীশচন্দ্র দেব।

হিন্দু কলেজ পাঠশালা।

১৮৪০ সালে ইহা স্থাপিত হয়। বাস্তবিকই ইহা পাঠশালা ছিল। চার হইতে আট বৎসরের বালক পড়িত।

Cheifly resorted by children of both rich and middle classes শিশুগুলি প্রধানতঃ বাঙ্গালা পড়িত। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর পরীক্ষার ফলে জন কয়েক বিশেষ পারদর্শী বালক হিন্দু কলেজের নিম্ন শ্রেণীতে বিনা বেতনে পড়িতে পারিত।

ছাত্র সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইত না। দেড় শত হইতে দুই শতর উপর বালক সময় সময় পড়িত। ১৮৬২ সালে বহুবাজারে একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে এই স্কুলটী উঠিয়া যায়।

রসা পাগলা স্কুল।

মহীশুর রাজবংশীয় বালকদের শিক্ষার নিমিত্ত টালীগঞ্জে এই স্কুলটি স্থাপিত হয়। ইংরেজী, আরবী, ফারসী ও বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়া হইত। স্কুলের মাহিনা ছিল না। একজন ইংরেজ সৈনিক কর্ম্মচারীর অধীনে ঐ বংশীয় জনকয়েক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিচালনা সভায় সভ্য থাকিতেন। ঐ সৈনিক কর্ম্মচারিটি মহীশুর রাজবংশীয়দিগের তৎকালীন তত্ত্বাবধারকের (Superintendent) কাজ করিতেন। ১৮৪৫ সালে ঐ বংশীয় বালক ভিন্ন স্কুলটী অপর সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমান বালক ভর্ত্তি করিবার অনুমতি পায়। তাহার ফলে ছাত্রসংখ্যা ১৮৪৫ সালে ৭২ জন হয়। চারি বৎসর পরে হিন্দু বালকগণকে ভর্ত্তি করিবার নিয়ম হয় সে বৎসরই ছাত্রসংখ্যা ৬০ জন হয়। তখন Gay's Fables প্রথম শ্রেণীতে পড়ান হইত। ১৮৫০ সালে প্রিন্স গোলাম মহম্মদ স্কুলে বাঙ্গালা পরীক্ষা করেন। তিনি এত অধিক ছাত্র একা পরীক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রধান শিক্ষক ডবলিউ স্কট্ তাঁহাকে সাহায্য

করে। ১৮৫২ সালে অনেক মুসলমান বালক স্কুলটী পরিত্যাগ করে। প্রস্তাব হয় যে হিন্দু বালকদিগকে কেবল বেতন দিয়া পড়িতে হইবে এবং মুসলমানেরা বিনা বেতনে পড়িবে। বালকেরা নিম্নবৃত্তি পরীক্ষা দিবার অধিকার পায়। দশজন হিন্দু বালক এই বৃত্তিটী পায়। ১৮৬২ সালে স্কুলটী উঠিয়া যায়।

হাবড়া স্কুল।

১৮৪৩ খৃ ডিসেম্বর মাসে হাবড়া গভর্মেণ্ট স্কুল স্থাপিত হয়। Delanougerede বলিয়া একজন ফিরিঙ্গি হেড্ মাষ্টার ছিলেন। বাবু ভগবতি চরণ ঘোষ ও ভোলানাথ ঘোষ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন। প্রথমে ৬০৲ টাকা ভাড়া দিয়া একটি বাড়ীতে স্কুল বসিত। সেই বৎসরই গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ৩৮০০৲ টাকা উঠে। ১৮৪৮ সালে স্কুলটি নুতন গৃহে উঠিয়া আসে। ১৮৫১ সালে ভূদেব মুখোপাধ্যায় হেড মাষ্টার ছিলেন Hodgson Pratt এর (Report) রিপোর্ট হইতে লিখিলাম; "It would be impossible to find any one more fitted both in temper and in abilty to conduct important duties which are entrusted to him."

There is no reason whatever to doubt that the school continues to retain its popularity among the Hindu community who would send their wards to it in preference to any other educational establishment in the station, but if the considerable reduction it has sustained to the number originally on the rolls does not bear out the assertion it is simply because the natives who reside in and about Howrah find the increased rate of schooling three rupees a month for the two senior and two rupees for the five

junior classes much in excess of what they can spare from their limitted incomes ranging from 5 to 20 rupees a month, for the education of their children. (Report 57-58.)

J. F. Delanougerede.
ভূদেব মুখোপাধ্যায় } প্রধান শিক্ষক।
J. Cowpar.

উত্তরপাড়া স্কুল।

১৮৪৫ সালে নভেম্বর মাসে বাবু জয়কৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়াতে একটি স্কুল স্থাপন করিতে গভর্মেণ্টের নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত বাৎসরিক ১২০০ টাকা আয়ের সম্পত্তি ও স্কুল গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ৫০০০৲ হাজার টাকা উঠাইবার প্রস্তাব করেন।

১৮৪৩ সালের শেষে স্কুলটি খোলা হয়।

আর হাণ্ড (জুনিয়ার) } প্রধান শিক্ষক।
রামতনু লাহিড়ী।

মেদিনীপুর স্কুল।

জনকতক বাঙ্গালী ভদ্র লোক মেদিনীপুরে নিজেদের চেষ্টায় ও অর্থে একটী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। গৃহটির পাকা দেওয়াল ও খোড়ো চাল ছিল।

১৮৩৫ খৃ সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহারা এই স্কুল গৃহটি লোকাল কমিটির (Local Commitee) হস্তে প্রদান করেন। তখন স্কুলের দুই সহস্র টাকা মজুত ছিল তাহাও তাঁহাদের হস্তে দেন।

১৮৪০ সালে ডিসেম্বর মাসে গৃহটি পুড়িয়া যায়। সেই স্থানেই পরে Government একটি পাকা বাড়ী তৈয়ার করিয়া দেন।

The school is situated to the north-west side of the Sadar city between the residences of Europeon gentry and native habitations, convenient for both.

স্কুলের মাহিনা ছিল ।০, ১৮৫০ সালে ১৲ হয়।

মেদিনীপুরে আরও পাঁচটি নিম্নশিক্ষার নিমিত্ত স্কুল ছিল; লোকাল কমিটি কিছু কিছু সাহায্য করিতেন; ১৮৪৫ সালে ঐ সাহায্য বন্ধ হয়।

প্রধান শিক্ষকদিগের নাম।

এফ টিড্।

ডবলিউ সিং ক্লেয়ার।

রাজনারায়ণ বসু।

নিম্নবৃত্তি।

১৮৪৫।৪৬।

ক্ষেত্রমোহন জানা।

১৮৪৭।৪৮।

জয় নারায়ণ কয়াল।

চন্দ্র শেখর ঘোষ।

নীলকান্ত বোস।

হরি মোহন মল্লিক।

(আরও পাঁচজন উপযুক্ত হইয়াছিল)।

বাঁকুড়া স্কুল।

অনেক বৎসর হইতে বাকুড়ায় একটি স্কুল ছিল ইহা বাঙ্গালীরা স্থাপন করিয়াছিলেন ও প্রতিপালন করিতেন। কোন প্রকার মাহিনা গ্রহণের প্রথা ছিলনা। ১৮৩৯।৪০ স্কুলটির অভিভাবকগণ জেনারাল কমিটির হাতে

উহা Probational School স্বরূপ প্রদান করেন। সে সময়ে স্কুলে ইংরেজী বাঙ্গলা ও সংস্কৃত এই তিনটি বিভাগ ছিল প্রায় দুই শত ছাত্র পড়িত। কৈলাস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৬৫৲ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৪০ সালে স্কুলের অভিভাবকগণ চাঁদার টাকা হইতে একটি স্কুল গৃহ নির্ম্মান করেন।

কমিটির হাতে আসিয়া স্কুলটির বড় সুবিধা হয় নাই। ১৮৪৩ সালে ছাত্র সংখ্যা ৬০ জন মাত্র হয় তাহার মধ্যে আসিত ৩৪ জন। সেই বৎসর গভর্ণমেণ্ট প্রস্তাব করিলেন যে যদি কর্ত্তৃপক্ষগণ মাসিক এক শত টাকা আয়ের সম্পত্তি অথবা তদনুরূপ কোম্পানীর কাগজ দিতে পারেন তবে গভর্ণমেণ্ট পুনরায় স্কুলটির ভার গ্রহণ করিবেন ও মাসিক দুই শত টাকা সাহায্য প্রদান করিবেন।

পুরাতন স্কুলের সহিত গভর্ণমেণ্টের সম্বন্ধ শেষ হওয়াতে ১৮৪৬ সালে April মাসে বাঁকুড়ায় গভর্ণমেণ্ট স্কুল স্থাপিত হয়। বাবু চন্দ্রশেখর চৌধুরী সদর আমীন আলা ও ৩ জন ইংরেজ কর্ম্মচারী লোকাল কমিটির সদস্য নিযুক্ত হন।

G. Beatson প্রধান শিক্ষক, নবকৃষ্ণ সরকার ও যাদবেন্দু মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন। পরিত্যক্ত পুরাতন সিপাহী হাঁসপাতালে স্কুল বসিত।

১৮৪৮ সালে প্রধান শিক্ষক Spear বরতরফ (dismissed) হন তাহার স্থলে Watson বলিয়া আর একজন নিযুক্ত হন। কানাইলাল বসাখ, যাদবেন্দু মুখোপাধ্যায় শিক্ষক থাকেন।

বাঁকুড়ায় যে পুরাতন অবৈতনিক স্কুলটি ছিল সেটি এ বৎসর উঠিয়া যায়, ঐ বাড়িটি পুরাতন স্কুল সেক্রেটারী গভর্ণমেণ্টের হাতে প্রদান করেন। ফিরিঙ্গী প্রধান শিক্ষক সেই বাড়িতে থাকিতেন।

নিম্নবৃত্তি (১৮৪৭-৪৮) ।

১ । বরদানন্দ মুখোপাধ্যায়,

২ । যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ।

৩ । মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ।

ইহাদিগকে কৃষ্ণনগর কলেজে পরে পড়িতে হয় ।

" I had to comment severely upon the dress of the students and upon the slight restraint they put on their manners and habits. They were as free in the School room as they could be in the jungles. (Report of the Inspector. 47-48)

প্রধান শিক্ষকগণের নাম ।

জি বিট্সন ।

জে ডবলিউ ওয়াট্সন্ ।

নবকৃষ্ণ সরকার ।

রামপুর বোয়ালিয়া স্কুল ।

রামপুর বোয়ালিয়াতে অনেক দিন হইতে স্কুল ছিল । ১৮৩২ সালে সাধারণ প্রদত্ত চাঁদার টাকা হইতে স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ হয় । তাহার দুই বৎসর পরে অর্থের অভাবে স্কুলটী বন্ধ থাকে । ১৮৩৬ সালে পুনরায় স্কুলটী খোলে ।

" The Rajshahi school house is pleasantly situated in a healthy open spot having the river Ganges within about a quarter of mile to the south of it......The school house is a matted thatch roof Bunglow with an open Verandah about 8 feet wide all round. The school consists of only one long room about 54 feet in length and 20 feet breadth.

১৮৪৯ সালে পুরাতন স্কুলটীর নিকট একটি নূতন বাটী নির্ম্মাণ করিবার কথা হয়। প্রায় ছয় হাজার টাকা সাধারণ চাঁদা হইতে উঠিয়াছিল। প্রসন্ননাথ রায় (দিঘাপতিয়া) ১০০০৲ টাকা ও নাটোরের রাজা ৫০০ টাকা প্রদান করেন। ১৮৫১ সালে নূতন গৃহে স্কুলটী উঠিয়া যায়। কিরূপ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত—আর ছাত্রগণ কি ভাবে তখন ইংরেজী শিখিত তাহা বুঝিবার নিমিত্ত পরিদর্শন মন্তব্য হইতে কিয়ংদশ উদ্ধৃত করিলাম (১৮৪৩।৪৪)।

"The school was inspected by Mr. S. V. Seddon Principal Nizamat College and the result as reported by him, was considered to reflect much credit on the Headmaster (Saroda Prosad Bose) and his assistants.

"On the 15th, I examined the class (1st) in Hamlet, Macbeth and Othello. Brojosundor as Horatio acquitted himself indifferently well with animation. Visseswar's delivery was most impressive his voice clear and emphasis good."

At the Master's suggestion they read the portion from Othello beginning

"Excellent wretch! Perdition catch thy soul,
"But I do love thee!

but this which would have been read with passionate irony, was delivered with unmoved monotony. With the exception of one or two more difficult passages, the explanations were so good and correct as to eviden e very clear application.

রামপুর বোয়ালিয়া স্কুল।

১৮৩৭।

ছাত্রসংখ্যা—১৪১

খৃষ্টান—৪

মসলমান—১

হিন্দু—১৩৬

প্রধান শিক্ষক

সারদা প্রসাদ বসু—

সি রিজ।

হরগোবিন্দ সেন।

১৮৪৩—৪৪।

নিম্নবৃত্তি।

কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৪৫—৪৬।

: । দ্বারিকা নাথ সেন।

১৮৪৭—৪৮।

নিম্নবৃত্তি।

ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়।

রামকমল সাহা।

ইঁহারা ঢাকায় উচ্চবৃত্তি পড়িতে যান।

Five proved themselves qualified for scholarship but none was available. Two were obtained by transfer form Sylhet.

পারিতোষিক প্রাপ্ত ছাত্রগণ।

হরিহর মুখোপাধ্যায়।

দুর্গা নাথ তলাবস্তু।

গৌরসুন্দর সিংহ।

রাজ চন্দ্র সান্যাল।

কেদার মোহন মৈত্র।

কালিনাথ বিশ্বাস।

রামপুর বোয়ালিয়া "লোকনাথ মৈত্র স্কুল।"

১৮৪৮ সালে বাবু লোকনাথ মৈত্র এই স্কুলটী স্থাপন করেন। স্কুলটী প্রতিপালনের নিমিত্ত বার্ষিক ১২০০৲ টাকা আয়ের একটী পত্তনী সম্পত্তি প্রদান করেন। ১৮৫১ সালে ছাত্রসংখ্যা ১৬৮ জন ছিল তাহাদের মধ্যে ৭৫ জন ইংরাজী পড়িত বাকী বাঙ্গালা পড়িত। কেহই মাহিনা দিত না। W. B. Richardson নামে একজন ইউরোপীয় শিক্ষক ছিলেন।

বারাসত স্কুল।

১লা জানুয়ারী ১৮৪৬ সালে এই স্কুলটি খোলা হয়। সেই বৎসর এপ্রেল মাস হইতে মাহিনা লওয়া হইত ॥০, ৸০, ১৲ মাহিনার নিয়ম ছিল। স্কুলের গৃহ নির্ম্মাণ পর্য্যন্ত, ইহা জেলের এক অংশে বসিত—" "A circumstance highly inexpedient for the convenience of the scholars and dangerous to their moral habits from the contamination arising out of the daily contact with prisoners" (Education Report) ১৮৫২ সালে স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ হয়।

এই সময়ে বারাসতে অনেক প্রকার স্কুল খোলা হয়, সকলগুলিই বাঙ্গালীদের চেষ্টায় ও যত্নে হইয়াছিল—শিক্ষা প্রভৃতি মঙ্গলকর কার্য্যে

কালীকৃষ্ণ মিত্র বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। বারাসত বালিকা বিদ্যালয় কৃষি বিদ্যালয় বোর্ডিং এই সব ইহাদের চেষ্টায় স্থাপিত হয়। বারাসতে আর একটি ইংরেজী স্কুল খুলিবার কথা হয়—উদ্যোগকারীগণের সহিত গভর্ণমেণ্টর এই নিয়ম হয় যে যতদিন পর্য্যন্ত বালিকা বিদ্যালয়টী থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত তাহার অভিভাবকগণ ৬০টি করিয়া ছাত্র অর্দ্ধবেতনে বারাসত স্কুলে মনোনীত করিতে পারিবেন। এই সময়ে বারাসতের নিকটে বামুনমুড়ো নিবাধুতে ও ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়—বালিকাবিদ্যালয়ও কিছু দিনের জন্য খোলা হইয়াছিল।

বালকদিগকে অল্প সময়ের মধ্যে ভাল করিয়া শিখাইবার নিমিত্ত পিয়ারী চরণ সরকার ১৮৫২ সালে "Exprimental class" খুলেন Education report হইতে নিম্নের অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"The experimental class opened about the end of November 1852 to demonstrate by a fair trial that by proper methods of teaching and with suitable class books, native boys can generally be made to reach to junior scholarship standard with much greater facility within a shorter time than usual, has made a very satisfactory progress boys from 5 to 12 years of age have been found within the last 17 months to have made the same progress in reading, spelling, Geography, Grammar and Arthimetic that could be otherwise expected in double the time."

"The Hon'ble A. Eden took the History, Gramamr, Litrature and Geography of the 2nd class and reading of all the classes." (57-58.)

বোর্ডিং এ থাকিতে আহার ও বাসার খরচ দুই টাকা করিয়া দিতে হইত। ১৭।৫৮ সালে ২॥ টাকা করিয়া হয়।

নিম্নবৃত্তি পরীক্ষার ফল।

৪৭।৪৮।

রাজকৃষ্ণ মিত্র।

দীননাথ ঘোষ।

ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

৪৮।৪৯।

বিশ্বম্ভর চট্টোপাধ্যায়।

বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়।

দীননাথ মুখোপাধ্যায়।

চণ্ডীচরণ চক্রবর্ত্তী।

প্রধান শিক্ষক।

পিয়ারী চরণ সরকার।

নবীনচন্দ্র দাস।

যশোহর স্কুল।

১৮৪০ সালে জুন মাসে স্কুল গৃহটী সাধারণের চাঁদা হইতে নির্ম্মাণ হয়। "The whole of the requisite funds for its erection were raised by subscriptions amongst the wealthy natives and residents of the district, Europeans and East Indians.

"The school House at Jessore is situated at the south side of the sudder station and south also of the houses tenanted by Covenanted and Uncovenanted officers who alone constitute the gentry European and East Indian, at the station."

(Report of General Committee 1840-41-42.)

নিম্নবৃত্তি।

১৮৪৩।১৮৪৪।

আনন্দ মোহন মজুমদার।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

১৮৪৫।

দুর্গাচরণ হালদার।

আনন্দ মোহন দাস।

নীলমণি গাঙ্গুলী।

রাসবিহারী বসু।

১৮৪৮।

দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়।

নীলকমল ভাদুড়ী।

শশীভূষণ ভাদুড়ী।

প্রসন্ন চন্দ্র রায়।

১৮৫০ ।

পারিতোষিক প্রাপ্ত ছাত্রগণ ।

প্রথম শ্রেণী । দ্বারিকা নাথ ঘোষ ।
উপেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার ।
কালী প্রসন্ন রায় ।
শ্যামা চরণ চট্টোপাধ্যায় ।

দ্বিতীয় শ্রেণী । শ্যামানন্দ সেন ।
দুর্গা চরণ মিত্র ।
ইন্দ্র ভূষণ বসু ।
অভয় চরণ বাগচি ।
তারা চরণ মিত্র ।
শিশির কুমার ঘোষ ।
আনন্দলাল সেন ।

"The school had suffered somewhat from the severe break of cholera and fever in the district." Dr. Mouatt's Report 1852.

যশোহর স্কুলের প্রধান শিক্ষক ।

ডি, সুজা । (De Souza.)

জে, স্মিথ্ । (J. Smith.) ইনি পচিশ বৎসর হেড মাষ্টারী করেন ।

নোয়াখালী স্কুল ।

এ স্থানে পূর্ব্বে মিষ্টার জোন্স্ বলিয়া একজন ইউরোপীয় কর্ত্তৃক পরিচালিত একটী ক্ষুদ্র স্কুল ছিল । ১৮৫৩ সালের শেষে ইহা হইতে জেলা

স্কুল হয়। মিষ্টার জোন্‌স্‌ দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ এবং রাজা ঈশ্বর চন্দ্র সিংহ, রাণী কাত্যায়নীর দুইজন পৌত্র—ইহাঁরা স্কুলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ও বার্ষিক ৩০০৲ টাকা সাহায্য করিতেন।

"The liberality of feeling, the public spirit and munificence of these Rajahs is well known."

তাঁহাদের কর্ম্মচারী গুরু চরণ দাস স্কুলের উন্নতির নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিতেন।

"The school is at present without furnitures, as desks, benches, and even instruments of instructions as maps, globes blackboards." H. Gregory বলিয়া একজন ইউরোপীয় প্রধান শিক্ষক ছিলেন। স্কুলের মাহিনা ছিল আট আনা।

ফরিদপুর স্কুল।

১৮৪৯ সালে এই স্কুলটী স্থাপিত হয়। ভগবতী চন্দ্র গাঙ্গুলী প্রধান শিক্ষক ছিলেন—তখন স্কুলের মাসিক আয় ছিল ৮৪৲ টাকা। পর বৎসর জানুয়ারী মাসে ইহা গভর্ণমেণ্টের সাহায্যকৃত স্কুল হয়; তখন স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৭৫ জন, তাহাদের মধ্যে একজন ছিল খৃষ্টান, ১১ জন মুসলমান বাকী ৬৩ জন হিন্দু। প্রথম হইতেই মাহিনার প্রথা হয়, সকলকেই একটাকা করিয়া মাহিনা দিতে হইত। যখন স্কুল গভর্ণমেণ্টের অধীনে আসে তখন মাসিক আয় ছিল ১২১৲ টাকা, খরচ বাদ ২১৲ টাকা জমিত। ইংরেজী, বাঙ্গলা ও ফারসী পড়াইবার নিয়ম ছিল। সেই বৎসর ১৪৮৪৲ টাকা চাঁদা উঠে—১৮৫২ সালে এই স্কুলটি গভর্ণমেণ্ট তালিকাভুক্ত হয় তখন

স্কুলটির জন্য একটি স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ হয়। ১৮৫৩ সালে নভেম্বর মাসে ইহা জিলা স্কুল হয়।

প্রধান শিক্ষকগণের নাম।

ভগবতী চরণ গাঙ্গুলী।

এফ, লে ফেভার।

"I was as much gratified as surprised to learn that two little boys Krishna Chandra Nag and Chandra Kumar Nag sons of Joy Gopal Nag and Ram Gopal Nag agents to a Zamindar, in order to attain this School, crossed the river Padma twice a day—a river which at this season is not crossed in less than two hours."

Mr. Lewis.

Principal of Dacca College. 1854.

রাজা বিশ্বনাথ সিংহ স্কুলটীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ত্রিবেণী স্কুল। (Probational)

বাবু জগৎ চন্দ্র সেন এই স্কুলটি স্থাপন করেন। ১৮৪০ সালে ইহা শিক্ষাসমিতির হস্তে আসে, ছাত্র সংখ্যা ছিল ৯১ জন। স্কুলে কেবল কমিটি পুস্তক সাহায্য করিতেন।

১৮৪৩ সালে স্কুলটি উঠিয়া যায়। সেই বৎসরই স্থানীয় ভদ্রলোকগণ ত্রিবেণীতে আর একটি স্কুল খুলেন।

সীতাপুর স্কুল।

হুগলী হইতে ১৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে ঝিক্‌ড়ে নামক গ্রামে এই স্কুলটী স্থাপিত হয়। ইহার নিকট সীতাপুর বলিয়া গ্রাম ছিল। তাহার নামে ইহার নাম সীতাপুর স্কুল হয়।

পূর্ব্বে ঐ স্থানে সীতাপুর মাদ্রাসা ছিল। হুগলীর ইমামবাড়ীর মাতোয়ালী তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন পরে ১৮৩৯ সালে হুগলী কলেজের শাখা স্বরূপ সীতাপুর স্কুল খোলা হয় ও ইংরেজী শিক্ষা প্রদানের নিয়ম হয়।

সেই বৎসর স্কুলটি গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে আসে শ্রীনাথ মজুমদার ৮০৲ টাকা বেতনে প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হ'ন। যখন স্কুল খোলা হয় তখন গৃহ নির্ম্মাণ হয় নাই, মতিলাল ক্ষেত্রী বলিয়া একজন ভদ্রলোক তাঁহার একটি বাটী স্কুলের ব্যবহারের নিমিত্ত দান করেন।

১৮৫১ সালে ইংরেজী বিভাগ উঠিয়া যায় ও বিদ্যালয়টি পুনরায় মাদ্রাসা হয়।

১৮৯৪-৯৫।

উচ্চবৃত্তি।

যদুনাথ দাস।

নিম্নবৃত্তি।

পূর্ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চট্টগ্রাম স্কুল।

শ্রীরামপুরের ব্যাপ্‌টিষ্ট (Baptist) পাদ্রীগণ অনেকদিন পূর্ব্বে চট্টগ্রামে একটি স্কুল খুলিয়াছিল। ১৮৩৫ খৃ ড্যাম্‌পিয়ার্ (Mr. Dampier) চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় এই স্কুল ১৮৩৬ সালে স্থাপিত হয়।

"I have the honour to request that you will place before the Commitee my request, that they will aid in the establishment of an English School here for the purpose of affording the people means of acquiring a competent knowledge of the English language and literature."

১লা জানুয়ারি ১৮৩৭ সালে স্কুলটি গভর্ণমেণ্টের অধীন আসে, এই সালে স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৬১ জন। ১৮৩৮ সালে স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ হয়। চাঁদা হইতে এই টাকা উঠিয়াছিল। J. Gunn বলিয়া একজন ইউরোপীয় প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ৪৩ সালে মাহিনা প্রথা আরম্ভ হয়।

ভ।

১৮৪৩।৪৪।

রাম কুমার বসু।

১৮৪৮ আদিনাথ তেওয়ারি। (Dacca College.)

১৮৫০ জে ডা কষ্টা।

The Commisonner of circuit and the magistrate of the district, have encouraged the students by appointing some of them in the Police department three, having daroghaships and three mohureerships. (Report 1853.)

কুমিল্লা স্কুল।

২০শে জুলাই ১৮৩৭ সালে এই স্কুলটী খোলা হয়। প্রথম দিন ত্রিশটী বালক ভর্ত্তি হয়। বৎসরের শেষে ছাত্র সংখ্যা ৮৮ হয়। ইহাদের মধ্যে ছিল দুই জন খৃষ্টান, চার জন মুসলমান আর ৮২ জন হিন্দু। প্রায়

সকলেই স্কুলে আসিয়া ক গ শিখে। ১৮৩৮ সালে চাঁদার টাকা হইতে স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ হয়।

"The school is situated in the centre of the saddar station and from 3 to 800 yards of the residences of the Eurepean gentry of the station. The school is held in a large pucca house of one room with thatched verandas one of which is enclosed and supplies an additional room which is used for the meetings of the Commitee and occupied by a class.

নিম্নবৃত্তি।

১৮৪০।

কৃষ্ণচন্দ্র সেন পরে ঢাকা কলেজ হইতে উচ্চবৃত্তি পান।

রামশঙ্কর সেন গোবিন্দ চন্দ্র বসু কৃষ্ণচন্দ্র রায়	Raja of Tiperrah's Scholars.

১৮৫০ সালে ৭৫ ছাত্র পড়িত, স্কুলের মাহিনা ছিল ৷৷০ হইতে ১৲। কেবল মাত্র ১৭ জন ছাত্রের মাহিনা তাহাদের অভিভাবকগন দিত। যাঁহারা স্কুলে সাহায্য করিতেন তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বালক বিনা বেতনে ভর্ত্তি করিতে পারিতেন। একা ত্রিপুরার মহারাজার ২৯ জন এরূপ বালক ভর্ত্তি করাইবার অধিকার ছিল। ডাঃ সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী এই স্কুলে পড়িতেন।

রাজা সত্যচরণ ঘোষাল ১৮৪৯ সালে একটী ৮৲ টাকা মাসিক বৃত্তি প্রদান করেন। ১৮৫৫ সাল পর্য্যন্ত কুমিল্লা স্কুল হইতে ৩৪ জন নিম্ন বৃত্তি পায়। বৃত্তি পাইয়া সকলেই ঢাকা কলেজে পড়ে; তাহাদিগের মধ্যে

চারি জন উচ্চ বৃত্তি পাইয়াছিলেন। H. G. Leicester বলিয়া একজন ইউরোপীয় প্রায় ২৫ বৎসর প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

দিনাজপুর স্কুল।

দিনাজপুর স্কুলের প্রথম ইতিহাস বড়ই শোচনীয়। ১৮৩৭ সালে বোর্ড অভ্‌ রেভিনিউর অধীনে জন কয়েক বালক (ward) ছিল। তাঁহারা প্রস্তাব করেন যে বালকগুলি কলিকাতায় আসিয়া লেখা পড়া শিখিবে। অনেক কারণে তাহা সুবিধাজনক না হওয়াতে পরে প্রস্তাব হইল যে দিনাজপুরে একটী স্কুল খুলিতে হইবে। এক শতটী ছেলে পড়িবে; চাঁদা হইতে মাসে ৭০৲ হইতে ১০০৲ টাকা তুলিতে হইবে আর কতক টাকা Board of Revenue দিবেন।

১৮৩৮ সালে জুন মাসে ৩০টী ছাত্র লইয়া স্কুল খোলা হইল। সত্বরেই ছাত্র সংখ্যা ১০০ হয়। স্কুল গৃহ নির্ম্মাণের জন্য চাঁদা উঠাইবার চেষ্টা হইল, বিশেষ কেহ কিছু দিল না। তাহার উপর যে বাড়ীতে স্কুল বসিত তাহাও পুড়িয়া গেল। ১৮৪১ সালে ডিসেম্বর মাসে স্কুলটী উঠিয়া গেল। ১৮৫৩ সালে স্কুলটি আবার খুলা হয়; ১৮৫৫ সালে ১২৬ জন ছাত্র ছিল। গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

ময়মনসিংহ স্কুল।

ময়মনসিংহে পূর্ব্বে একটী বাঙ্গালীদিগের পরিচালিত (private) স্কুল ছিল। ১৮৪৩ সালে ময়মনসিংহে ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়। ২০০০৲ টাকা চাঁদা উঠে ছাত্র দিগের বেতনে ও চাঁদার টাকা হইতে স্কুল চলিত। কালীকৃষ্ণ রায়, ভৈরব চন্দ্র চৌধুরী ইহার প্রধান পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন।

১৮৫৩ সালের শেষে ইহা জেলা স্কুলে পরিণত হয়। পুরাতন স্কুল-গৃহটী একখানি খড়ের আটচালায় বসিত; তাহাতেই ১০৭ জন ছাত্র লইয়া নূতন স্কুল খোলা হয়। ভগবান চন্দ্র বসু, প্রথম শিক্ষক হন। মাহিনার হিসাব ছিল আট আনা হইতে এক টাকা।

"The fee is fixed by the committee with reference to the position in society and means of the parents of guardians of the boys."

শীঘ্রই নূতন গৃহ নির্ম্মাণ হয়। যাহারা সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম নিম্নে দিলাম।

MYMENSING SCHOOL.

STATESMENT OF DONERS.

1.	Babu Bhyrub Chunder Chowdry	Rs.	500
2.	W. T. Trotter Esq. C. S. (Judge)	Rs.	100
3.	F. B. Kemp E-q. C. S. (Collector)	Rs.	100
4.	R. Alexander Exq. C. S. (Magistrate)	Rs.	50.
5.	H. N. Elton Esq. Civil Ast. Surgeon	Rs.	50
6.	A. C. Davidson	Rs.	50
7.	U. S. Brodie Esq.	Rs.	50
8.	A. Manson Esq.	Rs.	100
9.	Messrs Wise & Glass	Rs.	100
10.	The Principal Sadar Ameen	Rs.	10
11.	বাবু কৃষ্ণ কুমার ও গোবিন্দ কুমার চৌধুরী	Rs.	100
	তারামণি চৌধুরাণী		৫০
	হরকিশোর চৌধুরী		২৫

গোলক মোহন চৌধুরী	৫০
জাহ্নবী চৌধুরাণী	৫০
রামচরণ মজুমদার	৫০
রাজা প্রাণকৃষ্ণ সিংহ	১০০
কালিচরণ চৌধুরী	২০০
কালিকিশোর রায় চৌধুরী	২৫০
তারিণীকান্ত লাহিড়ী	১০০
সর্ব্বসমেত	=২০৯০ টাকা

বর্দ্ধমান স্কুল।

বৰ্দ্ধমানে অনেক দিন হইতে ইংরেজী স্কুল ছিল। বৰ্দ্ধমানের মহারাজা ১৮১৭ সালে একটি স্কুল স্থাপন করেন ও তাহা নিজ ব্যয়ে প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্কুলে কোন প্রকার মাহিনা লওয়া হইত না। এতদ্ব্যতীত Church of England Mission আর একটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপিত করে। ১৮৪৫ সালে অক্টোবর মাসে বৰ্দ্ধমানে একটি গভর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত স্কুল স্থাপিত হয়। পূর্ব্বে যে স্থানে গভর্ণমেণ্টের বারিক ছিল তাহাই পরে কলেক্টারের আফিস হয়, তাহারই এক অংশে স্কুলটি বসিত। ওয়ার্ড বলিয়া একজন ইউরোপীয় প্রধান শিক্ষক ছিলেন; ইনি তাহার পূর্ব্বে মহারাজার স্কুলে ঐ কাজ করিতেন প্রথম কয়মাস স্কুলে মাহিনা লওয়া হইত না, তাহার ফলে অধিক ছাত্র সংখ্যা হয়, পরে যখন মাহিনা গ্রহণ পদ্ধতি প্রচলিত হইল তখন প্রায় সব বালকই স্কুলটি পরিত্যাগ করে, ৫২ জন মাত্র থাকে। ॥০ হইতে ১৲ মাহিনার হার হয়। তখন মহারাজার স্কুলে প্রায় ৩০০ জন ছাত্র পড়িত।

১৮৫২ সালে বর্দ্ধমানের মহারাজা প্রস্তাব করেন যে যদি গভর্ণমেণ্ট স্কুলটি উঠাইয়া দেওয়া হয় তিনি নিজের স্কুলের অবস্থা আরও উন্নত করিবেন। "The Maharajah intimated to him that if the Government Institution were withdrawn he would place his school upon a better footing and gurantee that no one really desirous of free education in Burdwan should be deprived of it"। পরে তাহাই হয়।

প্রধান শিক্ষকগণের নাম

১—জে ওয়ার্ড।

২—জে ডবলিউ ওয়াটসন।

৩—রামতনু লাহিড়ি।

শ্রীহট্ট স্কুল।

১৮৪০ সালে সেপ্টেম্বর মাসে ইহা স্থাপিত হয় ও সেই সময়ে ইহা শিক্ষা সমিতির অধীনে আসে। Kelso বলিয়া এক জন ফিরিঙ্গি ১০০৲ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। প্রথমে ইহা Probational School ছিল; গভর্ণমেণ্ট কেবল পুস্তকাদির জন্য ২০ টাকা মাসে দিতেন। স্কুলটী প্রথমে ভাল চলিত না। ১৮৪৮ সালে উঠাইয়া দিবার কথা হয়। ৪৪টী মাত্র ছাত্র ছিল, বেতন ছিল ।০ আনা। তবে শীঘ্রই স্কুলের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। ১৮৫৩ সালে নূতন গৃহ নির্ম্মাণের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট ৪০০০৲ টাকা প্রদান করেন।

পূরাতন গৃহটী এইরূপ ছিল :—

"The shed in which the school building is held and

which appears to me to be in a very ruinous and precarious state being almost inaacessible during the rains without first taking off the shoes and stockings and so pervious to the heat during another large portion of the year as to preclude a stay in it when filled with pupils, of more than a few minutes at a time. The Commissioner of revenue of this division made a futile attempt to visit this school which was flooded at the time during his brief stay in Sylhet. The cane flooring of the shed is also in such decayed condition that to walk across it interrupts instruction and endangers the feet."

(Inspection Report 1853.)

১৮৬১ সালের Report হইতে দেখা যায় যে "The committee of the Council of Education will recognise great improvement in tne Sylhet school not only from the time when one of the senior scholars devided grammar into "Syntax, Prosody, and Dysentery" and another could only explain "Couple" to mean "Cock and a hen" and a third surprised his examiner by declaring India to be bounded on the north by the Neapolitan dominions.

কৃষ্ণসুন্দর ঘোষের সময় হইতে স্কুলটীর অবস্থা ভাল হয়। ১৮৫৫ সালে স্কুলটী জিলা স্কুলে পরিণত হয়। সিলেট স্কুল হইতে ১২ জন বালক নিরবৃত্তি পায়। সকলেই ঢাকায় পড়িত। হেড মাষ্টার ছিলেন W. H. Fox, কৃষ্ণ সুন্দর ঘোষ ও উমা চরণ দাস।

শ্রীহট্ট স্কুল।

১৮৫০।

পারিতোষিক প্রাপ্ত ছাত্রগণ।

১ম শ্রেণী কালীনাথ কর
গোবিন্দ প্রসাদ চক্রবর্ত্তী
কালী নাথ কর।
২য় " মহেশ চন্দ্র শর্ম্মা
মথুর নাথ ঘোষ
বৈদ্য নাথ দে

১৮৫২ সালে ১০০ হিন্দু ও তিন জন মুসলমান পড়িত তখন পর্য্যন্ত স্কুলটী ঢাকা কলেজের সহিত (affiliated) সংলগ্ন হয় নাই।

Rev. Mr. Pryse বলিয়া একজন পাদ্রীর একটী অবৈতনিক স্কুল ছিল। শ্রীহট্টে খৃষ্টান বালকদিগের জন্য আর একটী স্কুল ছিল। ১৮৫২ সালে ৬৪ জন ছাত্র পড়িত। প্রায় সকলেই খৃষ্টান।

"The object of the school which has no separate fund of its own but is supported by private subscriptions is to give a plain Education in English and Bengali and to fit its pupils for clerkships."

লস্করপুর স্কুল (শ্রীহট্ট)।

রামতারক রায় শ্রীহট্টের মুনসেফ্ ছিলেন। ১৮৪৯ সালে তিনি শ্রীহট্ট হইতে প্রায় ২২ ক্রোশ দূরে Kney নদীর ধারে একটী স্কুল স্থাপন করেন। ৫২ সালে ৩০টী ছাত্র ছিল। সকলেই ৷৹ করিয়া মাহিনা দিত। গ্রামের লোক মাসিক ২৫ টাকা চাঁদা দিত।

বরিশাল স্কুল।

সকল জেলার ন্যায় বরিশালেও বাঙ্গালী দিগের স্থাপিত একটী স্কুল ছিল। গার্ডিনার (Gardiner) বলিয়া একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান স্কুলের গৃহটি নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ১৮৪০ সালে স্কুলটী সাধারণ শিক্ষা সমিতির অধীনে আসে তখন ইহাকে Probational স্কুল বলিত। শিক্ষা সমিতি কেবল মাত্র পুস্তক সাহায্য করিত। ১৮৪২ সালে স্কুলের নিমিত্ত যে গৃহটী ছিল তাহা পুড়িয়া যায়। সদর আমিন আলার যে কাছারী ছিল স্কুলের ব্যবহারের নিমিত্ত গভর্ণমেণ্ট সেই গৃহটী প্রদান করেন। স্কুলটী অনেক দিন মুমুর্ষ অবস্থায় ছিল। ১৮৪৪ সালে ৪৪টী মাত্র ছাত্র থাকে। ৫টী খৃষ্টান বাকী হিন্দু। সেই বৎসর গভর্ণমেণ্ট যে সামান্য সাহায্য করিতেন তাহা বন্ধ করেন ও গভর্ণমেণ্টের সাহায্য কৃত তালিকা হইতে স্কুলের নামটী খারিজ করিয়া দেন।

সে সময়ে স্কুলের সম্পত্তি নিতান্ত অল্প ছিল না। এগার হাজার এক শত টাকা কোম্পানীর কাগজ ছিল তাহার উপর শতকরা বার টাকা হিসাবে সুদ পাওয়া যাইত। সর্ব্বশুদ্ধ মাসিক ৫২৭৲ টাকা আয় হইত। গভর্ণমেণ্টের সহিত সম্পর্ক উঠিয়া যাইলেও স্কুলটী বন্ধ হয় নাই। রাজা সত্যচরণ ঘোষাল ও গোপাল লাল ঠাকুর ইহাঁরা প্রধান পৃষ্টপোষক ছিলেন। ১৮৫১ সালে ছাত্র সংখ্যা ৫৮ জন হয় তাদের বেতন হইতে মাসিক ৩৭ টাকা উঠিত। সর্ব্বশুদ্ধ স্কুলের আয় (সম্পত্তির উপসত্ত্ব বাদে) তখন মাসে ১৩৫ টাকা। ব্যয় বাদেও প্রায় বিশ টাকা মাসে জমিত। উপরে লিখিত স্কুলের সম্পত্তি হইতে অভিভাবকগণ একখানি বাঙলা খরিদ করেন। তাহাতে তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হয়। ১৮৫৪ সালে ১লা এপ্রেল মাসে স্কুলটী জেলা স্কুল হয় ও পুনরায় গভর্ণমেণ্টের অধীনে আসে। সেই বৎসরেই ছাত্র সংখ্যা ১৬৭ জন হয়। বনমালী মিত্র ১৫০৲ টাকা বেতনে

প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। স্কুলের মাহিনা এক টাকা নির্দিষ্ট হয়। সে সময়কার (১৮৫৪ সালে) পারিতোষিক প্রাপ্ত ছাত্রগণের নাম দিলাম।

দ্বিতীয় শ্রেণী—

চন্দ্রশেখর বসু
কালীকান্ত বসু

তৃতীয় শ্রেণী—

দুর্গামোহন দাস
গিরীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
অভয়চরণ সেন

চতুর্থ শ্রেণী—

তারাপ্রসাদ মিত্র
দুর্গাচরণ রায়
বরদা কান্ত মিত্র

পঞ্চম শ্রেণী—

পিয়ারী মোহন ঘোষ
সর্ব্বানন্দ দাস
মহেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ শ্রেণী—

রসিক চন্দ্র গুহ
বৈকুণ্ঠ চন্দ্র সেন।

ঢাকা পোগোজ স্কুল।

এন, সি, পোগোজ ঢাকা জেলার একজন জমীদার ছিলেন, তিনি ঢাকা কলেজে লেখা পড়া শিখেন। তিনি একটি স্কুল স্থাপন করেন ও তাঁহারই সাহায্যে স্কুলটী চলিত। ১৮৫১ সালে ছাত্র সংখ্যা ৮০ জন ছিল। স্কুলের খরচ মাসিক ৯০৲ টাকা হইত। ছাত্রদিগের বেতন হইতে ৫০৲ টাকা উঠিত বাকী টাকা পোগোজ সাহেব দিতেন। নিম্নবৃত্তি পর্য্যন্ত পাঠের সীমা ছিল। কালীকিশোর চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকিশোর চট্টোপাধ্যায়, উমাশঙ্কর সেন প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই ঢাকা কলেজের ছাত্র।

নাটোর স্কুল।

১৮৪৯ সালে এই স্কুলটী স্থাপিত হয়। ১৮৫১ সালে ছাত্র সংখ্যা ৮০ জন ছিল, মাহিনা হইতে মাসিক ২০৲ টাকা উঠিত। তখন স্কুলটীর অবস্থা বড় ভাল ছিল না। ১৮৫২ সালে জুলাই মাসে পরেশ নাথ রায় স্কুলটীর প্রতিপালনের নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা প্রদান করেন। ঐ মাসে ঢাকা কলেজে দুইটী ছাত্র পাঠাইবার নিমিত্ত নাটোর স্কুল অনুমতি পায় তখন ছাত্র সংখ্যা ছিল ৭৭ জন; কেহ মাহিনা দিত না।

পাবনা স্কুল।

১৮৫১ সাল পর্য্যন্ত এই স্কুলটী প্রাইভেট স্কুল ভাবে ছিল, তখনও গভর্ণমেণ্ট স্কুলে পরিণত হয় নাই। ছাত্র সংখ্যা ১০৮ জন ছিল। আট আনা হইতে একটাকা মাহিনা ছিল। স্কুলের আয় ৬০৲ টাকা হইত, ব্যয় ১০০৲ টাকা ছিল। যে টাকা কম পড়িত সাধারণ চাঁদা হইতে উঠিত। রামচন্দ্র নন্দী হুগলী কলেজের ছাত্র, প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৫২ সালে ছাত্র সংখ্যা ছিল ১১০ জন; ইহাদের মধ্যে তিনজন ছিল মুসলমান।

বীরভূম স্কুল।

১৮৫১ সালে ডিসেম্বর মাসে এই স্কুলটী খোলা হয়। নবীনচন্দ্র দাস ১৫০ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। স্কুলে ১০৪ জন ছাত্র পড়িত তাহার মধ্যে মুসলমান ছিল ৫ জন।

বীরভূম স্কুলের প্রথম পারিতোষিক প্রাপ্ত ছাত্রগণের নাম —

পূর্ণানন্দ মুখোপাধ্যায়
পীতাম্বর দে
করালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়
প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
গদাধর গড়াল

১৮৫৪ সালে নিম্ন লিখিত ছাত্রগণ নিম্নবৃত্তি পায়—

দুর্গাচরণ ভড়
অযোধ্যা নাথ সরকার
রঘুনন্দন ভাড়ড়ী
ধনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

পুরুলিয়া স্কুল।

১৮৫৩ সালে ১লা মে মাসে এই স্কুলটী সংস্থাপিত হয়; প্রধানতঃ আমলাদের ছেলেরা পড়িত, কালীচরণ দত্ত ১০০৲ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৫৪ সালে ৫৯ জন বালক পড়িত।

"It would not, I think, however be out of place to mention here that the Zemindars and people of this district are not so willing to come forward with their mite to aid us in educating their fellow countrymen. as are the people about Calcutta."

বারিকপুর স্কুল।

১৮৩৭ সালে মার্চ্চ মাসে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড্ (Lord Auckland) এই স্কুলটি স্থাপন করেন। সকল ব্যয়ভার তিনি নিজে বহন করিতেন। স্বদেশে ফিরিবার সময় পারিতোষিকের জন্য তিনি কিছু টাকা দিয়া যান। পরে সকল গভর্ণর জেনারেল, লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের ন্যায় স্কুলটি প্রতিপালন করিতেন।

"And has since been supported by the private funds of successive Governors General of India."

মাহিনা ছিল প্রথমে ৷৷০ আনা—পরে এক টাকা হয়। লর্ড-অক্‌ল্যাণ্ডের টাকা হইতে ১৮৪৮ সালে কালীদাস নন্দী মেডিকেল কলেজে পড়ে ও গিরীশচন্দ্র সরকার হিন্দু কলেজে যায়। বারিকপুরে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৪০ সালে) আর একটি স্কুল ছিল; পরে তিনি ঐ (গভর্ণমেণ্টের) স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক হন।

প্রধান শিক্ষক।

১। নবীনকৃষ্ণ সরকার।
২। ভগবতীচরণ ঘোষ।
৩। কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী।
৪। গোবিন্দচন্দ্র কুমার।
৫। প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

১৮৫০ সালে প্রথম শ্রেণীতে Campbell's Pleasures of Hope পড়ান হইত। বালকদিগের বয়স ছিল ১২ হইতে ১৩ বৎসর। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় আর উমেশচন্দ্র সেন, সেই সালের পারিতোষিক প্রাপ্ত বালক ছিল। ১৮৫৫ সালের পারিতোষিক প্রাপ্ত বালকদিগের নাম নীচে দিলাম।

১। কেদারনাথ সাধুখাঁ।
২। হীরালাল সরকার।
৩। নীলমাধব ভট্টাচার্য্য।
৪। কেদারনাথ গোস্বামী।
৫। যদুনাথ মুখোপাধ্যায়।
৬। সুরেশনাথ সরকার।

১৮২১ সালে ইহা জিলা স্কুলে পরিণত হয়।

উমরপুর স্কুল।

বাবু কালিকিঙ্কর পালিত হুগলীর নিকট উমরপুর নামক স্থানে এই স্কুলটি স্থাপন করেন। ১৮৩৯ ৪০ সালে ইহা শিক্ষাসমিতির অধীনে আসে। স্কুলটি Probational school ছিল, শিক্ষা সমিতি হইতে কেবল পুস্তক সাহায্য করা হইত। পিয়ারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০ টাকা বেতনে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৪৪ সালে স্কুলটি গর্ভমেণ্টের নিকট অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করে। পরে অর্থের অভাবহেতু ১৮৪৪ সালে স্কুলটি উঠিয়া যায়।

সেই বৎসর জুন মাসে দিগম্বর বিশ্বাস নামে এক জন ভদ্রলোক Chinsurah Preparatory School স্থাপন করেন।

উপরে যে সকল স্কুলের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিলাম তাহার মধ্যে প্রায় সকল গুলিই গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক সাহায্য পাইত ও পরে গভর্ণমেণ্ট (জিলা) স্কুলে পরিণত হয়। সে সময়ে অনেক গুলি স্বাধীন (private) স্কুলও ছিল। ভারত পরিচালনা সভার ১৮৫৪ সালের মন্তব্য ফলে সাহায্য প্রদান (Grant-in-aid) প্রথা প্রথম আরম্ভ হয়—যে সকল স্কুল প্রথমে সাহায্য পায় তাহাদের তালিকা নীচে দিলাম। সকল গুলিই বাঙ্গালিরা নিজেদের চেষ্টায় স্থাপন করিয়াছিল ও সাহায্য পাইবার পূর্ব্বে নিজেরাই পরিচালনা করিত।

Return of grant-in-aid sanctioned by Government from 1st May 1855 to 30th April 1856.

Names of Proprietors or Managers of the Schools.	Names of zillahs.	Names and locality of Schools.
Babu Chandi Charan Sing ...	Howrah	Bali Male English School.
" Chandi Charan Sing ...	Howrah	Bali Female Vernacular School.
Commissioner of Assam ...	Kamrup (Assam)	14. Indigenous Vernacular Schools in different parts of the district.
Babus Kistanund Dutt and others ...	Baraset	Nibodho English School.
Col. Goodwyn, H. Pratt, Esq. and others	Calcutta	English School of Industrial Art.
Coomar Kallikissen Roy ...	24. Perganas	Paikpara English School.
Babu Birressur Banerjee and others	Hooghly	Bhadracally Vernacular School.
Babus Joykissen Mookherjee and Rajkissen Mookherjee ...	Hooghly	Jerat English and Vernacular School.
Babu Joykissen Mookherji and Rajkissen Mookherji	Howrah	Bulhatee English and Vernacular School.

Names of Proprietors or Managers of the Schools.	Names of Zillahs.	Names and locality of Schools.
Babus Jaykissen Mookherjee and Rajkissen Mookherjee ...	Hooghly	Mayapore English and Vernacular School
Babus Joykissen Mookherjee and Rajkissen Mookherjee ..	Hooghly	Khamargacha English and Vernacular School.
Babus Joykissen Mookherjee and Rajkissen Mookherjee ...	Howrah	Jugguthullubpore English and Vernacular School.
Babus Joykissen Mookherjee and Rajkissen Mookherjee ...	Hooghly	Poenan English and Vernacular School.
Babus Joykissen Mookherjee and Rajkissen Mookherjee ..	Hooghly	Jajoor English and Vernacular School.
Babus Joykissen Mookherjee and Rajkissen Mookherjee	Howrah	Comeermorah English and Vernacular School

Babus Joykissen Mookherjee and Rajkissen Mookherjee ..	Burdwan	Rassickpore *alias* Mundlegram English and Vernacular School.
Ditto ditto ditto ...	Burdwan	Cowcher Vernacular School.
Ditto ditto ditto ..	Hooghly	Kankerbatty Vernacular School.
Ditto ditto ditto ...	Burdwan	Keorparah Vernacular School.
Babus Joykissen Mookerjee and Rajkissen Mookherjee ...	Hooghly	Mirzanagore Vernacular School
Babus Joykissen Mookherjee and Rajkissen Mookherjee ..	Hooghly	Butlanal Vernacular School.
Ditto ditto ditto ...	Hooghly	Madhabpore Vernacular School.
Ditto ditto ditto ...	″	Nawreecha Nittanandapore Vernacular School.
Ditto ditto ditto ..	″	Gangadharpore Vernacular School.
Ditto ditto ditto ...	″	Bursundah Vernacular School.
Ditto ditto ditto ...	.	Bhagerathpore Dhangachee Vernacular School

Names of Proprietors or Managers of the Schools.	Names of zillahs.	Names and locality of Schools.
Babus Joykissen Mookherjee and Rajkissen Mookherjee ...	.	Tanepore Vernacular School.
Ditto ditto ditto .	"	Manoharpore Vernacular School.
Ditto ditto ditto ...	"	Ranee Bazar Vernacular School.
Ditto ditto ditto ...	"	Paurah Vernacular School.
Ditto ditto ditto ...	"	Konnagar English School.
Babu Dwarkanath Ray and others ...	"	Omarpore Vernaeular School.
" Pandolal Nundy ...	"	Kaota Shahgunge Vernacular School.
" Ram Chandra and others ...	Burdwan	Sakari Vernacular School.
" Umacharan Ghose and others	Hooghly	Gopalnagar Vernacular School.
" Chandicharan Sing ...	Howrah	Bali Bahadur Vernacular School.
" Maharaja Srees Chandra Ray and others ...	Kishnagar	Kishnagar Vernacular School.
" Samkanth Choudhury and others ..	Dacca	Kalipara English School.

Mr. Stamm	Patna	Dinapore English School.
Babu Womesh Chandra Ray and others	Nuddea	Santipore Vernacular School.
Babu Harakali Mookherjee and others	Baraset	Rahoota English School.
„ Ramessur Misry ...	Burdwan	Gangapore Vernacular School.
„ Madhusudan Bandyopadhya and others ..	Hooghly	Nusibpore Atsherah Vernacular School.
„ Sreegopal Paulchowdhry ..	Nudea	Ranaghat English School.
„ Grish Chandra Bose and others	Hoogly	Shursha Vernacular School.
„ Bindaban Chandra Ray and others	Burdwan	Chuckdighi English School.
Ray Radha Gobind Sing and others	Hooghly	Boshwa Vernacular School.
Rev. J. Long	24 Perganas	Thakurpukar Vernacular School.
Babu Isser Chandra Chatterjee and others	24 Perganas	Syedpore English School.
Babu Soodharam Chakraburtty and others	Hughly	Tirob vernacular School.

Names of Proprietors or Managers of the Schools.	Names of zillahs.	Names and locality of Schools.
Babu Baman Das Mukherji and others	Nuddea	Beernaggur vernacular school.
" Taracharan Chatterjee and others	Barasat	Halishar Koomarhati English School
Cathedral Mission ...	24-Pergans	Alipore and Garden Reach English School.
" Ganga Narain Gupta and... others	Hughly	Baidbati vernacular School.
" Rajendra Roy and others ...	Hughly	Dwarhatta vernacular School.
" Tarachand Ghose and others...	Hughly	Keshabpur vernacular School
" Juggobandhoo Moulik ...	Dacca	Dhamroy vernacular School.
" Gopal Chandra Misry and others ...	Burdwan	Indoss vernacular School.
" Jugganath Roy and others ...	Dacca	Naraingunj English School,
" Nabakumar Haldar and others	Hughly	Baharampur vernacular School.

„	Sashibushan Surmony ...	Hughly	Rassulpur vernacular School.
„	Annada Prosad Banerjee ...	Hughly	Telinipara vernacular School.
„	Bholanath Pahary ...	Midnapore	Chandanpore vernacular School.
„	Ramlal Dobi and others .	Bancoora	Bancoora vernacular School.
„	Ram Gopal Mittra and others	Nuddia	Gorapotta vernacular School.
„	Jagamohan Chakrabartty and others	Hughly	Alatee vernacular School.
„	Harrynath Sircar and others ...	Hughly	Ilsoba Mondlye Eng. and vernacular School.
„	Durgaram Bhattacharya and others	Burdwan	Naroogram vernacular School
Mr.	C. H. Lushington and others ...	Calcutta	Caicutta Girl's English School.
Babu	Digambar Ganguli aud others	24-Perganas	Belgharia English Schooi.
„	Rajkissen Raychowdhry and others	„	Barripore English School.
„	Kassinath Raychowdhry ..	„	Cossipore English School.
„	Sreenath Bose ..	„	Baroo English School

Name of Proprietors or Managers of the Schools.	Names of zillahs.	Names and locality of the Schools.
„ Bhoyrab Chandra Ghose and others	Burdwan	Debiburpore Vernacular School.
„ Gora Chand Banerjee and others	Hooghly	Mamoodpore Vernacular School.
„ Shibnarain Mookherjee and others	Bancoorah	Kaksah Vernacular School.
„ Ambika Charan Patro and others	„	Norre Vernacular School.
„ Ambika Charan Ray and others	Nuddea	Lakhooria Vernacular School.
„ Ram Mohan Banerjee and others	„	Mateearee Vernacular School.
„ Ganga Persad Gossain and Babu Gopikissen Gossain ...	Hooghly	Sreerampore Vernacular School.
N. P. Pogose, Esq.	Dacca	Dacca English School.
Babu Niteanund Hajra and others...	Burdwan	Bhatari Vernacular School.

Names of Proprietors or Managers of the Schools.	Names of zillahs.	Names and locality of the Schools.
„ Khettur Mohan Chatterjee and others	Bancoorah	Radhanagar Vernacular School.
„ Tarini Persad Chuckerbutty and others	„	Neamutpore Vernacular School.
„ Ram Persad Roy and others ...	Nuddea	Moorhant Vernacular School.
„ Protap Chandra Pandit and others	Burdwan	Boro Bela Vernacular School.
„ Harish Chandra Banerjee and others	Hooghly	Kapoora Vernacular School.

PROBATIONAL SCHOOLS.

কতকগুলি স্কুলকে General Committee of Public Instructions পুস্তকাদি সাহায্য প্রদান করিতেন অর্থ সাহায্য করিতেন না। সেগুলি কিছুদিন কমিটির তত্ত্বাবধানে থাকিত। যদি স্কুলটী ভালরূপ চলিত তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের তালিকার মধ্যে আসিত। "We have therefore preferred giving our advice and assistance only to these schools until time should enable us to judge of the permanent good they were likely to produce and also until our resources are sufficient to justify us in receiving them into the number of our establisment we assist them too by donations of class and prize books and other necessities. As a further encouragement we propose giving to each of them a junior scholership at the College under which they are arranged. These schools are Tribeny, Omerpur, Bancoorah, and Sylhet.

(Report General Commitee 1839 40.)

শিশু পাঠশালা। Infant School.)

একবারমাত্র শিশুদিগের নিমিত্ত স্কুল স্থাপন করা হইয়াছিল। হুগ্‌লিতে ১৮৩৮ সালে একটী Infant school খুলা হইয়াছিল। ৫ বৎসরের অধিক বয়স হইলে ভর্ত্তিকরা হইত না। ১৮৪৪ সালে গোমেজ বলিয়া একজন ফিরীঙ্গি প্রধান শিক্ষক ছিলেন। নবকুমার গুপ্ত পণ্ডিত ছিলেন। স্কুলটি শীঘ্র উঠিয়া যায়। ব্র্যাঞ্চ স্কুলের হাতার মধ্যে এ স্কুলটি ছিল। শিশুগুলি এই স্কুলে পাঠ শেষ করিয়া হুগ্‌লি ব্র্যাঞ্চ স্কুলে পড়িত।

কলিকাতায় হিন্দু কলেজ সংলগ্ন পাঠশালাও পরে ঐ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।

স্কুল সম্বন্ধে সাধারণ কথা।

Lord Auckland প্রথমে বাঙ্গলাদেশে প্রত্যেক জেলার মধ্যে একটি করিয়া স্কুল স্থাপনের সংকল্প করেন। সমস্ত দেশ আটটি চক্রে বিভাগ করিয়া প্রতি চক্রের কেন্দ্র স্থলে একটি করিয়া কলেজ স্থাপন হইবে ও সেই কলেজের সংলগ্ন গুটিকতক স্কুল হইবে ইহাই তাঁহার সংকল্প ছিল। নিম্নে তালিকা দিলাম।

Educational Report (1845-46.)

Calcutta Circle—Hindoo College, Sanskrit College, Madrasa, School Society's School—Russapagla School

Hoogly School Circle—Hoogly College—Branch School—Infant School—Seetapore School—Midnapore School—Baraset School—Howrah School.

Krishnagar Circle—Krishnagar College—Jessore School, Bancoorah School—Burdwan School.

Moorshidabad Circle—Murshidabad College—Nizamut School, Baulea School, Pubna School Rungpur School.

Dacca Circle—Dacca College, Sylhet School, Bograh School, Mymensing School, Fureedpur School.

Chittagong Circle—Chittagong College, Bulooah School, Coomilla School, Barishal School.

নানাকারণে এ সংকল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৮৫৩ সালে লর্ড্ ডাল্‌হৌসির শাসনকালে বাঙ্গ্‌লাদেশে প্রায় সকল জেলাতেই একটি করিয়া স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৫৬ সালে চল্লিশটি জেলাস্কুল ছিল ১৮৫৯ সালে জেলা স্কুলের সংখ্যা ৪৭টি হয় ও তাহাতে প্রায় ৬৫০০ ছাত্র পড়িত।

১৮৫৫ সালে সাহায্য প্রদান প্রথা (Grants-in-aid) আরম্ভ হয়। সেই সময় যে সকল স্কুল সাহায্য পায় তাহাদের তালিকা যথাস্থানে দিয়াছি। মিশনারী স্কুলের কথা ছাড়িয়া দিলে বলা যাইতে পারে যে বাঙ্গালা দেশে সকল স্কুল গুলিই বাঙ্গালীরা নিজ যত্নে ও পরিশ্রমে স্থাপন করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে প্রত্যেক জেলা স্কুল, প্রত্যেক সাহায্য প্রাপ্ত বা স্বাধীন (Private) স্কুল সম্বন্ধে একই কথা খাটে। যে স্থানেই শিক্ষিত বাঙ্গালী বাস করিত সেই স্থানেই তাহারা স্কুল স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজা, টাকীর চৌধুরী বংশ, মতিলাল শীল, পরেশ নাথ রায়, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, লোকনাথ মৈত্র প্রভৃতি জমিদারগণ নিজ ব্যয়ে স্কুল স্থাপন করেন। এ শ্রেণীর বহু সংখ্যক স্কুল হওয়া সম্ভব নহে। যে সময় কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয় তাহার অল্প দিনের মধ্যে বাঙ্গালীরা নিজ চেষ্টায় ও ব্যয়ে দেশের সর্ব্বত্র স্কুল খুলিতে আরম্ভ করে। কলিকাতা, হুগলি, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে প্রথমেই স্কুল গঠিত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই সুদূর পল্লীগ্রামেও এ চেষ্টা আরম্ভ হয়। রঙ্গপুর বরিশাল, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থলে বাঙ্গালীরা ১৮৩০ সালের কিছুপর হইতেই স্কুল খুলেন।

অনেক স্থানে স্কুল গুলি অল্পকাল স্থায়ী হইত। কি করিয়া এইরূপ স্কুল চালাইতে হয় কেহই জানিত না। উদ্যোগকারীদিগের সংখ্যা সকল স্থানে অধিক হইত না। অর্থের অভাব সর্ব্বত্রই বোধ হইত। তাহার উপর স্কুল গুলি অবৈতনিক হইবে প্রায় সকল স্থানেই প্রথমে চেষ্টা হইত। এইরূপ নানা কারণে প্রথম স্থাপিত স্কুলগুলি প্রায়ই অল্পদিন স্থায়ী হইত। জেলার সদরে স্কুল গুলি অনেক কারণে অপেক্ষাকৃত ভালরূপে চলিত। কাছারীর আমলারা, উকীল, ডাক্তার, অপরাপর কর্ম্মচারী, ইহাঁরাই ছিলেন এই সকল স্কুলের প্রধান পৃষ্টপোষক, প্রধান প্রধান ইংরেজ কর্ম্মচারী ও দেশীয় লোক লইয়া Local Committee গঠিত হইত। আমলা

ও অপরাপর কর্ম্মচারীদিগের পুত্রগণই বেশীরভাগ স্কুলে পড়িত। স্কুলের ছাত্রদিগের অভিভাবকগণের অবস্থা স্থানান্তরে দিয়াছি। Local Committeeর সভ্যগণের নামের অথবা চেষ্টার ফলে চাঁদা উঠা সহজ হইত। কলিকাতাস্থিত সাধারণশিক্ষা সমিতি প্রথমতঃ অতি অল্পই সাহায্য করিত। অনেক দিন পর্য্যন্ত এইরূপ স্কুলগুলিকে Probational school শ্রেণীতে রাখিয়া দিত। পরে এই সকল স্কুল গুলির আয় বৃদ্ধি হইলে তাহারা নিজেদের পরিচালনার অধীনে আনিতে স্বীকৃত হইত। স্থূলতঃ বলিতে গেলে বলা যাইতে পারে যে বাঙ্গালা দেশের প্রত্যেক স্কুলই বাঙ্গালীরা স্থাপন করে।

এই সকল স্কুলে বালকেরা কি শিখিত তাহা বলা কঠিন। যখন নিম্ন বৃত্তি পরীক্ষার প্রথা হইল তখন অতি অল্প ও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা স্কুলের বালকগণ এবৃত্তির নিমিত্ত প্রতিযোগিতা করিতে অধিকার পায়। বৃত্তি পাইলে স্ব স্ব কেন্দ্র স্থিত কলেজে পড়িবার নিয়ম ছিল,—তথায় পাঠ সমাপন করিলে উচ্চবৃত্তির পরীক্ষা দিতে অধিকার পাইত। অনেকদিন পর্য্যন্ত মফস্বলে জেলার সদরস্থিত স্কুল গুলি নিম্নবৃত্তি পরীক্ষার নিমিত্ত প্রতিযোগিতা করিবার অধিকার পায় নাই। ১৮৫৩ সালে ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি স্কুল ঐ অধিকার পায়। জেলার মধ্যে অপরাপর স্বাধীন স্কুল এ অধিকার কখনও পায় নাই। পরীক্ষার এইরূপ নিয়ম থাকাতে সকল স্কুলের নির্দ্দিষ্ট পাঠের ব্যবস্থা সমান হইত না। কোথাও বা Gay's Fables, পাঠের চরমসীমা ছিল, কোথাও বা সেক্সপিয়ারের নাটক অভিনয় করিয়া পারদর্শীতার পরিচয় দিতে হইত। আর কোথাও বা শিক্ষার গুণে বালকেরা বলিত "Grammar is divided into Syntax, Prosody and dysentry." এক কথায় পাঠের অবস্থা এইরূপ ছিল। যে সকল স্কুলে বালকগণ নিম্ন বৃত্তি পরীক্ষা দিবার অধিকার পাইত সেই সব স্কুলে নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত পড়ান হইত। অন্যত্র অভিভাবকগণের রুচি, অর্থ সংগ্রহ,

অথবা নিজেদের শিক্ষার উপর পাঠের মাত্রা নির্ভর করিত। সামান্য ইংরেজী শিখিয়া চাকরী করা ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য।

১৮৫০ সালের পূর্ব্বে সকল জেলা স্কুলেই ইউরোপিয় হেড্ মাষ্টার থাকিত। প্রথম ইন্সপেক্টার লজ্ (Lodge) সাহেব এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিখেন তাহা নিম্নে দিলাম।

The great defect throughout the whole department is want of proper and good teachers. The Anglo-Indians who chiefly fill the situations of 1st and 2nd masters are not persons who have themselves been educated, or who were originally intended for the duties of instruction.

Against the private characters of any one of them I never heard a word, though many anecdotes are in circulation illustrative of their ignorance. I have not heard one in which neglect is the imputed fault, though several on the score of incompetency. With the exception of Mr. Gunn at Chittagong, they show the greatest desire to give satisfaction, and are most thankful for any hints and advice, but they are not now young men nor likely ever to improve themselves. If their work is cut out and the duties of every hour in the day and every day in the week fixed and determined, they will go through them. Whatever is written in the book that will they see the students learn by heart, but any thing out of the book, such as animation, energy, excit-

ng an interest, explaining an allusion, and all such collateral things, are what they are utterly unable to do.

On this account, partly it is that so few of the boys after leaving the Schools do ever pursue their studies.

সর্ব্বাপেক্ষা ভাল স্কুলে এই ছিল প্রধান শিক্ষকদের অবস্থা। গ্রাম্য স্কুলে কি শ্রেণীর লোক শিক্ষকতা করিত তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। ১৮৫০ সালের পর এক নূতন শ্রেণীর শিক্ষক দেখা দেয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, পিয়ারী চরণ সরকার, রাজনারায়ণ বসু, যদুনাথ শীল, সারদা-প্রসাদ বসু প্রভৃতি বাস্তবিকই দেশের গুরু ছিলেন। ইহাঁদেরই শিক্ষা ও উদাহরণ ফল ১৮৬০ সালের পর হইতে আমাদের সমাজে দেখা দেয়।

তাহারপর শিক্ষা শেষ করিয়া কি হইত? যাঁহারা সে সময় কলেজ হইতে উচ্চবৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন তাঁহারা বুদ্ধির প্রখরতায়, মেধা শক্তিতে ও পাণ্ডিত্যে কোন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট অপেক্ষা হীন ছিলেন না। এখনও পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহাদের অপেক্ষা বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছাত্র দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। উচ্চবৃত্তি পাইবার পর অনেকে ছয় বৎসর পর্য্যন্ত বিদ্যালোচনা করিত স্থানান্তরে যে তালিকা দিয়াছি তাহা হইতে বুঝা যাইবে এইরূপ শিক্ষার ফলে কি প্রকার উপার্জ্জন হইত। কোথায় বা স্কুলের মাষ্টারী কোথায় বা ৫০৲, ৬০৲ টাকা বেতনের চাকরী এই ছিল উপার্জ্জনের চরম মাত্রা। নিম্ন বৃত্তি পাশ হইলে ৩০৲ টাকা পর্য্যন্ত আয়ের সম্ভাবনা থাকিত। ইহার নিম্নে আয়ের হিসাব শিক্ষার অনুরূপ হইত।

কথাগুলি এক করা যাউক। বাঙ্গলা দেশে যে সকল স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল তাহা বাঙ্গালীরা নিজেদের চেষ্টায়, পরিশ্রমে ও অর্থে স্থাপন করে। তবে অভিভাবকগণের স্কুল সম্বন্ধে কোন প্রকার অভিজ্ঞতা

ছিল না ; সমবেত চেষ্টা কাহাকে বলে, সে কথার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত, কেহ জানিত না, অর্থের অভাব সকল স্থানেই বোধ হইত ; চাকরী ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য। পুস্তক নির্ব্বাচণ বা পাঠার্থীদিগের ভবিষ্যৎউদ্দেশ্যে এ সম্বন্ধে কেহ যে চিন্তা করিত অথবা কাহারও চিন্তা করিবার প্রবৃত্তি অথবা শক্তি ছিল তাহা বোধ হয় না। জেলার সদরে স্কুল গুলির অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হইত। উকীল, আমলা ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদিগের পুত্রেরাই প্রধানতঃ এই সব স্কুলে লেখা পড়া শিখিত। ভবিষ্যতে উকিল আমলা ও কর্ম্মচারী হইবে এই ছিল অভিভাবকগণের প্রধান আশা।

শেষ কথা দেশের লোক হিসাবে অতি সামান্য (নগণ্য বলিলেও চলে) মাত্র বালকই লেখা পড়া শিখিত। লেখাপড়া শিখিতে বালকদিগের যে আগ্রহ ছিল না তাহা বলা যায় না। গ্রীষ্ম, বর্ষা ঋতুতে দুই ক্রোশ বিস্তৃত পদ্মা পার হইয়া প্রাতঃকাল ও অপরাহ্নে বালকেরা ফরিদপুর স্কুলে পড়িতে আসিত।

কলেজের ও স্কুলের এই প্রকার শিক্ষায় দেশের কি হইল ? যাঁহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইলেন তাঁহারা দেশের লোকের কি করিলেন - সে কথা শেষ পরিচ্ছেদে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি।

শিক্ষক নির্ব্বাচন।

শিক্ষা বিভাগে শিক্ষক নির্ব্বাচনের নিমিত্ত পরীক্ষা ১৮৪০ সালে আরম্ভ হয়। বৎসরে চারি বার করিয়া এই পরীক্ষা বসিত। পারদর্শীতা অনুসারে পদ প্রার্থীদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইত। ১০-৫০, ৫০-১৫০, ১৫০-২৫০ ও তদূর্দ্ধ, এই চারিটি মাহিনার বিভাগ ছিল। পরে তিন শ্রেণী হয়। তাহদের মধ্য হইতে কর্ম্ম খালি হইলে শিক্ষক পাঠান হইত। তবে কৃষ্ণনগর মেদিনীপূর বর্দ্ধমান কলিকাতা ও হুগলি এই পাঁচটি স্থান ভিন্ন শিক্ষকেরা যাইতে বড় স্বীকৃত হইত না। ১৮৪৭ সালে সাঁইত্রিশ জন পদপ্রার্থী হয়। তাহাদের মধ্যে ছয় জন তৃতীয় ও ৬

জন চতুর্থ বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। ১৮৪৭ সালে নর্‌মাল্ ও মডেল স্কুল স্থাপনের চেষ্টা হয়।

The great difficulty experienced by the Council is in procuring teachers for the lower classes well-acquainted with their vernacular language. It is scarcely possible to imagine the great amount of ignorance which prevails among the educated natives. Report 1852.

নর্ম্মাল ও মডেল স্কুল।

১৮৪৭ সালে কলিকাতায় প্রথমে নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। বহুবাজারে একটী ভাড়াটিয়া বাটীতে স্কুলটী বসিত। ইহার সহিত একটী ছোট মডেল স্কুল সংলগ্ন ছিল। W. Knighton বলিয়া একজন ইংরেজ অধ্যক্ষ (Superintendent) ছিলেন। তাঁহার বেতন ৫০০৲ টাকা প্রথমে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। W. G. Thornicraft (১৫০) ও বাবু বিশ্বনাথ সিংহ (৯০৲ টাকা) আর দুই জন মাষ্টার ছিলেন। শিক্ষকের কাজ শিখিবার নিমিত্ত দুই শ্রেণীর ছাত্র ভর্ত্তি করা হইত, প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ মাসিক ১২ টাকা মাসহারা পাইত ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীগণ বিনা বেতনে কাজ শিখিত। মাসহারা প্রাপ্ত বালকদিগকে অঙ্গীকার করিতে হইত যে তাহারা তিন বৎসর গভর্ণমেণ্ট সংশ্লিষ্ট স্কুলে চাকরি করিবে। পড়িবার কাল দুই বৎসর নির্দ্দিষ্ট ছিল। মডেল স্কুলে ৭৫টী বালকের স্থান ছিল, মাহিনা ছিল দুই টাকা। এই নর্ম্মাল স্কুলে বড় সুবিধা হয় নাই, দুই বৎসরের মধ্যে স্কুলটী উঠিয়া যায়। ঐ বৎসর হুগলী কলেজে একটী নর্ম্মাল স্কুল খুলিবার কথা হয়, সে সংকল্প অর্থের অভাবে কার্য্যে পরিণত হয় নাই। স্কুলের শিক্ষক নির্ব্বাচনের নিমিত্ত সাধারণ শিক্ষা সমিতির উপরে লিখিত যে শাখা সমিতি ছিল তাহারই সদস্যগণ পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় পরীক্ষা করিয়া শিক্ষক নির্ব্বাচন করিত।

১৮৫৩ সালে যাহারা শিক্ষকতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল

১। ক্ষেত্রনাথ আঢ্য।

২। দীনবন্ধু মিত্র।

৩। যদুনাথ ঘোষ।

৪। মুক্তারাম ঘোষ।

৫। গোবিন্দচন্দ্র মিত্র।

৬। দীননাথ মিত্র।

৭। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৮। মুসা আলি।

৯। নবকৃষ্ণ ঘোষ

১। J. R. Chambers

২। গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। শশীভূষণ ভাদুড়ী।

৪। নীলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। দ্বারিকা নাথ ভট্টাচার্য্য।

নর্ম্মাল স্কুল।

মডেল ভার্ণাকুলার স্কুলে পড়াইবার জন্য উপযুক্ত পণ্ডিতের আবশ্যক হওয়াতে ১৮৫৫ সালে ৬ই জুলাই পুনরায় নর্ম্মাল স্কুল খোলা হয়। ইহা সংস্কৃত কলেজের এক অংশে বসিত; স্থানাভাবহেতু প্রাতঃকালে কেবল স্কুল হইত। ৬০ জন শিক্ষার্থী ৫ টাকা মাসহারায় শিক্ষালাভ করিত। বাকী বিনা বেতনে পড়িত। প্রতি মাসে পরীক্ষা হইত। অক্ষয়কুমার দত্ত (১৫০) ও পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি (৫০) টাকায় প্রথম ও দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন। এতদ্ভিন্ন হুগলী ঢাকা ও গৌহাটিতে নর্ম্মাল স্কুল গঠিত হয়। সেই বৎসর (৫৫) আটটি করিয়া মডেল স্কুল দিনাজপুর, রঙ্গপুর

ও বগুড়া জিলায় খোলা হয়। প্রতি স্কুলের ব্যয় স্বরূপ মাসিক ২০ টাকা গভর্ণমেণ্ট প্রদান করিতেন। ইহাদের অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর ৫টি করিয়া মডেল স্কুল নদীয়া বর্দ্ধমান হুগলী ও মেদিনীপুর জেলায় স্থাপিত হয়; গভর্ণমেণ্ট প্রতি স্কুলের জন্য বার্ষিক ৬০ টাকা নির্দ্ধারিত করেন। এতদ্ব্যতীত ২৪ পরগনা বারাসত ও ঢাকায় বাঙ্গলা স্কুলগুলি চক্রবদ্ধ (circle) করা হয়। তিন চার অথবা পাঁচটি স্কুল লইয়া একটি চক্র হইত প্রতি চক্রের উপর একজন পাসকরা (certified) পণ্ডিত ১৫ টাকা বেতনে থাকিত। ইনি নিজ চক্রের গুরুমহাশয় দিগকে ও উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র দিগকে পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। প্রতি ছয় মাস অন্তর পরীক্ষা হইত; ফল সন্তোষ জনক হইলে গুরুমহাশয় ও ছাত্র উভয়ে পারিতোষিক পাইত। উপরি উক্ত চারি জেলায় যাটটি চক্র খুলিবার কথা হয়, মাসিক ১৫০০ টাকা ব্যয় নির্দ্দিষ্ট হইল। এই বৎসর (৫৫ সালে) ৩০টি চক্র খোলা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার উৎসাহের জন্য বাঙ্গলা স্কুলের ছাত্র দিগের নিমিত্ত ৪ টাকা মাসে জলপানির ব্যবস্থা হইল। প্রতি জেলায় ১০টী করিয়া জলপানি দেওয়া হইবে যাহারা পাইবে তাহাদের মধ্যে ৫ জনকে একবৎসর করিয়া নর্ম্মাল স্কুলে পাড়তে হইবে আর ৬ জন জেলা স্কুলে চারি বৎসর পড়িতে পাইবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা।

১৮৪৩ সালে হিন্দু কলেজে একজন Engineering শিক্ষক ও প্রাকৃতিক দর্শনের (Natural philosophy) শিক্ষক নিযুক্ত করিবার বন্দোবস্ত হয়। স্থির হইল শিক্ষকেরা ৩০০ টাকা বেতন পাইবেন ও ছাত্রদিগের মাহিনা যাহা উঠিবে তাহারও অর্দ্ধেক পাইবেন। ছাত্রদিগের প্রতি বৎসর পড়িবার বেতন ১৬৲ টাকা নির্দ্ধারিত হইল ও যে পড়িতে চাহিবে তাহাকেই শিক্ষা দেওয়া হইবে এই নিয়ম হইল। দুই জন ইংরেজ পদপ্রার্থী হন। উভয়ের মধ্যে পরীক্ষা ফলে কেহই পদের যোগ্য স্থির হইলেন না।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন পর্য্যন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে Engineering শিক্ষা দিবার কোনই বন্দোবস্ত ছিল না। ১৮৪৬ সালে Roorkeeতে Engineering College খোলা হয় কিন্তু সে স্থানে বাঙ্গালী বালকদিগের শিখিবার বিশেষ সুবিধা হইত না। তখন পর্য্যন্ত নিয়ম ছিল যে সৈনিক বিভাগের ব্যক্তি গণই ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কাজ করিতে পারিবে।

It would be seen from the Military Despatch from the Hon'ble Court of Directors 1846 that they desire to restrict the employment of persons in the Department of Public Works to those of the military class and therefore to Europeans and this desire is to be attended to by the local government in the proposal of a revised regulation for improving the efficiency of that department.

তবে পূর্ত্ত বিভাগে (Public Works) নিম্নতম শ্রেণীতে এদেশীয় কর্ম্মচারী নিয়োগ করিবার আজ্ঞা অনেক দিন হইতে ছিল।

(*General order No 1144 of 1829.*)

That he should possess sufficient knowledge of English writing and account to enable him to prepare the various books and returns required by the existing Regulations and such a knowledge of plan drawing and mensuration as will assist him in preparing plans and estimates and laying down a building from a plan. These qualifications are to be ascertained by an examination by the Superintending or the Executive Engineer.

ক্রমে ২ এদেশে পূর্ত্ত বিভাগের কাজ বাড়িতে লাগিল, অল্প মাহিনায়

নিম্নতন পদের কর্ম্মচারীর প্রয়োজন বোধ হইতে লাগিল। তখন সেই সকল কাজের জন্য দেশীয় লোক নিয়োগের কথা উঠিল। পূর্ব্বে, পূর্ত্ত বিভাগের যাবতীয় কার্য্য Royal Engineersগণ করিত। উপরিস্থিত ও স্থুল বেতন ভোগী পদে officers থাকিত। নিম্ন স্থলে Corporal Sergeants (Sappers and Miners) নিযুক্ত হইত—সকল প্রকার সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ Military Boardএর তত্ত্বাবধানে হইত। ঢাকা কলেজ Military Board নির্ম্মাণ করে।

Native Subordinates in the Department of Public Works.

In August last, Major Godwyn, then officiating as Superintending Engineer of the South Eastern Provinces, applied to the Council to assist him in introducing a more highly educated class of native subordinates into the Engineer department, those at present employed possessing such a rudimentary knowledge of reading, writing and accounts as fitted them only for discharging the ordinary indoor duties of writers; whereas Overseers and Darogahs acquainted with mensuration capable of taking a section of road or embankment, and of drawing up simple plans and estimates, were required.

The salaries attached to these offices range from a minimum of 10 to a maximum of 25 Rupees a month; Major Goodwyn was, therefore, informed that it was hopeless to expect natives, to enter a department in which a considerable amount of personal exposure was

required, while the prospects held out were inferior to those which individuals of a much lower scale of acquirement could at present command in any path or line of life they chose to adopt.

The salaries mentioned are inadequate for the maintenance of any respectable native and it was feared that educated men who would accept employment in such circumstances, would only do so with the hope of adding to their incomes by dishonest means which such low salaries would tempt them to resort to, where the chances of detection are remote and dismissal a very inadequate punishment for those qualified to gain a much more ample maintenance by honest labour.

Education must spread to a greater extent that can reasonably be anticipated for many years to come, before the competition is so great as to secure native agency of a high standard of qualification for a very moderate provision and no chance of ultimate competence.

শিক্ষা-সমিতি ১৮৪৮ সালে এদেশীয় লোকদিগের পূর্ত্ত বিভাগে নিয়োগ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেন।

"As closing the avenues to an important branch of the service in which it is believed that native agency could be economically, profitably and succesfully employed and thereby opertaing as a serious source of discouragement to the native education."

কৃষি বিদ্যালয়।

Agricutural School.

১৮৫০ সালে বারাসতে অনেক প্রকার শিক্ষা সম্বন্ধে কালীকৃষ্ণ মিত্র নেতাস্বরূপ ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় বারাসতে বালিকা বিদ্যালয় ও কৃষিবিদ্যালয় খোলা হয়। বারাসতে গভর্ণমেণ্ট স্কুল স্থাপনে তিনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন ও ইহার পরিচালনা সভার একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। ১৮৫২ সালে নবেম্বর মাসে বারাসতে গভর্ণমেণ্ট স্কুল সংলগ্ন একটি Agricultural (কৃষি) ক্লাস খোলা হয়। ৫০টি বালক শিখিত। নিম্নে তাহার পরিদর্শন বিবরণ দিলাম। ক্লাসটি বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপন পর্য্যন্ত ছিল কিন্তু বিশেষ কোন উন্নতি করিতে পারে নাই।

"The Agricultural class has been existing since November 1852. and with a similar Institution established by the Female School Committee in 1850, has been productive of immense good. It is attended by upwards of 50 boys, working in the farm. two or three days in the week, for about an hour in the morning and evening, with occasional interruptions, and receiving general instructions on the field and serial lessons in the class room on the practice of Agriculture and on its simplest principles as a science, from notes taken by the Head Master from Sir Humphrey Davy's Lectures on Agriculture, Lindly's Theory of Horticulture, Liebieg's Agricultural Chemistry, London's Encyclopedia of Agriculture and the Agri-Horticultural

Society's Journals. The class was examined in September last, by Babu Kally Krishna Mitra whose report is annexed. Most of the indigenous and many foreign Vegetables, roots, gourds, &c. have been grown on the farm. Pettigulph and Sea Island cotton, arrow-root, Otaheitey canes, potatoes, Guinea grass and several varieties of Cabbages, peas, beans, Jams, Tobacco and Maize have been cultivated with fair success; and the different processes of cultivation, with the principles there of, explained and practically illustrated to the boys. The Garden consists of numerous foreign grafts which have been liberally supplied by Dr. H. Falconer, from the Hon'ble Company's Botanical Garden, and by the Agri-Horticultural Society from their nursery.

ছাত্রদিগের সম্প্রদায়।

হিন্দু সমাজের কোন সম্প্রদায়ের বালকগণ প্রথম প্রথম কলেজে পাঠ করিত তাহাদের অভিভাবকগণ কিরূপ অবস্থার লোকছিলেন বুঝিবার সুবিধার নিমিত্ত নিম্নে একটি তালিকা দিলাম। বলা বাহুল্য তালিকাটি সম্পূর্ণ নয় শিক্ষা সমিতির বিবরণ হইতে (Educational Report) তালিকাটি সঙ্কলন করিয়াছি।

মেডিকেল কলেজ।

হিন্দু বালকদিগের সম্প্রদায়।

(১৮৩৫)

ব্রাহ্মণ	...	১১
কায়স্থ	...	১৫

বৈদ্য	..	২
কৈবর্ত্ত	...	৩
তন্তুবায়	...	৬
সুবর্ণবণিক	...	৭
নাপিত	...	১
কর্ম্মকার	...	১
তিলি	...	১
গোপ	...	১
স্বর্ণকার	...	১
কংসকার	...	১
শৌণ্ডিক	...	১
যোগী	...	০
		৫৬

(১৮৩৬)

ব্রাহ্মণ	...	৫
কায়স্থ	...	১৫
বৈদ্য	...	২
কৈবর্ত্ত	...	৩
তন্তুবায়	...	৬
সুবর্ণবণিক	...	৫
নাপিত	...	১
কর্ম্মকার	..	১
তিলি	...	১
গোপ	...	১
স্বর্ণকার	...	১

কংসকার ... ১
শৌণ্ডিক ... ০
যোগী ... ০

মোট ৫২ জ

(১৮৩৭)

ব্রাহ্মণ ... ৯
কায়স্থ ২৪
বৈদ্য ... ৩
কৈবর্ত্ত ... ৫
তন্তুবায় ... ৫
সুবর্ণবণিক .. ৬
নাপিত .. ১
কর্ম্মকার .. ১
তিলি .. ৩
গোপ . ১
স্বর্ণকার .. ১
কংসকার ... ১
শৌণ্ডিক ... ০
যোগী ... ০

মোট ৬০ জন

(১৮৩৮)

ব্রাহ্মণ .. ৬
কায়স্থ ... ২৭
বৈদ্য ৩
কৈবর্ত্ত ... ৪

তন্তুবায়	..	৬
সুবণবণিক	...	৪
নাপিত	...	২
কর্ম্মকার	..	১
তিলি	.	৩
গোপ		২
স্বর্ণকার		২
কংসকার		১
শৌণ্ডিক	...	০
যোগী	..	০
মোট		৫৮

(১৮৩৯)

ব্রাহ্মণ	..	৭
কায়স্থ	...	১৭
বৈদ্য	...	৩
কৈবর্ত্ত	...	৫
তন্তুবায়	...	৪
সুবর্ণবণিক	...	৬
নাপিত	...	১
কর্ম্মকার	...	০
তিলি	...	৩
গোপ	...	১
কংসকার	...	১
শৌণ্ডিক	...	১
যোগী		১
		৫০ জন

(১৮৪০)

ব্রাহ্মণ	...	[illegible]
কায়স্থ	...	১৮
বৈদ্য		৩
কৈবর্ত্ত	...	৭
তন্তুবায়	...	৪
সুবর্ণবণিক	...	৪
নাপিত		১
কর্ম্মকার	...	০
তিলি	...	২
গোপ	...	০
স্বর্ণকার		১
কংসকার	...	১
শৌণ্ডিক	...	১
যোগী	...	০
মোট		৫১

(১৮৪১)

ব্রাহ্মণ	...	১৪
বৈদ্য	...	৩
কায়স্থ	...	২৫
কৈবর্ত্ত	...	৩
তন্তুবায়	...	৩
সুবর্ণবণিক	...	৪
নাপিত	...	১
কর্ম্মকার	...	০

তিলি	...	২
গোপ	...	২
স্বর্ণকার	...	০
কংসকার	..	১
শৌণ্ডিক	...	১
যোগী	...	০
	মোট	৬০

(১৮৪২)

ব্রাহ্মণ	...	১৮
কায়স্থ	..	২১
বৈদ্য		৫
কৈবর্ত্ত		১
তন্তুবায়	...	১
সুবর্ণবণিক	...	৫
নাপিত	..	০
কর্ম্মকার	...	০
তিলি	...	১
গোপ	...	২
স্বর্ণকার	...	০
কংসকার	...	১
যোগী	...	০
শৌণ্ডিক	...	১
	মোট	৫৭

কর্ম্মকার	...	০
তিলি	...	১
গোপ	...	১
স্বর্ণকার		০
কংসকার	...	০
যোগী		০
পৌণ্ড্রিক	..	১
		৫০ জন

(১৮৫০)

ব্রাহ্মণ	...	১৫
বৈদ্য	...	৮
কায়স্থ	...	২৪
তন্তুবায়	...	৩
নাপিত	..	৪
কংসকার	..	২
কৈবর্ত্ত	..	৩
	মোট	৫৯

(১৮৫১)

ব্রাহ্মণ	.	১৬
বৈদ্য	.	৮
কায়স্থ	...	৩২
তন্তুবায়	...	৪
নাপিত	...	২

কংসকার	...	০
কৈবর্ত্ত	...	১
সুবর্ণবণিক	...	৬
তিলি	...	১
সংগোপ	...	১
মোদক	...	১
	মোট	৮

(১৮৫২)

ব্রাহ্মণ	...	১৫
বৈদ্য	...	৯
কায়স্থ	...	৩০
তন্তুবায়	...	৬০
নাপিত	...	১
সুবর্ণবণিক	...	৩
সংগোপ	...	১
মোদক	...	-
		৬৬
	মুসলমান	৪

কৃষ্ণনগর কলেজ।

ছাত্রদিগের সংখ্যা।

১৮৫০ সাল।

ব্রাহ্মণ	...	১২
রাজপুত	...	১২

বৈদ্য	...	৭
কায়স্থ	...	৪
কুম্ভকার	..	৩
তিলি	...	৫
মোদক	...	২
নাপিত	...	৬
কৈবর্ত্ত	...	৩
শুরী	...	১
স্বর্ণকার	...	১
যোগী	...	১
সূত্রধর	...	১
খৃষ্টান	...	১১
মুসলমান	...	৫
উগ্রক্ষত্রীয়	..	২
	মোট	২১৫

(১৮৫১)

ব্রাহ্মণ	...	১২০
রজপুত	...	৯
বৈদ্য	...	৬
কায়স্থ	..	৫১
কুম্ভকার	...	২
তিলি	.	৫
মোদক	..	২
নাপিত	...	১

কৈবর্ত্ত	...	১
সুরী	...	১
স্বর্ণকার	..	১
যোগী	..	১
সূত্রধর	..	১
খৃষ্টান	...	১
মুসলমান	...	৭
	মোট	১১১ জন.

মেডিকেল কলেজ (পারদর্শিতানুসারে ১৮৪২)

১। সাতকড়ি দত্ত ... সুবর্ণবণিক।

২। গোবিন্দচন্দ্র দাস ... ঐ

৩। কালীকৃষ্ণ নন্দী ... তিলি।

৪। তারাচাঁদ পাইন ... সুবর্ণবণিক।

৫। চন্দ্রকিশোর হালদার A very good attentive Student. তন্তুবায়

৬। হারান চন্দ্র দাস ... ঐ

৭। ব্রজমোহন সেট ... ঐ

৮। শ্যামচরণ দে An excellent and industrious Student কায়স্থ

৯। পরমেশ্বর দাস An excellent and industrious Student রজক।

১০। দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় .. ব্রাহ্মণ।

১১। ইনায়েত হুসেন ..

BENGALI CLASS.

৫২ ৫৩

ব্রাহ্মণ	..	১৬
কায়স্থ		৫
বৈদ্য	..	১৬
সুবর্ণবণিক		২
		৩৯

ফরিদপুর স্কুল।

(১৮৪২

ব্রাহ্মণ	..	২৭
রাজপুত	...	১
বৈদ্য	.	৮
কায়স্থ	...	৩৩
বণিক		১
সাহা	...	২
		৭২

ছাত্রদিগের অভিভাবকদিগের অবস্থা

ঢাকা জেলা।

(১৮৫৫)

জমীদার		৭৪
তালুকদার	..	২৬
প্রজা (undertenants)		১৩

ডেপুটি কলেক্টর, মুনসেফ	৬
সেরেস্তাদার, উকীল, আমলা	৯০
মোক্তার	৪১
বণিক ও ব্যবসাদার	৮
ডাক্তার শিক্ষক ইত্যাদি	২৯
কারিগর	৪
দোকানদার .	১৮
অজ্ঞাত	৫০

হিন্দু	...	৩৬১
মুসলমান	...	[illegible]৯
খৃষ্টান	...	১৮
		৪১৯

রামপুর বোয়ালিয়া (রাজসাহী জেলা)

জমীদার ও তালুকদার		৫
আমলা, উকীল	..	৩১৯
কৃষক	...	৪২
দোকানদার	.	৩২
অজ্ঞাত	..	৭৮
		৪৭৬
হিন্দু	...	৪৬১
মুসলমাম	...	৭
খৃষ্টান	..	৭

ত্রিপুরা (TIPPERAH) জেলা।

জমীদার	...	৭
কৃষক	...	৬
মুনসেফ	...	২
শিক্ষক	...	২
আমলা	...	৩৪
উকীল	...	৮
পুরোহিত	...	১
কবিরাজ	...	৪
ব্যবসাদার	..	৪
জমাদার	...	২
দোকানদার	...	২
চাপরাসী	...	২
		৭৪

হিন্দু	...	৬৬
মুসলমান	...	৬
খৃষ্টান	...	২

চট্টগ্রাম।

ডেপুটি কলেক্টর		৬
মুনসেফ	...	২
দারোগা	.	৯
তহশীলদার	...	৬
জমীদার	...	৩২
ইজারাদার	...	১

ব্যবসাদার	...	৪
দোকানদার	...	২
স্কুল মাষ্টার	.	৭
আমলা	...	৪৩
উকীল ও মোক্তার		২৮
মুহুরী	...	৪
কেরানি	..	১৩
সারেং	..	১
নিমকি সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট		১
ডাক্তার	...	৫
ওভারসিয়ার	...	১
পুরোহিত	...	২
জমাদার	...	২
		১৬৯

শিক্ষার অভিপ্রায় ও চাকরা।

এদেশীয় বালকদিগকে কি কারণে শিক্ষা দেওয়া হইবে এ সম্বন্ধে অনেক সময় অনেক মত প্রকাশ হয়, তাহা পূর্ব্বে দিয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কিছু পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে এদেশের কর্ম্মচারীগণ কিরূপ চিন্তা করিতেন তাহা বুঝিবার নিমিত্ত ১৮৫০ সালে বেথুন সাহেব ঢাকায় যে বক্তৃতা দেন তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শিক্ষার উদ্দেশ্য।

Mr. Bethune's Speech at Dacca.

"I learn that an opinion has been promulgated by a leading member of the Government, by a man of great ability, high station, and much influence in the councils

of that Presidency that the great use of our educational establishment is to improve the subordinate classes of officers in the public service and that all system, are erroneous which do not bear steadily in view, this their main purpose".

*   *   *   *

The Government of India have in view a purpose more worthy of the rulers of a mighty empire : they seek, and it is my joy and pride to be allowed to act under their orders in that good work, to raise the moral and intellectual character of the people of India. From the time when these questions first came to be discussed, they have clearly explained their designs and wishes in a series of consistent and enlightened despatches. I have not here the means of referring to all that has been written on this important subject ; but I find some extracts, quoted in one ef our reports, from which I will read to yon a few passages, which will clearly show that my view on the matter is in strict conformity with theirs, in all that I have said to you to day. In a despatch sent to the Government of Madras so far back as the year 1830, I find these words :—

"By the measures originally contemplated by your Government no provision was made for the instruction of any portion of the natives in the higher branches

of knowledge. A further extension of the elementary education which already existed, and an improvement of its quality by the multiplication and diffusion of useful books in the native languages, was all that was then aimed at. It was indeed proposed to establish at the Presidency a central school for the education of teachers ; but the teachers were to be instructed only in those elementary acquirements which they were afterwords to teach in the Tahsildaree add Collectorate Schools. The improvements in education, which most effectually contribute to elevate the moral aud intellectual condition of a People, are those which concern the education of the higher classes of the persons possessing leisure and natural influence over the minds of their countrymeu. By raising the standard of instruction among these classes, you would eventually produce a greater and more beneficial change in the ideas and feelings of the community, than you can hope to produce of acting directly on the more numerous class. You are, moreover, acquainted with our anxious desire to have at our disposal a body of natives, qualified by their habits and acquiremens to take a larger share, and occupy higher situations in the civil adminstration of their country, than has hitherto been the practice under our Indian governments."

এ সম্বন্ধে ১৮৩৫ সালে সাধারন শিক্ষা সভার (General Committee of Public Instruction) মন্তব্য হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"The superior Education imparted at the Government Seminaries ought to be made available to the fullest practicable extent for the improvement of the Revenue and Judicial Adminstration, and it is obvious that the patronage of Government could react upon the Seminaries and stimulate the students to increased exertions.

What is at present most required is the establishment of some regular channel, through which the most distinguished students could obtain admission into the Public services, without having to go through the ordeal of a long attendance at the Courts of Justice and the Revenue offices, which may oblige them to court the favor of the ministerial officers, and often to become dependent on them."

(Report of Genreal Commitee of
Public Instruction 1835.)

লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪ সালে ডিসেম্বর মাসে শিক্ষা ও চাকরী সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহার বিপক্ষে তৎকালীন ইউরোপীয় বালকদিগের নিমিত্ত স্কুলের অধ্যক্ষ্যগণও পাদ্রী ডফ্ প্রমুখ পাদ্রীগণ আপত্তি করেন, সে কথা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে লিখিয়াছি। ডাক্তার ডফ্ কি কারণে প্রতিবাদ করেন তাহা নিম্নে দিলাম।

DR. DUFF'S LETTER.

"First—That the fact that all the leading examiners are Government men without the presence of any representative of Christian Institutions, is well fitted to excite unpleasant apprehensions of a very obvious kind ; and secondly, the fact that they are not professional educationalists, but unprofessional amateurs, is calulated to awaken doubts of their aptitude, of competency, skilfully to elicit the varied scholarship or the proportionate value of the scholaship so elicited".

* * * *

13. "He (Dr. Duff) then intimates that no objection is taken to the amount and extent of learning mentioned in the Council's standard, but that the nature and quality of the subjects chosen operate practically to exclude all out-candidates from a fair and equal competition with the scholars of Government Colleges.

14. "He repeats the statement of the Resolutions, that the Government schools restrict pupils to secular English literature and science, while the others superadded a large portion of purely Christian literature ; and declares that is to the number of really useful subjects taught, the latter is by far the most comprehensive course, including many subjects which constitute the most massive and important portions of

genuine English literature; that a half, a third, or a fourth part of the pupil's time in Christian schools is occupied with edifying subjects, which are totally excluded from the others. He illustrates this position by comparison of the books studied in the department of English literature in each kind of Institution and enquires how it can be expected that one set of students can submit to the indignity and degradation of being rejected as inferior and unworthy because of the application of a narrow and inadequate test; when in reality they may be vastly superior, as regards really useful and ennobling scholarship and vastly more worthy as regards their settled principles of life and conduct, He further states that, for these reasons, many persons considered the original promulgation of the plan as a real though unintended affront".

"15. He admits, however, in a separate communication to the Secretary that, in his opinion, the Government Schools can not be conducted on other principles than those on which they now stand, and hence probably he was led to the recommendation which concludes this statement, that all Government direct interference with education should be withdrawn and the funds devoted to its encouragement, distributed among Private Institution". (Report-Public Education).

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে চাকরি সম্বন্ধে লর্ড হার্ডিঞ্জের মন্তব্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি। পরীক্ষার ফলানুসারে কর্ম্মপ্রার্থীদিগের নাম তালিকাভুক্ত হইত। কর্ম্ম খালি হইলে তাহারা চাকরি পাইত। আট বৎসর পর্য্যন্ত যাহাদিগের নাম এইরূপ তালিকাভুক্ত হইয়াছিল তাহাদের নাম নীচে দিলাম। তার পর এ প্রথা উঠিয়া যায়।

List of distinguished students, according to the Governor-General's Resolution of 10th October 1844.

1845.

First Class.

Hurry Mohun Chatterjee, (1) Nauruttom Mullick, (2)	Hooghly College

Second Class.

Nobin Chunder Dass, (3) Juggessur Ghose, (4) Juddonath Doss, (5) Ganga Charan Saha, (6) Guru Charan Chatterjee, (7) Guru Charan Doss, (8)	Hooghly College

1. Dead.
2. Moonsiff, Naraingunge, Dacca.
3. Head Master, Baraset School, salary 150 rupees.
4. Librarian, Hooghly College' salary 50 rupees.
5. Dead.
6. First Master, Junior Department, Berhampore College, salary 100 rupees.

1846.

First Class.

Issur Chunder Mitter (1) ... Hindu College.

Second Class.

Chunder Seekur Guptoo (2) ... Hooghly College.

Gopal Lall Roy (3) ... Hindu College.

Chundee Churn Shome (4)

Dwarkanath Chakrabartty (5) Hooghly College.

Dinobundo Dey (6)

Bonomally Mitter (7) Hindu College.

An Assistant in the Bengal Office. (1)

Assistant in the Adjusting Department of the Calcutta Mint. (2)

Dead. (3)

Dead. (4)

Head Master, Dinagepore School, Salary 150 rupees. (5)

Conservancy Commissioner. (6)

Head master, Burrisul School ; Salary 150 rupees.(7)

Satcowry Roy (8) ... Hooghly College.

Sibnarain Dutt (9) ... Hindu College.

Calachand Bose (10) ... Hooghly College.

8 Writer in the Hooghly Local Agency, Salary 60 ruppees.

9.

10 Mercantile employment, Ghazeepore.

1847.

First Class.

1.	Juggodishnath Roy,	...	Hindu College.

Second Class.

	Rajkissore Ghose	...	Hindu College
2.	Kedarnath Sen		
3.	Greesh Chunder Mitter		
4.	Prankristo Ghose	...	Hooghly College
	Issur Chunder Dass		
5.	Hurry Dass Ghose		
6.	Luchman Sett	..	Hindu College
	R. Twidale	...	Hooghly College.

1. Sherishtadar of the Western Salt Chowkies, Salary 100 Rupees.

2. Surveyor General's office, Salary 40 Rupees.

3. Writer in the office of Governor General's Agent, Chota Nagpore.

4. Writer under the Local Agent at Hooghly. Salary 50 Rupees.

5. Second Teacher, Baraset School, Salary 50 Rupees.

6. Employed in the General Treasury.

1848.

First Class.

1. Prosunno Coomar Surbadicary ... Hindu College.

Second Class.

2. Greesh Chunder Bose ... Hindu College.

3. Gopal Chunder Bhutto ... Hooghly College.

Greesh Chunder Ghose ... Hindu College.

1. Professor of Literature, English Department, Sanscrit College, Salary 100 Rupees.

2. Head Writer, Salt Agency, Tamlook.

3. Darogah, Salt Chowkies, Howrah Salary 30 Rupees.

1849.

First Class.

1. Hurro Gobind Sen ... Hindu College.

Second Class.

Radanath Bose
2. Roymohan Bose
3. Gobind Lall Ray } ... Hindu College

1. Head Master, Bauleah School, Salary 150

2 Dead.

3. Employed in the General Treasury.

1850.

First Class.

Cally Prosunno Dutt ... Hindu College

Second Class.

(1) Ramsunker Sen. ... } Dacca College
Omachurn Banerjee ... }

(2) Harendro Krishna Deb ... Hindu College.

Kristo Chunder Dutt, ... Dacca College.

(3) Jadoonath Ghose, ... Hooghly College.

1. Head Master, Chittagong School, salary 150 Rupees.

2. Deputy Magistrate, Bauleah.

3. Writer in the Executive Engineer's Office at Dinapore, salary 30 rupees.

1851.

First Class.

(1) Sreenath Dass, ... Hindu College.

(2) Kally Prosunno Chatterjee, ... Hooghly College.

(3) Mudusudun Chatterjee, ... Hindoo College.

1. Professor of Mathematics, English Department, Sanscrit College, Salary 100 rupees.

2. First Master, English Department, Sanscrit College, salary 80 rupees.

3. Student, Roorkee College.

1852.

Second Class.

(1) Nilmony Gangooly,	...	Krishnaghur College.
Sreenath Sen, ...	...	

1. Third Master, Junior Department, Berhampur College, salary 60 rupees.

1853.

First Class.

(1) Mohendro Loll Shome,	...	Hindu College.
Dwarka Nath Mitter,	...	Hooghly College.

Second Class.

Poorno Chunder Shome,	...	Hooghly College
Shoseebhushun Bhadoory,	...	Hindoo College.
(2) Kedar Nath Dutt, ...	...	Hooghly College.

1. Teacher of Mathematics in the Hindu School. salary 100 rupees.

2. Second Teacher in the Anglo Persian Department of the Hooghly Mudrissa, salary 50 rupees.

দেশীয় ভাষায় শিক্ষা।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে লর্ড হার্ডিঞ্জের সংকল্পিত দেশীয় শিক্ষা প্রদানের কথা উল্লেখ করিয়াছি। যাহাতে দেশী ভাষায় সহজ ও আবশ্যকীয় জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায়, জেলা মধ্যে এইরূপ স্কুল স্থাপনের ব্যবস্থা হয় ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল "Sound and useful elementary instruction imparted in the vernacular language."

এই সংকল্প অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ করিতে বাঙ্গালা প্রদেশে একশত একটি স্কুল স্থাপন করা স্থির হয়। তখন প্রকৃত শিক্ষা বিভাগ গঠিত হয় নাই। কলিকাতায় General Council of Education ও মফস্বলে Local Commitee শিক্ষাসম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করিত। কলিকাতা. হুগ্‌লি, ঢাকা প্রভৃতি প্রধান সহরে ও জেলার সদরস্থিত জেলাস্কুল, ইহাদের সহিত (Council) কলিকাতাস্থিত শিক্ষা সমিতি ও স্থানীয় সমিতির (Local Committee) প্রধানতঃ সম্বন্ধ ছিল। পল্লীগ্রামে স্থাপিত স্কুল গুলির সহিত বিশেষ দেশীয় ভাষার শিক্ষার সহিত গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদিগের কোন সম্পর্ক ছিল না। লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রস্তাবিত নূতন স্কুল গুলি সদর রেভিনিউ বোর্ডের (Sadar Board of Revenue) অধীনে স্থাপিত হইল। নিয়ম হইল যে প্রতি জেলার কালেক্টার স্বস্ব জেলাস্থিত স্কুল গুলি অন্ততঃ একবার করিয়া বৎসরে পরিদর্শন করিবেন ও সময় পাইলে কমিশনারও সেইগুলিকে দেখিবেন ও তাঁহাদের মন্তব্য Council of Eeducartion এর নিকট পাঠাইবেন। পড়া, লেখা, অঙ্ক, ভূগোল, বাঙ্গলাদেশ ও ভারতবর্ষের ইতিহাস শিক্ষার সামগ্রী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। তখনকার শিক্ষা বিভাগের ইন্স্‌পেক্টর লজ (Lodge) সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া পাঠ্য পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত হইল। সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীতে বর্ণমালা প্রথম দ্বিতীয়ভাগ, তাহার পর নীতি কথা (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ),

মনোরঞ্জন ইতিহাস ও ধারাপাত; সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে (Keith) কিথ্ সাহেবের ব্যাকরণ, হার্‌লে (Harle) সাহেবের পাঠিগণিত ও ইয়েট্ (Yate) সাহেবের রিডার্, মার্সম্যান (Marshman) সাহেবের বাঙ্গালার ইতিহাস ও পাদ্রী পিয়ার্সের (Pearee) এর ভূগোল, পাঠের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইল।

যথাসময়ে গভর্ণর জেনারেলের আদেশ পত্র সদর বোড্ অফ্ রেভেনিউর নিকট পৌছিল ও তাহার সভ্যগণ একর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়া গভর্মেণ্টকে পত্র লিখিলেন। পত্রে তাঁহারা আর একটি কথার উল্লেখ করিলেন।

"The more opulent natives of each district, the Board think might be very usefully stimulated to establish a place under the control of the officers of the Government vernacular schools such as are now proposed at their own expense by being made to understand that one of the surest methods of showing that they merit elevation and distinction from the Government. (G. Plowden, Officiating Secretary to the Sadar Board of Revenue.)

বাঙ্গলাদেশে যে যে স্থানে স্কুলগুলি স্থাপিত হইয়াছিল তাহার তালিকা এই পরিচ্ছেদের শেষে দিয়াছি। কথা হইয়াছিল যে স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে পারিলে গভর্ণমেণ্ট হইতে শিক্ষকের বেতন দেওয়া হইবে। অনেকস্থলেই সাধারণ চাঁদা হইতে স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত টাকা উঠিত। কোথায় বা দুই একজন অর্থশালী ব্যক্তি স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন। স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে গ্রামের কোন ভদ্র লোকের বাটিতে স্কুল বসিত। বর্দ্ধমান, ছোট জাগুলিয়া, রাজপুর প্রভৃতি স্থানে

সাধারণ চাঁদা হইতে স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ হয়। ঢাকা রাজনগরে কালিনাথ সেন নিজ ব্যয়ে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করেন। বাখরগঞ্জের রাজচন্দ্র রায় লাকুটিয়ায়, নাটোরে রাজা আনন্দ নাথ রায়, তাহিরপুরে বীরেশ্বর রায়, সেরপুরে (মৈমনসিংহ) নবকুমার চৌধুরী স্কুল গৃহ তৈয়ার করিয়া দেন. মৌলভি ফৌজল আলী বরিসাল জেলায় গোপালপুরের স্কুলের প্রধান পৃষ্ঠ পোষক ছিলেন। মজিলপুরে রামধন ঘোষের বাটিতে স্কুল বসিত। বুলুয়ার স্কুলগৃহ রাণী কাত্যায়নী নির্ম্মাণ করিয়া দেন "who is well-known by the Government, as a lady who has repeatedly promoted benevolent and useful designes by liberal donations from her private purse."

সময়ে সময়ে স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ লইয়া একটু রহস্য হইত। গভর্মেণ্টের খাস জমীদারিতে কে স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ করিবে তাহা লইয়া প্রশ্ন উঠিত। চট্টগ্রাম বিভাগে রামু পরগনা খাসমহলের অন্তর্গত ছিল। ঐ বিভাগের কমিশনার লিখিলেন ;—

" Mr. Scone (Collector) recommends that this school should be considered wholly a free school. This school is in fact established by the Government as zamindar. In acknowledgment of the priciple that property has it duties as well as right—assuredly it must be a free school. The Government, as the Government may act on the principle that that the lowest scale of education to be really valued must be paid for but as zemindar of Ramoo if we really mean to do good and confer a benefit on our rentpayers we must offer the ehildren of our Ramoo ryots such an education as will be useful to them in

their position without demanding a fee. We had drawn 50,000 rupees per annum from Ramoo each year for these ten years and I feel as against this, our first acknowledgment of owner's duty cannot be dispensed.

স্কুলটি ঐ ভাবে স্থাপিত হয় কিন্তু আক্ষেপের বিষয় প্রথম দিন হইতে একটী বালকও স্কুলে আসে নাই।

উপরে জেলায় কলেক্টার কর্ত্তৃক পরিদর্শনের কথা লিখিয়াছি কি ভাবে পরিদর্শন হইত নিম্নে দুই এক স্থানের পরিদর্শন বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

Bakargange :—

The Collector was not well pleased with the pupils of the Gopalpore school. Three only of the boys of the first class passed a fair examination. The others reflected no crediton the masters. Mr. Read pointed out to the master the faults he observed in the pupils and he looks for an improvement on his next visit in the school.

Mymensing, Nasirabad :—

The Collector took the opportunity of urging upon the master and the boys of the first class the necessity of increased attention to their studies.

Birbhum :—

The Collector visited in February last and reports that the attendance was very small and that only four boys of the school could read at all.......The scanty attendance he ascribed to the circumstance of their being many indigenous schools in the neighbouring villages at

a little distance from Hetampore and has recommended its abolition but as the school was reported last year to be favourably progressing the Board has resolved to give it a further trial (Report of Sadar Board of Revenue).

"The Dhumrya (Dacca) school was visited by the Commissioner who spent some hours in examining the boys there. Of the progress since its first establishment he could form no judgment as he was ignorant of their attainments when admitted but was pleased on the whole with what he had heard and seen."

"The Collector (Murshidabad) had not been able to visit the school at Kandi, during the year. But from what he had heard he was disposed to think that it was in a prosperous condition."

"The collector of Burdwan had not visited the school in his district but the result of two examinations by the Abkari superintendent is stated to be satisfactory."

"The Collector speaks well of this school but I fear it must shortly be closed. It is situated in a valuable pargana, the property of Babu Debendra Ntah Tagore who erected the school house. The whole pargana is now leased te Mr. Delaney who positively refuses to afford any assistance to the school."

১৮ই ডিসেম্বর ১৮৪৪ সালে স্কুল গুলি স্থাপনের নিমিত্ত লর্ড হার্ডিঞ্জ সদর বোর্ড অফ্ রেভেনিউর উপর আদেশ প্রদান করেন। সদর বোর্ড

অফ্ রেভিনিউ ১৮৪৫ সালে জানুয়ারী মাসে বিভাগস্ত কমিশনর দিগকে গভর্ণমেণ্টের আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত বন্দোবস্ত করিতে বলেন। সেই বৎসরই স্থানে স্থানে স্কুল সংস্থাপিত হয়। প্রথম হইতেই তাহাদের উপযোগিতা ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে মতভেদ হয়। যশোহর ও মুর্শিদাবাদ বিভাগে স্কুল গুলি মন্দ চলিত না। পূর্ব্ব ও উত্তর বাঙ্গলায় তত সুবিধা হয় নাই। ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণ পরিদর্শন করিয়া নানাপ্রকার মত প্রকাশ করিতেন। বেহারে স্কুল গুলির অবস্থা এরূপ হয় যে দুই বৎসরের মধ্যেই তাহাদিগকে উঠাইয়া দিতে রেভেনিউ বোর্ড অনুরোধ করেন। কোন কোন কর্ম্মচারী বলিতেন যে কেবলমাত্র জেলার সদরে স্কুলগুলি স্থাপিত হওয়া উচিত। কেহ বলিতেন যে বাঙ্গলা স্কুল উঠাইয়া দিয়া ইংরাজী স্কুল বসান উচিত।

"In the town of Nattore I (Collector visited a native patshala held in a most indifferent shed. It was taught by a Bairagi who received no salary and did not desire the pay of Government. My stopping at the patshala attracted a crowd; and when they learned the object of my enquiry they at once expressed ridicule for the Government institution while they were lavish in the praises of their own. They said that they did not want Government to teach them their own language."

কেহ বলিতেন স্কুল গুলি অবৈতনিক হওয়া উচিত

"It is among the respectable classes of the community here and elsewhere so much an object of merit and social ambition to provide gratis education that they look wlth more than indifferent eyes upon a system which is

opposed to their preconceived opinion. The people are not indifferent to education.

১৮৪৯ সালে স্কুল গুলির উপকারিতা সম্বন্ধে গভর্মেণ্ট মত প্রকাশ করিলেন যে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, প্রত্যেক গ্রামে স্কুল গুলি স্থাপিত হয় নাই। দেশে অনেক পাঠশালা আছে তাহাদের পক্ষে গভর্মেণ্ট স্থাপিত স্কুল গুলি আদর্শ বিদ্যালয় হইবে ইহাই তাহাদের ইচ্ছা।

"It is not the design of these institntions to supply the means of education iu every village. It is a design of the Government to afford models for the mass of schools and to extend generally an improved system of elementary instruction."

এ দিকে স্কুল গুলি একে একে উঠিয়া যাইতে লাগিল। তৃতীয় বৎসরেই তৎকালীন ডেপুটি গভর্ণর মত প্রকাশ করিলেন যে বিদ্যালয় গুলিতে ভাল রকম শিক্ষা দেওয়া হয় না, স্কুলগুলি উঠিয়া যাইবার তাহাই কারণ।

His Honor was disposed to attribute this want of success in the Government establishments to no other cause than the character of the education therein inparted which was in no way superior to that obtained in the indigenous schools.

সেই কারণে উৎকৃষ্টতর শিক্ষাপ্রণালী ও শিক্ষক নিয়োগের নিমিত্ত অনুরোধ করেন।

স্কুল গুলির অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতে লাগিল। অল্প দিনের মধ্যেই অধিকাংশ স্কুল উঠিয়া গেল। ১৮৫২ সালে সদর বোর্ড অফ্ রেভেনিউর কর্তৃত্ব হইতে স্কুলগুলি কাউন্সিল অফ্ এডুকেশনের তত্বাবধানে আসে। তাঁহারা লিখিলেন:—

'Most of the schools appear to be in a languishing state and not to have fulfilled the expectation formed at their formation.

পর বৎসর তাঁহারা লিখেন

"Their present state is very unsatisfactory."

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সময় এ স্কুল গুলি প্রায় সকলই উঠিয়া যায়।

প্রথমে যে সকল পুস্তক পড়াইবার নিমিত্ত স্থির হয় তাহাদের তালিকা পূর্ব্বে দিয়াছি। পরিদর্শন করিয়া জেলার হাকিমগণ অনেকরূপ অনুরোধ করিতেন। কেহবা জমিদারী হিসাব শিখাইতে অনুরোধ করিতেন। কেহ বা বলিতেন জমিজরিপ (mensuration and surveying) প্রভৃতি কার্য্য শিক্ষা দেওয়া উচিত। স্কুলের মাহিনা গ্রহণ সম্বন্ধেও মতভেদ হইত। কি শ্রেণীর বালক পড়িবে সে সম্বন্ধে একমত ছিল না। কেহ বলিতেন মধ্যবিৎ ও ভদ্র শ্রেণীর বালকদের নিমিত্ত স্কুল গুলি স্থাপিত হইয়াছে—কেহ বলিতেন প্রধানতঃ কৃষক শ্রেণীর বালকেরা পড়িবে ইহাই স্কুলগুলি স্থাপনের উদ্দেশ্য। ফল কথা স্কুলগুলির সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারী প্রায় সকল বিষয়েই বিভিন্ন মত প্রকাশ করিতেন।

কি কারণে লর্ড হার্ডিঞ্জের স্থাপিত স্কুলগুলি এত শীঘ্র উঠিয়া গেল সে সম্বন্ধে একটু আলোচনার চেষ্টা করা এককালে নিষ্প্রয়োজন অথবা নিষ্ফল বোধ করি না। প্রথমে শুনিতে কথাটি সহজ। দেশ মধ্যে, দেশীয় ভাষায় শিক্ষা প্রদান করিতে দেশের শাসন কর্ত্তা স্বয়ং উৎসুক হন। সেই উদ্দেশ্যে গুটি কতক বাঙ্গলা স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। জেলার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগের উপর ঐ সব স্কুলের পরিদর্শনের ভার পড়ে। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই স্কুল গুলি উঠিয়া গেল। একে একে কারণ গুলি নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করা যা'ক।

১৮৫৫ সালে ইন্সেপেক্টর অফ্ স্কুল (Inspector of school Woodrow) উড্রো সাহেব তাহাদের সম্বন্ধে লেখেন।

The few vernacular schools established some years ago had been imperfectly superintented and had fallen out of sight and notice. In this most difficult department of our labour, everything has yet to be done and even the principles and the plan on which we should proceed have yet to a great extent to be discovered and determined. দুই বৎসর পরে শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ্য (Director of Public Instruction) মত প্রকাশ করিলেন We have had to contend with great difficulties chiefly on account of diversities of opinion as to the precise system to be pursued.

দেশীয় ভাষায় শিক্ষা বিস্তারের প্রবর্ত্তক ছিলেন তৎকালীন শাসনকর্ত্তা লর্ড হার্ডিঞ্জ। তাঁহার পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা লর্ড ডেলহাউসিরও (Lord Dalhousie) একার্য্যে যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। জেলার এবং বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী স্কুল গুলি পরিদর্শন করিতেন। দেশের লোকও নিতান্ত উদাসীন থাকে নাই। স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ না করিলে স্কুল খোলা হইবে না ইহাই ছিল নিয়ম। সকল স্থানেই হয় কোন অর্থশালী ব্যক্তি অথবা দেশের সাধারণ লোক চাঁদা করিয়া স্কুলের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিত। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে স্কুলগুলি স্থাপিত হইল এ সম্বন্ধে পরিস্কার জ্ঞান কাহারও ছিল না। এ তত্ত্ব সংগ্রহ করিবার চেষ্টা কাহারও হয় নাই। দশ বৎসর পূর্ব্বে ইংরেজ কর্ম্মচারী Adam সাহেব দেশীয় ভাষার শিক্ষা সম্বন্ধে তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কোন অনুরোধই রক্ষা হয় নাই। জেলার হাকিম দেশের শাসন কর্ত্তার নিকট হইতে স্কুল পরিদর্শন করিবার আদেশ পাইলেন। তখন দেশে রেল ছিল

না, রাস্তারও বিশেষ সুবিধা হয় নাই। তিনি কর্ত্তব্য পালনের অনুরোধে বৎসরান্তে একবার নূতন স্থাপিত গভর্ণমেণ্ট পাঠশালায় গিয়া উপস্থিত হইতেন। নিজে পরীক্ষা করিতেন, দেখিতেন ছাত্র নাই অথবা ছাত্রদের সংখ্যা অতি সামান্য। সরকারী কার্য্যের নিয়ম অনুসারে পরিদর্শন করিয়া স্কুল সম্বন্ধে মন্তব্য পাঠাইতেন। মন্তব্য প্রায় প্রতিকূল হইত ও তাহার ফলে স্কুলগুলি উঠিয়া যাইত। স্থল বিশেষে কোন কোন কর্ম্মদক্ষ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দেশের বালকগণের শিক্ষা সম্বন্ধে অভাব কল্পনা করিয়া লইতেন ও সেই অভাব পূরণের নিমিত্ত গভর্ণ-মেণ্টের নিকট তাঁহার মন্তব্যে অনুরোধ করিতেন। নিজের কর্ত্তব্য যেরূপ বুঝিতেন সরকারী কর্ম্মের হিসাবে স্কুল গুলির সম্বন্ধে সেই ভাবে কাজ করিতেন।

তাহার পর দেশের অর্থশালী অথবা সেই সময়ের শিক্ষিত লোক এই প্রকার স্কুলের সম্বন্ধে কি ভাবিতেন তাহা নির্ণয় করা কঠিন। পূর্ব্বে সদর রেভিনিউ বোর্ডের পত্র হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি তাহা হইতে বোধ হয় যে বোর্ডের কর্ম্মচারীগণ ভাবিতেন যে লর্ড হার্ডিঞ্জের আদেশ পত্র তাহাদের হস্তে প্রভুত্ব বিস্তারের এক নূতন কারণ হইল।

"The more opulent natives of each district, the Board think, might be very usefully stimulated to establish a place under the control of the officers of the Government Vernacular Schools such as are now proposed at their own expense by being made to understand that one of the surest methods of showing that they merit elevation and distinction from the Government."

Sd. G. Plowden,
Offg. Secretary to the Sadar
Board of Revenue).

এ প্রশস্ত ইঙ্গিতের অর্থ অনুমান করা কঠিন নয়। অনেক জমীদার অথবা অর্থশালী ব্যক্তি যে নিজ ইচ্ছায় এবং আগ্রহে দেশের হিতের জন্য এইরূপ স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের পরোয়ানা, সাক্ষাৎ সম্ভাষ এবং সুব্যক্ত ইঙ্গিত পল্লীগ্রামের জমীদারের নিকট, স্বাধীন চেষ্টার বিশেষ অনুকূল নহে। এরূপ স্থলে স্কুলের উৎপত্তির সহিত বাধ্যকারী আইনের কথা মনে হয়। তবে তখন আইন পাশ হয় নাই, ইঙ্গিত অথবা হুকুমে কাজ চলিত। এরূপ অবস্থায় জমীদার বা তাহাদের আমলাগণ স্থাপিত স্কুলগুলিকে যে সদয়ভাবে দেখিতেন তাহা আশা করা যায় না।

শেষ কথা যাহারা পড়িবে তাহারা কি প্রকার শিক্ষা চায়, কি উদ্দেশ্যে স্কুলে আসিবে, মাহিনা দিয়া পড়িয়া তাহাদের কি লাভ হইবে, ইত্যাদি তত্ত্ব সংগ্রহ করা কাহারও মনে উদয় হয় নাই। ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ, বিশেষ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট চিরকালই বুঝেন যে তাঁহাদের সহিত দেশীয় লোকদিগের কাজ কর্ম্মের সম্বন্ধ সরকারী নিয়মানুসারে পরিচালিত হয়। দেশীয় সাধারণ লোকের মত নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য কার্য্য, এ শ্রেণীর কর্ম্মচারীগণ কখন ভাবিয়াছেন কিনা এরূপ উদাহরণ মনে হয় না; অন্ততঃ শিক্ষা সম্বন্ধে দেশের লোকে কি চায় এতত্ত্ব কখনও সংগৃহীত হয় নাই।

জেলার সদরে ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিত উকিল এবং আমলা এবং অপরাপর কর্ম্মচারীগণ; ইহারাই হইতেন প্রধান উদ্যোগী। প্রধানতঃ তাহাদিগের ছেলেরাই এই সকল স্কুলে পড়িত। স্কুলে পড়িয়া তাহারাই আবার উকিল, আমলা ও কর্ম্মচারী হইত। এস্থলে উদ্দেশ্য ও উপায় উভয়ই স্পষ্ট করিয়া বুঝা যায়। সুদূর পল্লীগ্রামে অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত লোকদিগের ছেলেরা কি উদ্দেশ্যে লেখা পড়া শিখিতে চায় কি প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইবে লেখা পড়া

শিখিলে কি ফল হইবে বিচার করিয়া বুঝাইবার, এবং পথ নির্ণয় করিবার লোকও ছিল না। আমলা উকীলেরা নিজেদের ছেলেদের শিক্ষা লইয়াই ব্যস্ত থাকিত। পাড়াগাঁয়ে কৃষকের ছেলেদের শিক্ষার কথা ভাবিবার কাহারও ইচ্ছা বা অবসর থাকিত তাহা বোধ হয় না।

লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন আদেশ প্রদান করেন, তখন তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধারণ ভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন। যে শিক্ষা কাজে আসে (Sound and useful elementary knowledge) সেই শিক্ষা প্রদানের কথা বলিয়াছিলেন। আমাদের দেশে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এ কথার অর্থ এখন পর্য্যন্ত আমরা বুঝিতে পারি নাই। যেখানে জেলা স্কুল অথবা ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হইত সে স্থলে প্রয়োজনের অর্থ অনুমান করা কঠিন নহে। চাকরী, ওকালতী বা তদনুরূপ কোন উপায়ে অর্থোপার্জ্জন ইহাই ছিল প্রয়োজন। বাঙ্গলা স্কুলে নূতন প্রণালীতে বাঙ্গলা শিক্ষার অভাব তখন কেহও বুঝিতে পারে নাই। এখনও বুঝিয়াছে কিনা সন্দেহ। সকল দেশেই শিক্ষার উপকারিতা বুঝাইবার ও শিক্ষা প্রদানের ভার, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় গ্রহণ করে। যে কয়জন সে সময় অল্পবিস্তর ইংরেজী শিখিয়াছিলেন তাঁহারা যে এ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেন তাহার কোন প্রমান পাওয়া যায় না। এ ভার পড়িল ইংরেজ কর্ম্মচারীর উপর। তাঁহারা জেলার অথবা দপ্তরের অপরাপর কর্ম্ম যে ভাবে করিতেন এ কর্ম্মও সেই ভাবে করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে স্কুলে ছেলে আসে না, রিপোর্ট করিলেন যে এদেশের লোকেরা এরূপ স্কুল চায় না; তাহার ফলে স্কুলগুলি উঠিয়া গেল।

কথাগুলি একত্র করা যাক। পল্লীগ্রামের লোকদিগের যে শিখিবার ইচ্ছা ছিল না তাহা নহে। শিক্ষার্থীর অভাব এ দেশে কখনও হয় নাই।

শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য কর্ম্মচারীগণ যে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতেন তাহাও বোধ হয় না। যে আয়োজন হইয়াছিল তাহাও অতি সামান্য। আকায়াব (Akyab) ও আসাম হইতে আরম্ভ করিয়া বক্সর (Buxar) ও উড়িষ্যার প্রান্ত পর্য্যন্ত দেশের মধ্যে একশত একটি স্কুল খুলিবার আয়োজন হয়। এদেশে তখন পাঁচকোটীর উপর লোকের বাস। অনেক জেলায়, যেমন ফরিদপুর, একটিও স্কুল স্থাপিত হয় নাই। সমগ্র বাঙ্গলা বিভাগে ছাত্র সংখ্যা কখনও দুই সহস্র হয় নাই। সকল স্থানেই দেশের লোক অর্থ দিয়া স্কুল গৃহ নির্ম্মাণ করে। গভর্ণমেণ্টপক্ষ হইতে অর্থ সাহায্য অতি সামান্যই ছিল।

এসব সত্ত্বেও যদি দেশের লোক স্কুলগুলির উপকারিতা বুঝিত অথবা যাহা তাহাদের প্রয়োজন তাহা অন্ততঃ কতকাংশে পাইত তাহা হইলে স্কুলগুলি চলিত। অনেক স্থলে তাহাদের বুঝিবার শক্তি ছিল না। সকল দেশে এ কর্ত্তব্য দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় গ্রহণ করে। আমাদের দেশে এ ভার কেহ গ্রহণ করে নাই। স্থানে ২ গ্রামবাসীগণ নিজেদের অভাব জ্ঞাপন করিয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাতে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। দেশের শাসনকর্ত্তার আদেশ প্রতিপালনের ভার পড়িল জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের উপর। তাঁহারও যে ভাবে সকল সরকারী কাজ করেন এ কাজও সেই ভাবে করিলেন পরিদর্শন করিলেন, রিপোর্ট লিখিলেন, ও অতি শীঘ্রই স্কুলগুলি উঠিয়া গেল।

লর্ড হার্ডিঞ্জের স্থাপিত বাঙ্গলা স্কুল।

(১৮৪৫ সাল)

জেলা বাঁকুড়া—সোনামুখী, বিষ্ণুপুর।

" বারাসত—জাগুলিয়া, ছোট জাগুলিয়া।

বৰ্দ্ধমান— কালনা, জামালপুর, মামুদপুর ।

হুগলি—বৈঁচি, কোন্নগর, মানকুণ্ড ।

যশোহর—লোহারগড়, রারুলি, মাগুরা ।

নদীয়া—সুখসাগর, গোবরডাঙ্গা, শান্তিপুর ।

রঙ্গপুর—কুন্তি, পুরনভাগ, বগুড়িয়া ।

ভাগলপুর বিভাগ ।

দিনাজপুর—দিনাজপুর ।

মালদহ মালদহ, সবিগঞ্জ ।

কটক বিভাগ ।

মেদিনীপুর—মেদিনীপুর, পিঙ্গলা, গগনেশ্বর ।

চট্টগ্রাম বিভাগ ।

চট্টগ্রাম—পত্নরা, কালীপুর, রামু ।

ত্রিপুরা—থোরলা, কশবা, বড় কামটা ।

বুলুয়া —নোয়াখালী ।

২৪ পরগনা—মজিলপুর, রাজপুর, মনিরামপুর ।

ঢাকাবিভাগ ।

বাখর গঞ্জ —বানরীপাড়া, লাকুটিয়া ।

ঢাকা —লোহাজঙ্গ, ধুমড়িয়া, নারায়নগঞ্জ ।

মৈমন সিংহ —গৌরীপুর, নসীরাবাদ, সেরপুর, সন্তোষ ।

শ্রীহট্ট—নবীগঞ্জ—জয়ন্তীয়া, ছাতক ।

মুর্শিদাবাদ বিভাগ ।

বীরভুম—হেতমপুর ।

বগুড়া—বগুড়া ।

মুর্শিদাবাদ—সেরপুর, সৈদাবাদ ।

রাজসাহী—জঙ্গীপুর, বোয়ালিয়া, নাটোর, তাহিরপুর, পুটিয়া ।

শিল্প বিদ্যালয়।

এদেশের কারিগর শ্রেণীর বালকদিগকে শিল্প শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে ১৮৫৪ সালে কলিকাতা সহরে এক সমিতি গঠিত হয়। সমিতির উদ্দেশ্য স্থির হইল যে দেশমধ্যে কারিগরী ও শিল্প শিক্ষার নিমিত্ত অনেকগুলি বিদ্যালয় খুলিতে হইবে।

"Shall be the establishment and maintenance of the schools (not one school) in which instructions of a practical kind shall be given."

আরও স্থির হইল যে স্কুলগুলিতে যে সকল সামগ্রী প্রস্তুত হইবে সেই সকল বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ হইবে তাহা হইতে যথা সম্ভব স্কুল প্রতিপালনের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে।

সভাতে ইংরেজ বাঙ্গালী উভয়ই সদস্য ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কর্ণেল গডউইন (Col. Godwin R. E.) হডসন প্র্যাট (Hodson Pratt) রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ, হীরালাল শীল ইঁহাদের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। H. Scott Smith বলিয়া শিক্ষা বিভাগের একজন কর্ম্মচারী ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হ'ন। প্রথমে নিম্ন লিখিত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে স্থির হইয়াছিল।

(1) Elementary drawing. Drawing from models and Natural objects and architectural drawing.

(2) Etching and engraving on wood, metals and stone.

(3) Modelling including pottery.

১৪ই অগাষ্ট ১৮৫৪ সালে রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহের অট্টালিকায় স্কুল খোলা হয়। যেই বৎসর নভেম্বর মাসে স্কুলটির বাস গৃহ সহর হইতে দূর হওয়াতে হীরালাল শীল (মতি শীলের জ্যেষ্ঠ পুত্র) তাঁহারই একটি গৃহ

স্কুলের ব্যবহারের নিমিত্ত দান করেন। দুই বৎসর পর্য্যন্ত কোন ভাড়া লইতেন না, তাহার পর নাম মাত্র ভাড়া নির্দ্ধারিত হয়।

১৮৫৫ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে স্কুলের সংশ্লিষ্ট একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় খুলিবার কথা হইয়াছিল কিন্তু এ প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ পরিত্যক্ত হয়। সেই বৎসরের আরম্ভে ইংলণ্ড হইতে একজন কাঠের খোদাই শিখাইবার নিমিত্ত শিক্ষক আনা হয়। ঐ বৎসরই স্থির হয় যে স্কুলের তিনটি বিভাগ হইবে—

1. Modelling and Moulding Department.
2. Engraving and Lithographic Department.
3. Department of higher Drawing and Printing.

এতদ্ব্যতীত Photographic printing শিখাইবারও বন্দোবস্ত হয়। ইট গড়ান শিখাইবার কথা উঠে—স্থির হয় যে স্কুলে এ বিষয় শিক্ষা না দিয়া পাথুরেঘাটায়—("where pottery clay is abundant") ইহার নিমিত্ত একটি স্বতন্ত্র স্কুল খোলা হইবে। এরূপ স্কুল কখন গঠিত হয় নাই। উপরে যে তিনটি বিভাগের কথা বলিলাম নিয়ম হইল যে ছাত্রেরা শিখিবার নিমিত্ত প্রতি বিভাগে আড়াই টাকা করিয়া মাসিক বেতন দিবে। তবে তাহাদিগের কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সামগ্রী বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ হইবে তাহার এক অংশ তাহারা পাইবে।

যখন স্কুল গুলি খুলিবার প্রস্তাব হয় তখন স্থির হইয়াছিল যে সাধারণ হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া স্কুলের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। প্রথম দুই বৎসর মাসে ২ প্রায় ২০০৲ টাকা চাঁদা উঠিত, তদ্ব্যতীত এককালীন দান হইতেও কিছু টাকা জমে। দুই বৎসরের পর চাঁদার টাকা অনেক কমিয়া যায়। পরে গভর্মেণ্টের সাহায্য স্কুল প্রতিপালনের প্রধান অবলম্বন হয়। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের সময় গভর্মেণ্ট হইতে Grant-in-aid হিসাবে মাসিক ৬০০৲ টাকা দেওয়া হইত।

প্রথম বৎসর যখন স্কুলটি খোলা হয় তখন ২৬৩ জন ছাত্র ভর্ত্তি হয় কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাদের অধিকাংশ ছাড়িয়া দেয়। বৎসরের শেষে ৫৩ জন মাত্র ছাত্র ছিল। গড়ে ৬০ জন করিয়া ছাত্র পড়িত। ১৮৫৪ সালে অগাষ্ট মাসে স্কুলটি স্থাপিত হয়। ১৮৫৮ সালের এপ্রিল মাসের শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ৫০৪ জন ছাত্র ভর্ত্তি হয়।

ইউরোপীয়—২
ফিরীঙ্গি—১৩৭
বাঙ্গলী হিন্দু—৩৫৬
বাঙ্গালী মুসলমান ৭
হিন্দুস্থানী—২

মোট ৫০৪

উপরে লিখিয়াছি প্রথম দুই বৎসর সাধারণে যথেষ্ট সাহায্য করিত। ইংলণ্ড হইতে ২৫০৲ টাকা বেতনে ড্রইং ও উড্ এন্‌গ্রেভিং শিখাইবার নিমিত্ত একজন শিক্ষক আনা হয়। ১৮৫৮ সালে জুলাই মাসে Moulding ও Modelling শিখাইবার নিমিত্ত আর একজন ইউরোপীয় শিক্ষক M. Regaud নিযুক্ত হয়। সেই সময় হইতেই স্কুলের অবস্থা হীন হইয়া আসে। ১৮৫৮ সালে পরিদর্শক Lt. Williams স্কুল পরিদর্শন করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন :—

I am disposed to recommend Government to undertake the entire management of the school connecting it perhaps in some way with the C. E. College and looking to it to ultimately become a normal school for native drawing masters.

যে লোকটি Moulding ও Modelling শিক্ষাদিতে আসিয়াছিলেন

তিনি যতদিন ছিলেন ছাত্রদিগের বিশেষ উপকার হইয়াছিল। তিনি ১৮৫৮ সালের শেষে কার্য্য পরিত্যাগ করেন ও সেই সঙ্গে ক্লাসটি ও বন্ধ হইয়া যায়। ১৮৬০ সালে স্কুলের পরিচালকগণ একটি কুম্ভকারের ক্লাস খুলিতে মনস্থ করেন। ১১৮০ টাকা খরচ করিয়া একটি চুলা (Furnace) নির্ম্মাণ হয়। শিক্ষাদিবার নিমিত্ত একজন ইউরোপীয় ও একজন দেশীয় কুম্ভকার মাদ্রাজ হইতে আসে। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই কিন্তু উইরোপীয় কুম্ভকারটির মৃত্যু হয় ও পাণের ভয়ে মাদ্রজীটী স্বদেশে ফিরিয়া যায়। কাঠে খোদাই কার্য্যের ও বিশেষ সুবিধা হইত না। ১৮৬০ সালে ঐ শ্রেণীর সকল ছাত্র স্কুল ছাড়িয়া দেয়। তাহারা বলে যে বাহিরে কাজ করিলে অধিক উপার্জ্জনের সম্ভাবনা হয়। ঐ বৎসরই চিত্রশিক্ষা (drawing and oil painting) শ্রেণী বিশেষ উন্নতি লাভ করে। ৪২ জন বালক এই কার্য্য শিখিত।

স্ত্রী শিক্ষা।

এ দেশে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে নানা প্রকার কিম্বদন্তি আছে। অনেকের মনে বিশ্বাস, যে এ সম্বন্ধে বেথুন সাহেব পথ প্রদর্শক ও তাঁহারই চেষ্টায় ও উদ্যোগে এদেশে প্রথমে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কথাটি অমূলক।

পূর্ব্বের এক পরিচ্ছেদে লিখিয়াছি যে রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটীর নাট মন্দিরে পাঠশালার গুরু মহাশয় ও বালকগণের পরীক্ষা, ও পারিতোষিক বিতরণ হইত। সেই সময় বাঙ্গালী বালিকাদিগকে ও পারিতোষিক দেওয়া হয়। ইহা একবার মাত্র হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এ কার্য্যে মিশনারীগণই বিশেষ উদ্‌যোগী ছিলেন। তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বাঙ্গালীউদ্যোগ-কারীগণ সত্বরে বুঝিতে পারিয়াছিলেন ও সেই কারণে তাঁহারা এ বিষয়ে মিশনারীগণের সহিত সম্পর্ক শীঘ্রই পরিত্যাগ করেন।

এ দেশে স্ত্রী শিক্ষা কোন কালেই একেবারে অপরিচিত নহে। অনেক বাঙ্গালী গৃহে স্ত্রীলোকেরা লিখিতে পড়িতে শিখিত। স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক কবিতা শ্লোক রচনা এক কালে অবিদিত সামগ্রী নয়, অনেক স্থলে বৈষ্ণব রমণীগণ গৃহস্থের গৃহে বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিত। তবে ইংরেজী হিসাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদান পূর্ব্বে কেহ চেষ্টা করে নাই, যে চেষ্টা পরে হইল।

যখন সকল ভদ্র গ্রামে ইংরেজী স্কুল স্থাপনের চেষ্টা হইতেছিল সেই সময় অনেক স্থানেই বালিকা বিদ্যালয় খুলিবার প্রস্তাব হয়। কোন্ গ্রামে প্রথমে এইরূপ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন; করিতে পারিলেও বিশেষ ফল হইবে না। বারাসাতে প্রথমে বালিকা বিদ্যালয় গঠিত হইয়াছিল ইহাই সাধারণের ধারণা; কথাটীও সত্য কালিকৃষ্ণ মিত্র ছিলেন এই কার্য্যেরপ্রধান উদ্যোগী। পিয়ারী চরণ সরকার, সুখময় বন্দোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র রায়, কালিপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র মিত্র, দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় তাঁহারা উঁহাদের সহোযোগী ছিলেন। নিঃস্ব বালকদিগের নিমিত্ত ইঁহারা বারাসতে একটি অবৈতনিক স্কুল খুলেন ও গভর্ণমেণ্টের নিকট ঐ স্কুলটী চালাইতে সাহায্য প্রার্থনা করেন। গভর্ণমেণ্ট সাহায্য দানে অস্বীকৃত হন তবে বালিকা বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে কালিকৃষ্ণ মিত্র ও তাঁহার সহযোগীগণকে জানান হইল যে যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়টি জীবিত থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত ইহার অভিভাবকগণ ৬০টি করিয়া দরিদ্র বালক মনোনীত করিতে পারিবেন ও সেই বালক গুলি বিনা বেতনে গবর্ণমেণ্ট স্কুলে পড়িতে পারিবে।

শিক্ষা সম্বন্ধে পশ্চিম বাঙ্গলায় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার ভ্রাতা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই দুই জনের নাম শীর্ষস্থানীয়। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে এসম্বন্ধে শিক্ষাসমিতির নিকট তাঁহারা যে পত্র লিখেন ও তাহার উত্তর

নিয়ে দিলাম। বেথুন সাহেবের নামে যে বালিকা বিদ্যালয়টি আছে তাহা বারাসতে স্থাপিত বালিকা স্কুলের পরে স্থাপিত হয়।

In August 1849, the Council (General Council of Education) received the following communication from Baboos Joykissen and Rajkissen Mookherjee, relative to the establishment of a female school at Ooterparah near Howrah.

Proposal to establish a female school at Ooterparah.

" Relying upon the hopes of assistance held out by the Council in your letter No. 46, dated 11th June 1845, we have been enabled at last to mature our plan for female education and have now the pleasure to submit the following proposal for the favourable consideration of the Council of Education.

" It has been observed by persons who have discussed the subject that insuperable obstacles exist in the way of educating the females of India until some great change takes place, in the social condition of the country, and the utter impossibility is maintained in imparting education to the females of the respectable portion of the community under the peculiar manners, customs and habits of the people of India.

" The education of the females of India, however, has not yet gone through that ordeal of actual experiment, which would enable us to form a fair criterion

of the value of opinions expressed unfavourably to a subject of such importance.

"Many respectable people of this neighbourhood concur with us in thinking that if an experimental school for the education of female children should be established here under the patronage of Government, it may, if successful, eventually lead to the establishment of others all over the country. We therefore beg to propose to place in the hands of Government, landed property yielding a clear monthly income of 60 rupees provided the Government will pay a like sum for the furtherance of the object—the cost of the building will be about 2,000 rupees, which shall be equally borne by the Government and ourselves.

"We will also give a suitable piece of land for the erection of a school-house. We beg to subjoin a list of monthly expenditure prepared after due enquiries for the information of Government.

1 Head European Mistress	..	Rs.	80
1 Old Pundit ...	..	"	15
1 Female servant ...	..	"	4
1 Male servant ...	..	"	4
Books and stationery	..	"	7
Working materials such as wool, cotton, and paint &c.	..	"	10
		Rs.	120

"We need hardly add that, to ensure success, the proposed institution should not be only free of expense to the pupils, but also the whole of the things worked by them should be given them gratis, independent of prizes, which particular individuals may earn by their own exertions.

"The course of study should be confined, to drawing, and needle-work, with this proviso that English education should be imparted to such of the pupils, whose parents or guardians may desire it by written application." (Education Report—1849).

প্রত্যুত্তরে শিক্ষা সমিতি উত্তর প্রদান করিলেন ঃ—

"They regretted that the existing state of the education funds would not permit them to entertain the proposal submitted."

এদেশে সকল প্রকার শিক্ষা বিস্তারের নিমিত্ত লড হার্ডিঞ্জ বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। বাঙ্গালাস্কুলস্থাপণের কথা যথাস্থানে লিখিয়াছি। তাঁহার পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা লর্ড ডেলহাউসি কিছুপরিমাণে সেই ভাব রাখিয়া ছিলেন। স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহা হইতে এদেশের উন্নতির সহিত তাঁহার সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যাইবে। তবে কোনও প্রকার শিক্ষা বিস্তারের সহিত সাধারণ এংলো-ইণ্ডিয়ান কর্ম্মচারীদিগের যে কোন কালে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাহার প্রমান পাওয়া কঠিন। বাঙ্গলা স্কুলগুলি রাখিবার নিমিত্ত বরং কিছুদিন চেষ্টা হইয়াছিল, স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে জেলার কর্ম্মচারীগণ কি করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস আজও (উপাদান অভাবে) লিখিত হয় নাই।

"The most important occurrence of the past year was an intimation from the Government that the Council of Education were hence forward to consider their functions as comprising the superintendence of Native Female Education. The following communication on the subject, addressed by the Government of India to the Government of Bengal, was communicated to the Council, for their information and guidance in April last. (1850).

Native Female Education.

FEMALE EDUCATION.

From—F. J. Halliday, Esq., Secretary to the Government of India,

To—J. P. Grant, Esq., Secretary to the Government of Bengal.

Sir,

Home Depart

The attention of the Governor General in Council has been lately directed toward the subject of female Education in Bengal. Thirty five years have elapsed, since the establishment of the Hindu College gave the first great impulse to that desire for European knowledge, which is now so general throughout the Country. Under the influence of the new ideas which have been widely disseminated among large and influential classess of the community, through the Government Schools and Colleges, it is

reasonable to believe that further attempts for improving the moral and social condition of the people, may be successfully made, which at an earlier period would have failed altogether to produce any satisfactory result.

2. It is the opinion of the Governor General in Council thnt no single change in the habits of the people is likely to lead to more important and beneficial consequences, then the introduction of education for their female children. The general practice is to allow them to grow up in absolute ignorance; but this custom is not required or even sanctioned by their religion; and in fact a certain degree of education is now given to the female relatives of those who can afford the expense of entertaining special instructors at their own houses. This method of imparting knowledge is impracticable as a general system, but it appears to the Governor General in Council that it is quite possible to establish female schools, in which precautions may be adopted for as close seclusion of the girls as the customs of the country may require. An experiment of a school of this kind in Calcutta has been tried by the Hon'ble Mr. Bethune since May of last year; which, in the face of considerable, opposition, such as every novelty is sure to encounter in Bengal, at present contaius thirty-four pupils, the children of persons of

good caste and respectable connexions. The success which has been accomplished in so short a time, far exceeding any expectation its most sanguine supporters would have been justified in entertaining at the commencement, receives a double value from the consideration that it has been achieved by the exertions of a private individual, and cannot be attributed to the influence of the power of Government.

3. The example given by Mr. Bethune in his school has His Lordship in Council is informed, been imitated by educated natives in other parts of Bengal.

4. The Governor General in Council considers that a great work has been done in the first successful introduction of Native Female Education in India on a sound and solid foundation and that the Government ought to give to it, its frank and cordial support.

5. The Governor General in Council requests that the Council of Education may be informed that it is henceforward to consider its functions as comprising the Superintendence of Native Female Education, and that, wherever any disposition is shown by the natives to establish female schools, it will be its duty to give them all possible encouragement; and further their plans in every way, that is not inconsistent with the efficiency of the insti-

tutions already under their management. It is the wish also of the Governor-General in Council that intimation to the some effect should be given to the chief civil officers of the Moffussil, calling their attention to the foregoing disposition among the Natives to establish female schools and directing them to use all means at their disposal for encouraging those institutions, and for making it generally known that Government views them with very great approbation.

I have, etc.,

Council Chamber — F. J. Halliday,

11th April 1850. — *Secy to the Govt. of India.*

"The Council (General Council of Education) lost no time in making known the sentiments of the Government to all persons connected with the Institutions already under their charge, requesting them to give the fullest possible effect to the Government instructions, by making them generally known to all in their neighbourhood who take an interest in or are likelyly to aid the cause."

এই আদেশ পত্রে বিশেষ কিছু কাজ হয় নাই, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের নিমিত্ত কোন প্রজার সাহায্য প্রদান অথবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি হয় নাই। সেই উদ্দেশ্যে কোনপ্রকার নিয়ন বিধিবদ্ধ হয় নাই। পূর্ব্বের ন্যায় পল্লীগ্রামে যে স্থানে লোকেরা পারিত সেই স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইত। এরূপ স্কুলগুলি প্রায়ই উৎসাহ অভাবে অল্পদিনের মধ্যে উঠিয়া যাইত। ১৮৫৪ সালে ভারত পরিচালনা সভা শিক্ষা সম্বন্ধে

যে মন্তব্য পাঠান (Educational Despatch of 1854) তাহাতে স্ত্রী শিক্ষার কথা ছিল। বালকদিগের শিক্ষার জন্য যে প্রকার সাহায্য দান প্রথার (Grant-in-aid) কথা উঠে বালিকা বিদ্যালয়ে উৎসাহ প্রদান সম্বন্ধে সেই প্রকার ইঙ্গিত ছিল। ভারত পরিচালনা সভার মন্তব্য হইতে স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে অংশ টুকু নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"The importace of female education in India cannot be over-rated ; and we have observed with pleasure the evidence which is now afforded of an increased desire on the part of many of the natives of India to give a good education to their daughters. By this means a far greater proportional impulse is imparted to the educational and moral tone of the people than by the education of men. We have already observed that schools for females are included among those to which grant-in-aid may be given, and we cannot refrain from expressing own cordial sympathy with the effort which are being made in this direction. Our Governor-General in Council has declared in communication to the Government of Bengal that the Government ought to give the native female education in India its frank and cordial support, in this we heartily concur and we specially approve of the bestowal of marks of honor upon such native gentlemen as Rao Bahadur Magaubhai Karamchand, who devoted 20,000 rupees to the foundation of two native female schools in Ahmedabad, as by such

means our desire for the extension of female education becomes generally known."

এইরূপ সহানুভূতি প্রদর্শনেও স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উপকার হইল না। যখন সাহায্য প্রদান প্রথা এদেশে প্রবর্ত্তিত হইবার চেষ্টা হইতেছিল তখন সেই সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম লিপিবদ্ধ হয়। সত্বরেই দেখা গেল যে বালক ও বালিকাদিগের স্কুল সম্বন্ধে একপ্রকার নিয়ম হইলে বালিকা বিদ্যালয়ের পক্ষে সাহায্যপ্রাপ্তি একপ্রকার অসম্ভব হইবে। বাঙ্গলা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট ভারত গভর্ণমেণ্টকে এ কথা জানাইলেন, ভারত গভর্ণমেণ্ট নিয়মগুলির কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করিতে সম্মত হইলেন না।

এই সম্বন্ধে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট ও ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্ট হইতে যে চিঠিপত্র লেখালেখি হয় তাহাদের মূল নিম্নে দিলাম।

From

The Junior Secretary to the Government of Bengal,

To

The Secretary to the Government of India, Home Department.

Dated Fort William, the 13th April, 1858.

SIR, I am directed to bring to the notice of the Hon'ble the President in Council that the Lientenant-Governor has received applications from the Director of Public Instruction for grant-in-aid of numerous Native Female Schools

General Education.

which it is proposed to establish in different districts in East and South Bengal, but at present his Honour finds himself precluded from giving any assistance to these Institutions unless the rules in force regarding ordinary grant-in-aid are to some extent, specially relaxed in their favour.

"It can admit of little doubt that Female Schools, if heartily encouraged and carefully—fostered, will be most important and useful in the promotion of civilisation and the Hon'ble the Court of Directors in their Despatch No. 96 of the 1st October, 1856 to the address of the Government of India were pleased to give a certain amount of hope of encouragement by exempting Female Schools from the payment of schooling fees:—

"But the very slender hold which these institutions have at present on the sympathies of the people renders it absolutely necessary that some further concession should be made in their favour until their good effects may come to be more widely felt and appreciated by the native public.

"The principal obstacle which is encountered in any attempt to establish a female school is to be found in the reluctance with which the respectable inhabitants of a Hindu town or a village can be pursuaded to allow their girls to attend such an institution. If their consent

to this point is obtained it must be considered that a great object is accomplished and where even this much is effected, it would be a pity to withdraw from the field without taking advantage of this favourable manifestation of opinion. If but a small beginning is made. it may, in a short time, become that the daughters of a native family should be educated, and their attendance at school may come to be looked on as much a matter of course, as it is now for the boys of a family.

"From the applications before the Lieutenant-Governor it appears that in most instances the people of the villages have offered to provide a house for the school. This is generally the utmost that can he expected from their scanty means and timid mind, but where this is done, and as many as 20 girls of decent parentage can be got to attend the school, who can say how great an end is obtained?

"The number of applications now pending before the Lieutenant-Governor is 26, and the number of the girls expected to attend the schools is 871, and His Honour confidently but respectfully solicits the authority of the Hon'ble the President in the Council so far to modify the existing Rules regarding grant-in-aid on behalf of female schools, that whenever a suitable school house is provided and the attendance of as many as 20 girls is

promised, the payment of all the other expenses of maintaining the school shall be defrayed by the Government.

I have etc.

C. T. Buckland.

Junior Secretary to the Government of Bengal.

"From

C. Beadon Esq.

Secretary to the Government of India.

To

C. T. Buckland Esq.

Junior Secretary to the Government of Bengal.

Sir,

"I am directed to acknowledge the receipt of your

Home Department Education.

Letter No. 695, dated the 13th ultimo proposing that Government should bear the whole of the expense of Female Schools, upon condition that the people provide some kind of a school house, and that at least 20 girls attend at each school.

"The Hon'ble the President in Council is unwilling to allow of the abrogation of the grant-in-aid rules in favour of Female schools and informs His Honour in Council that unless Female Schools are really and materially supported by voluntary aid, they had better

not be established at all, and indeed that the voluntary aid of the neighbourhood is by far the most important element of success.

"The present proposition cannot therefore be entertained.

I have etc.,

(Signed) Cecil Beadon,

Secretary to the Government of India

Council Chamber, the 7th May 1858.

তাহার পর সিপাহী বিদ্রোহ হইল। সিপাহী বিদ্রোহের পর এদেশের সকল প্রকার শাসন সংক্রান্ত কার্য্য, ইংলণ্ডে কর্ত্তৃপক্ষগণের সমালোচনার অধীনে আসে। সকল প্রকার শিক্ষার সহিত দেশের লোকদিগের অসন্তোষের সম্বন্ধ, ইংলণ্ডে বিচারের সামগ্রী হয়। তৎকালীন ইংলণ্ডস্থিত Board of Controlএর সভাপতি ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনারল লর্ড এলেনবরা ভারত পরিচালনা সভার সভাপতিকে ভারতবর্ষে অসন্তোষের সম্বন্ধে এক তীব্র-মন্তব্য পাঠান। মন্তব্যখানি এদেশে আসিলে শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার প্রত্যুত্তর দান করেন। স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে Board of Controlএর সভাপতির লেখায় ভাব হইতে মনে হয় যে তিনি ভাবিতেন এদেশে যে সকল বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল তাহাতে এদেশের লোকেরা বাধ্য হইয়া নিজ কন্যাগণকে পাঠাইত। তিনি লিখিলেন যে ভারতবাসী সকল শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ ভদ্র পরিবারদিগের মধ্যে স্ত্রী শিক্ষা অতিশয় অপ্রীতিকর।

9. 'To send a female child to any school, to which

any man whatever can be present, is so entirely at variance with native feelings, that it is hardly credible that the attendance of any such children can have been really voluntary, on the part of the parents.

10. There is throughout India, specially among the higher classes, a strong prejudice in favour of domestic education."

ইহার উত্তরে বাঙ্গলা দেশের শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ (Director of Public Instruction) লিখিলেন ;—

"There is undoubtedly a prejudice among the higher classes in favour of domestic education for female children (as there is among ourselves I believe); but many of these who can not effect this kind of education are willing to send their daughters under marriageable age to be taught by old pundits or female teachers. The willingness is rapidly spreading in those parts of Bengal where the advantages of education are appreciated and instances are not wanting of girls being sent to boy's schools rather than to none at all. As one instance of what is to be done—in this way, I may briefly advert to the forty female schools set up by Pundit Iswar Chandra Sarma in villages in Burdwan and Hughly. During the course of the last twelve months or less, the attendance of which, before they were abolished (as they have recently been done under orders from the Supreme Government)

amounted to about 1370 girls. No one will I think suspect the pundit of having acted as he did merely to curry favour with his superiors. Indeed he has found to his cost that the result has been just the reverse and that owing to his having acted in anticipation of the circular of the Government, he is in danger of suffering severely, in purse and credit.

তখন বালকদিগের নিমিত্ত জেলায় ২ মডেল স্কুলস্থাপনের প্রস্তাব হইয়েছিল। সেই ভাবের আটটি মডেল বালিকা বিদ্যালয় হুগলী বৰ্দ্ধমান ও ২৪ পরগণায় স্থাপন করিবার নিমিত্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডে Secretary of State সমীপে আবেদন করেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট এ কার্য্যের নিমিত্ত বার্ষিক ১০০০৲ টাকা ব্যয় করিবার অনুমতি প্রার্থণা করেন। "That a grant not exceeding Rs. 1000 per mensem, should be made for the establishment of Female Schools in Hughly, Burdwan and the 24-Pargannas a portion to be expended in assisting such schools as are established by Pundit Iswar Chunder Sarma, and a portion in a few Model Schools to be supported by the Government."

আবেদনের প্রত্যুত্তরে তৎকালীন ভারতসচীব জানাইলেন যে ;—

"Her Majesty's Government cannot entertain the proposal during the existing financial pressure."

১৮৫৯ সালে কলিকাতা ও ২৪ পরগণার ডেপুটি ইনস্পেক্টর লিখিলেন :—"মজিলপুরে (তাঁহার নিজ জন্মস্থান) ডাক্তার প্রিয় নাথ রায় একটি বালিকা বিদ্যালয় খুলিয়াছেন। ৩১টী বালিকা শিক্ষালাভ করে। সৈয়দপুরে ঈশান চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটী স্কুল খুলিয়াছেন, ৪০টি বালিকা

পড়ে; অধিকাংশ ব্রাহ্মণ কন্যা। বারাসতের নিকট নির্বোতে গোপাল চন্দ্র দত্ত একটি স্কুল খুলিয়াছেন, নৈইহাটীতে শ্যামাচরণ সরকার একটী স্কুল স্থাপন করিয়াছেন, যশোহর জেলায় রাকুলি ও নাজুরাতে দুইটি স্কুল হইয়াছে। ঢাকাসহরে তিনটী স্কুল আছে। The Deputy Inspector of Dacca remarks in his report that:—

"It is worthy of your notice that the people are not so much averse to Female Education as to female schools. Every here and there, girls as well as ladies, daughters as well as wives of respectable families are heard, although under certain restrictions to be going on with the elements of the Bengali language."

The Deputy Inspector of Jessore says:—

"There is however one cheering circumstance connected with female education in Jessore. In many circles there are girls who attend the schools along with their brothers and cousins. Indeed, I have found by reference that female education in this shape seems never to be objected to, whilst education in schools professedly for girls has invariably to contend with some prejudice more or less strong."

ঢাকার পোগোজ স্কুলের ছাত্রগণ ১৮৫৯ সালে নিজেরা একটী বালিকা বিদ্যালয় খুলে।

Native Female Schools. (১৮৫৯-৬০)

ঢাকা বাঙ্গলা বাজার	২০
" লালবাগ	১৭

যশোহর খাজুরা	১০
„ রারুলি	১৪
২৪ পরগনায় সৈয়দপুর	৪০

স্বাধীন

ঢাকা বঙ্গ স্কুল	২৫
নিবুধো	২০
নৈহাটী	২০
বারাসত	১৯
মজিলপুর	৩১

বালকদিগের স্কুলে বালিকাদিগের সংখ্যা

২৪ পরগণায় ১৩টী স্কুলে	৫২
বারাসতে ৩টী স্কুলে	১৬
যসোহরে ৪টী স্কুলে	৮

২৯২

শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষ গভর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে বালিকা-বিদ্যালয়ের সংখ্যা আরও বাড়িত, তবে ভারত গভর্ণমেণ্টের আদেশ ফলে নূতন বিদ্যালয় খুলিবার চেষ্টা হয় নাই।"

"The number of such schools would doubtless have increased, but measures for extending the operations of the Department in this direction were discontinued in compliance with the orders of the Supreme Government.

"His Honour the President in Council being of opinion that unless Female Schools are really supported by voluntary aid they had better not be established at all."

এদেশে পাশ্চাত্য প্রণালীতে স্ত্রী-শিক্ষা প্রবর্ত্তন ও প্রচারের কাহিনী অতি অল্প কথায় লিখিতে পারা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাদ্রী-গণ নিজেদের অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্ত স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করেন। তৎকালীন জনকয়েক ইউরোপীয় মহিলাগণ সভা সমিতি করিয়া তাহাদের এ কার্য্যে সাহায্য করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাধাকান্ত দেব প্রমুখ দেশীয় নেতৃগণ প্রথমে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করেন। তবে পাদ্রীগণের মূল অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা তাঁহাদের সম্পর্ক শীঘ্রই পরিত্যাগ করেন। এদিকে ইংরেজী শিক্ষা দেশ মধ্যে বিস্তৃত হইতে লাগিল; নব শিক্ষিত বাঙ্গালীরা নিজ ভগ্নি কন্যাদিগকে পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নিম্ন ও উচ্চ বৃত্তিধারী যুবকদল স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। ১৮৪০ সালের পর হইতেই যে গ্রামে ভদ্রলোকেরা বাস করিতেন তথায় বালিকা স্কুল স্থাপন সম্বন্ধে আন্দোলন ও চেষ্টা হইত। ছোটজাগুলিয়াতে ইংরেজী স্কুল, বাঙ্গলা স্কুল, বালিকা-বিদ্যালয় এ তিনই এক সময়ে স্থাপিত হয়। এ সম্বন্ধে বারাসাত এক প্রকার পথ প্রদর্শক ছিল। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন বারাসাত জেলায় সদর ছিল! এক্ষণে যাহাকে প্রেসিডেন্সি বিভাগ বলে পূর্ব্বে তাহারই এক অংশকে বারা-সাত বিভাগ বলিত। ১৮৪০ হইতে ১৮৫০ সালের মধ্যে বারাসাতে একদল কৃতবিদ্য দেশ হিতৈষী আদর্শ চরিত্র বাঙ্গালীর অভ্যুদয় হয়। তাঁহাদের মধ্যে দুই জনকার নাম, কালীকৃষ্ণ মিত্র ও পিয়ারী চরণ সরকার বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ১৮৪০ সালের পর হইতেই বালিকা-বিদ্যালয়ের সূচনা বারাসাতে হয়। তখন বারাসতের নিকটে অনেক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। নিবাধু, বামুনমুড়ো, জাগুলিয়া, এ সকল গ্রামে অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহারও স্ব স্ব গ্রামে বালক বালিকা দিগের শিক্ষার নিমিত্ত স্কুল স্থাপন করেন। জয়কৃষ্ণ

মুখোপাধ্যায়ের নাম সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার সহিত চিরদিনই সশ্লিষ্ট : রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে. দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে ও স্কুল স্থাপন করিতে তিনি চিরদিনই মুক্ত হস্ত ছিলেন। শিক্ষা সমিতির নিকট বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে তিনি যে পত্র লিখেন তাহা পূর্ব্বে দিয়াছি। দেশের গুরু বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজ চেষ্টায় ৪০টী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এজন্য তাঁহাকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

"The instance given by Mr. Young (Director of Public Instruction) of the 1370 girls recently sent to school at the simple will and pleasure of the rural population of about 40 villages in Burdwan and Hughly *

* * * "For the impulse had begun to seize the people and having been communicated to them by one of their venerated Brahmins (Issur Chandra Sarma) would assuredly have spread with rapidity if it had been thought possible to take advantage of the golden opportunity now I fear lost for many a coming day.

(Minute by Sir Fredrick Halliday, Lieutenant Governor of Bengal 1858.)

গভর্ণমেণ্টের সহিত স্ত্রী-শিক্ষার সম্বন্ধ অতি সামান্য। এদেশে স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে ইংরেজ শাসনকর্ত্তৃগণের মধ্যে লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তবে শিক্ষা (ও বোধ হয় অপরাপর বিষয়) সম্বন্ধে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের মৌলিক নীতি চিরদিনই পরিবর্ত্তনশীল; সেই কারণে লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং লর্ড ডেলহাউসি প্রবর্ত্তিত উদারনীতি

ও পরে ভারত পরিচালনা সভায় স্ত্রী-শিক্ষার আদেশ ও অনুরোধ, কার্য্যে কখনও পরিণত হয় নাই। লর্ড হার্ডিঞ্জের সভার সদস্য ও তৎকালীন শিক্ষা সমিতির সভাপতি বেথুন সাহেবের নামে কলিকাতায় যে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহাই গভর্ণমেণ্টের পরিপোষিত একমাত্র প্রকৃত উচ্চশ্রেণীর বালিকা-বিদ্যালয়ের উদাহরণ দেশ মধ্যে রহিল।

হিন্দু কলেজ সম্বন্ধে নানা কথা।

১৮৪৪ সালের অক্টোবর মাসে (তখন) সার হের্নোর হাডিঞ্জ ভারত-বর্ষের শাসনকর্ত্তা নিম্নলিখিত ছাত্রদিগকে স্বহস্তে পদক প্রদান করেন ;—

ঈশ্বর চন্দ্র মিত্র	স্বর্ণ পদক	আইন পরীক্ষা
আনন্দকৃষ্ণ বসু	ঐ	Adam Smith's Moral Sentiments
রাজনারায়ণ বসু	রৌপ্য পদক	ঐ

পর বৎসর গভর্ণর জেনারেল ২০০ টাকা মূল্যের পুস্তক পারিতোষিকের নিমিত্ত হিন্দু, হুগলি, মাদ্রাসা ও মেডিকেল কলেজের ছাত্র দিগের জন্ম প্রদান করেন। পরীক্ষা ফলে পারদর্শী বালকদিগকে পারিতোষিক দিবার নিয়ম হইল। তিনি যতদিন এইদেশে ছিলেন প্রতিবৎসর এই পারিতোষিক দেওয়া হইত।

লায়েল সাহেব (Advocate General Mr. Lyall) বিনা পারি-শ্রমিকে প্রথমে হিন্দুকলেজে আইন শিক্ষা দেন। ১৮৪৫ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। কলেজের ছাত্রগন তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত নিজ ব্যয়ে এক খণ্ড প্রস্তর পত্রে সেই কথা খোদিত করিয়া কলেজ গৃহে গাঁথিয়া রাখে—

"In grateful remembrance of the late John Edwards Lyall Esq., Advocate General, the zealus friends of the

natives and the first gratuitous lecturer on Jurisprudence in this hall, this tablet is erected by the law students of the Hindu College in 1845."

"Report of Hon'ble Mr. Cameron (1845-46).

I see with regret that some of the Hindu College students "hold it a baseness to write fair." Those of the Hughly College in general write legibly and neatly for which they deserve commendation."

In allusion to the junior scholarship examinations the Principal observes. "The students of the third, fourth, and fifth classes were candidates for junior scholarships. All the answers have been examined and the following seven students appear to be the best, and to be entitled to junior scholarships, should there be a sufficient number of vacancies.

" Sreenath Doss, Ashootosh Chatterji, Haran Chun-
" der Banerji—3rd class.

"Debendranath Tagore, Raj Chunder Dutt, Debendra
" Nath Chatterji—4th class.

" Greesh Chundra Sircar, though only in the 5th class is equal, if not superior to any of the others.

পূর্ব্ব এক পরিচ্ছেদে হারাডেন (Harraden) সাহেবের সঙ্গীত শিক্ষা-ক্লাশের কথার উল্লেখ করিয়াছি। প্রথমে দুই টাকা মাহিনা স্থির হইয়াছিল।

"As remuneration for the professor." । পরে হারাডেন

সাহেব একটাকা করিয়া লইতে স্বীকৃত হন। তিনি আরও জানাইলেন যে যদি ১০০ জন বালক শিখিতে ইচ্ছুক হয় তিনি তাহাদের জন্য একটি প্রাথমিক শ্রেণী বিনা বেতনে খুলিতে প্রস্তুত আছেন "he had ascertained that the students are desirous of learning music and their parents quite willing that their sons should prosecute the study of that polite art."। এইসব প্রস্তাবের ফলে একটি কমিটি গঠিত হইল, রাধাকান্ত দেব, Mr. Samuell আর Dr. Mouat হইলেন এই কমিটির সদস্য। একদিন তাঁহারা সকলে গিয়া হারাডেন সাহেবের শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি দেখিলেন "and reported very favourably as to the advisibility of establishing a permanent music class"। তৎকালীন ডেপুটি গভর্ণর এ প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করেন তবে তিনি ৮০০ টাকা যন্ত্র ও পুস্তক কিনিতে মঞ্জুর করেন। বেথুন সাহেব ঐ সঙ্গীত ক্লাশের জন্য ১২০০ টাকা দান করেন। পরবৎসর হারাডেন সাহেবের ক্লাশটি উঠিয়া যায়। ঐ টাকায় বিজ্ঞান ক্লাশের যন্ত্র কেনা হয়।

১৮৪৭ সালে ৯ই অক্টোবর মাসে সূর্য্যগ্রহন হয়; তৎকালীন গণিতের অধ্যাপক রীজ সাহের (Mr. Rees) কলেজের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রগণ যাহাতে এবিষয়ে গণনা করিতে ও চিত্র প্রস্তুত করিতে পারে তাহার নিমিত্ত চেষ্টা করেন। হরগোবিন্দ সেন, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ও ঈশ্বর চন্দ্র মিত্র বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন।"

The better part of the pupils have sound understanding of English, as far as a knowledge of Astronomy, Spherical Trigonometry and Orthographical Projections goes, but for want of good mathematical instruments, only inaccurate diagrams could be drawn."

১৮৪৩ সালে Library Medal পরীক্ষা আরম্ভ হয়। কলেজের ছাত্রেরা পুস্তকভবনে যদিচ্ছায় কোন বিষয় সম্বন্ধে পুস্তক পড়িত, পরে সেই সকল পুস্তকের উপর পরীক্ষা গৃহীত হইত। সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শী বালককে একটি সুবর্ণ পদক দেওয়া হইত। গভর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত প্রতি কলেজে এই পরীক্ষা ও পারিতোষিক প্রদানের নিয়ম ছিল। Preparatory school গুলিতেও ঐ প্রকার রৌপ্য পদক দিবার ব্যবস্থা হয়। পরে (১৮৫০) স্বেচ্ছামত পুস্তক পাঠ প্রথা উঠিয়া যায় তাহার স্থলে কর্ত্তৃপক্ষদিগের নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয় পড়িবার নিয়ম হয়। নিম্নে হিন্দু কলেজের এই পদক প্রাপ্ত জন কয়েকের নাম দিলাম।

১৮৪৭।৪৮। প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী (প্রথম)
গিরীশ চন্দ্র দত্ত (দ্বিতীয়)

১৮৪৯। মহেন্দ্র লাল সোম।

১৮৫২। উমেশ চন্দ্র দত্ত। (History of America)

পরীক্ষার ফল বিশেষ সন্তোষজনক না হইলে এ পদক দেওয়া হইত না।

হিন্দু স্কুলের পূর্ব্বদিকে এখন সে স্থানে University Institute আছে আর পশ্চিমদিকে যে স্থানে Theater আছে এই দুই অংশ ১৮৪৮ সালে নির্ম্মাণ হয়। যে গৃহে Albert Hall আছে পূর্ব্বে ঐ গৃহ হিন্দু কলেজের ইউরোপীয় অধ্যক্ষের (Principal) বাস গৃহ ছিল। যখন মেডিকেল কলেজের গৃহ নির্ম্মাণ হয় নাই তখন বর্ত্তমান হিন্দুস্কুলের উত্তরে একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে ঐ কলেজ বসিত।

"The Government was pleased to sanction the re-establishment of the chair of Law experimentally for one year and Mr. Theobold an eminent Barrister, was appointed Lecturer. The lectures are delivered twice a a week, and have been made available to the Public as

well as to all the senior students of this and other Government Colleges, the former on a charge of 16 Rs. per course, and the latter gratuitously (1851).

" The examination of the Law class, recently established will be held after the vacation, the questions being previously selected and arranged by the Lecturer, with the concurrence of the Hon'ble President. M Theobold reports that he has concluded hls Lectures for the past course, which consisted of an introductory one and twenty lectures on Contracts, five on Criminal Law and the same number of Regulations; the plan having been to give on Wednesdays an opportunity of familiarly discussing which was formally delivered on Saturday."

১৮৫৩ সালে এ দেশের শিক্ষা সমিতি (General Council of Education) ও গভর্ণমেণ্ট, হিন্দু কলেজ সম্বন্ধে ইংলণ্ডের ভারত পরিচালনা সভার নিকট আপনাদের মন্তব্য জ্ঞাপন করেন। তাহার ফলে ১৮৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত পরিচালন সভা President College স্থাপনের নিমিত্ত একটি বিশেষ আদেশ পত্র প্রেরণ করেন। ১৮৫৫ সালে ১৫ই জুন হিন্দু কলেজ ভাঙ্গিয়া দুই ভাগ হয়; উচ্চ চারি শ্রেণী লইয়া হইল Presidency College আর বাকী নিম্ন শ্রেণী লইয়া গঠিত হইল হিন্দু স্কুল।

১০ বৎসর চেষ্টার ফলে বাঙ্গালীরা ২৪ জানুয়ারি ১৮১৭ সালে গরা হাটার বাটী ভাড়া করিয়া হিন্দু কলেজ খুলে—১৮৫৪।৫৫ Council Education প্রকাশিত Report হইতে উদ্ধৃত করিলাম :—

"The most important event which has occurred during this period is the abolition of the Committee of Management and the transfer of the College to the control of the Principal, subject only as are the Principals of the Government Colleges, to the immediate direction of the Council of Education. In November 1853 the Secretary to the Council of Education communicated to the Committee of Management the very liberal and comprehensive minute recorded by the most Noble the Governor of Bengal as to the future constitution of the College. On the receipt of this communication, Babu Ashootosh Dey an elected member; immediately withdrew from the management, the Maharajah of Burdwan as hereditary Governor also withdrew, intimating that he had not the slightest hesitation in resigning the entire management of the College on its new footing into the hands of the Council of Education upon the terms proposed by the Most Noble the Governor of Bengal; Babu Prosonno Coomar Tagore also resigned his trust. Finally it was resolved on the motion of Rossomoy Dutt that the functions of the Hindu College Management should cease and that the College should be placed under the sole control of the Principal who should in all cases make his reports and communications directly to the Council of Education. Babu Rosso-

moy Dutt in conformity with the terms of this Resolution made over charge of the office of Secretary on the 1st February 1854 and he was thereupon appointed a Member of the Council of Education."

আর একটি কথা :—

হিন্দু কলেজ ভাঙ্গিয়া ও উপরের চারি শ্রেণী লইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজ গঠিত হয়। হিন্দু কলেজে নিয়ম ছিল যে হিন্দু ছাত্র ব্যতীত অপর কোন ছাত্রের পড়িবার অধিকার ছিল না। এমনকি সকল সম্প্রদায়ের হিন্দু ছাত্র ভর্ত্তি করা হইত না। মাদ্রাসাতেও এই অনুরূপ নিয়ম হইয়াছিল মুসলমান ভিন্ন আর কোন সম্প্রদায়ভুক্ত বালকের প্রবেশের অধিকার ছিল না; কেবল সদ্বংশজ মুসলমান লওয়া হইত। তাহার ফলে সর্ব্বশ্রেণীর মুসলমান বালকদিগের পাঠের নিমিত্ত কলিঙ্গা স্কুল স্থাপিত হয়।

এই বৎসর (১৯১৪) প্রেসিডেন্সি কলেজের নিয়ম হইয়াছে যে প্রতি শুক্রবারে মুসলমান ছাত্রদিগের নমাজ করিবার সুবিধার নিমিত্ত একটা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত সমস্ত শ্রেণীতে পাঠ বন্ধ থাকিবে। তিনটার পরে পুনরায় পাঠারম্ভ হয়।

হিন্দু কলেজ।

১৮৩৫।

পাদ্রী ডাক্তার মিল্‌স (Mills) এই বৎসর হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীর বালক দিগকে অঙ্ক শাস্ত্রে পরীক্ষা করেন। পারদর্শিতা অনুসারে ফল যাহা হইয়াছিল নিম্নে দিলাম।

প্রথম শ্রেণী।

১। রাধামাধব দে।

২। রাধা মোহন বসু।

দ্বিতীয় শ্রেণী।

১। নীল চন্দ্র ঘোষাল।

২। দুর্গাদাস ঘোষ।

৩। নবীন চন্দ্র বসু।

৪। উমেশ চন্দ্র বসু।

ইংরেজী সাহিত্য।

১৮৩৬।

প্রথম শ্রেণী।

১। গিরিশ চন্দ্র বসু।

২। কেদার নাথ বসু।

৩। মাধব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৪। রাজ কুমার বসু।

৫। রাধা মাধব দে।

দ্বিতীয় শ্রেণী।

১। গোপাল চন্দ্র ঘোষ।

অঙ্ক।

তৃতীয় শ্রেণী।

১। যোগেশ চন্দ্র ঘোষ।

২ । দ্বারিকা নাথ শীল ।

চতুর্থ শ্রেণী ।

১ । নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

১৮৩৬ ।

ইতিহাস ।

প্রথম শ্রেণী ।

১ । রাজকৃষ্ণ দে ।

২ । ঈশান চন্দ্র দত্ত ।

৩ । উমাচরণ মিত্র ।

৪ । শ্রীনাথ শিকদার ।

৫ । নীল চন্দ্র ঘোষাল ।

৬ । রাজনারায়ণ দত্ত ।

৭ । নরসিংহ চন্দ্র দত্ত ।

৮ । রাধামোহন বসু ।

৯ । অভয় চরণ বসু ।

১০ । রাধামাধব দে ।

১১ । তারিণী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

১২ । রাধানাথ সেন ।

১৩ । দুর্গাদাস ঘোষ ।

১৪ । উমেশ চন্দ্র বসু ।

দ্বিতীয় শ্রেণী।

১। গুরুচরণ দত্ত।
২। গোপাল কৃষ্ণ দত্ত।
৩। গিরীশ চন্দ্র বসু।
৪। কৈলাশ নাথ বসু।

তৃতীয় শ্রেণী।

১। দুর্গা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
২। গোপাল চন্দ্র ঘোষ।
৩। কালি কৃষ্ণ মিত্র।

প্রবন্ধ রচনা।

১। রাম নারায়ণ মতিলাল।
২। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৩। হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়।

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী।

১। নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
২। জয় গোপাল সেন।
৩। ভোলা নাথ দত্ত।
৪। শশি চন্দ্র দত্ত।
৫। কালি কৃষ্ণ মিত্র।

ইংরেজী।

১। দয়াল চন্দ্র রায়।

২। সারদা প্রসাদ ঘোষ।

৩। বনমালি দত্ত।

হিন্দু কলেজ পারিতোষিক প্রাপ্ত ছাত্রগণ

১৮৩৭।

প্রথম শ্রেণী।

১। গিরীশ চন্দ্র বসু।

২। অভয় চরণ বসু।

৩। রাজকুমার রায়।

৪। হরিনারায়ণ দে।

৫। গোপীকৃষ্ণ মিত্র।

৬। রাজনারায়ণ দত্ত।

৭। গোপাল চন্দ্র দে।

৮। গোপীনাথ বসু।

৯। যুগল চন্দ্র দেব।

১০। কেদারনাথ বসু।

১১। তারিণী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২। লোকনাথ দে।

১৩। গুরুচরণ দত্ত।

১৪। গোপাল কৃষ্ণ দত্ত।

১৫। কালাচাঁদ চন্দ্র।

১৬। অধর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

১৭। মহেন্দ্রনাথ বসাক।

১৮। নীলচন্দ্র ঘোষাল।

১৮৩৭

দ্বিতীয় শ্রেণী।

১। গোপাল কৃষ্ণ ঘোষ।
২। রাম নারায়ণ মতিলাল।
৩। কালী প্রসন্ন মিত্র।
৪। বিশ্বনাথ সিংহ।
৫। মহেন্দ্রনাথ বসু।
* ৬। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (only answered 4 questions.)
৭। গোবিন্দ চন্দ্র বসু।
৮। হরনাথ রায়।
৯। হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়।
১০। ঈশ্বর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১১। মাধব চন্দ্র ঘোষ।
১২। মথুরচাঁদ চট্টোপাধ্যায়।
১৩। মতিলাল মিত্র।
১৪। রাজেন্দ্র নাথ সেন।
১৫। তিতুরাম মুখোপাধ্যায়।
১৬। রাধামাধব বসু।

* "But I must state, in the first instance that the few answers (four) given by Doorga Charan Banerji were so good that I thought it proper to enquire, why he had not answered the whole, and was informed by Mr. Hare that he is a boy of delicate health and was compelled to give in what little he had done and to leave the College

হিন্দু কলেজ

১৮৩৮ ।

অঙ্ক ।

প্রথম শ্রেণী ।

১ । দ্বারিকানাথ দাস ।

২ । নবকৃষ্ণ বসু ।

৩ । শ্রীমন্ত দেব ।

৪ । গিরীশ চন্দ্র দেব ।

৫ । শ্যামাচরণ বসু ।

৬ । শ্রীনাথ বসু ।

হিন্দু কলেজ

১৮৩৯

Hall early in the examination day. I therefore sent for him to my own house intending to examine him again, but I learnt with regret that he had left Calcutta unwell for his native village. I trust that he will recover for he seems to be a lad of superior abilities and judging from his answer to a question beyond the scope of the College lectures, of some general information." (Mr. Mangles).

অঙ্ক ।

পঞ্চম শ্রেণী ।

১ । জগদীশ নাথ রায় ।
২ । প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ।
৩ । আনন্দ চন্দ্র মজুমদার ।

ইতিহাস ও ভুগোল ।

চতুর্থ শ্রেণী ।

১ । কৈলাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।
২ । নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ।

অঙ্ক ।

তৃতীয় শ্রেণী ।

১ । জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর ।
২ । পিয়ারী মোহন সরকার ।
৩ । ভোলানাথ দত্ত ।

সাহিত্য ।

দ্বিতীয় শ্রেণী ।

১ । ভুবন মোহন গুপ্ত ।
২ । সারদা প্রসাদ ঘোষ ।
৩ । শ্রীকান্ত ভাদুড়ী ।
৪ । শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় ।
৫ । পিয়ারী লাল গুপ্ত ।
৬ । উমেশচন্দ্র ঘোষ ।
৭ । চন্দ্রনাথ দত্ত ।

৮। কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ।

৯। শ্রীনাথ বসু।

সাহিত্য।

প্রথম শ্রেণী।

১। গোপাল কৃষ্ণ ঘোষ।

২। দয়াল চন্দ্র রায়।

৩। যোগেশ চন্দ্র ঘোষ।

৪। কালিকৃষ্ণ মল্লিক।

৫। ভোলানাথ চন্দ্র।

রিপোর্ট। ১৮৪০-৪১। ১৮৪১-৪২

পরীক্ষার ফল।

পঞ্চম শ্রেণী।

১। নৃপেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

২। জগৎ চন্দ্র রায়।

৩। শ্যামাচরণ গুপ্ত।

৪। রাজকৃষ্ণ নাগ।

৫। নবীন চন্দ্র ঘোষ।

চতুর্থ শ্রেণী।

১। গিরীশ চন্দ্র বসু।

২। জগদীশ নাথ রায়।

৩। অবতার চন্দ্র গাঙ্গুলী।

৪। উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। মহেন্দ্র নাথ বসু।

তৃতীয় শ্রেণী।

১। রাজ নারায়ণ বসু।

২। রাজ মোহন মিত্র।

৩। হীরালাল গুপ্ত।

৪। কৈলাশ চন্দ্র সাহা।

৫। কেশব চন্দ্র ঘোষ।

৬। কৈলাশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

৭। গোবিন্দ চন্দ্র দে।

৮। শ্যামাচরণ বসু।

৯। গোবিন্দ চন্দ্র শীল।

১০। নবীন চন্দ্র পালিত।

দ্বিতীয় শ্রেণী।

(ক) বিভাগ।

১। কৈলাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

২। গোপাল লাল রায়।

৩। গোবিন্দ চন্দ্র শীল।

৪। রাজনারায়ণ চৌধুরী।

৫। চন্দ্রমোহন মিত্র।

৬। পিয়ারীলাল মল্লিক।

৭। দিননাথ রায়।
৮। শ্যামাচরণ বসু।
৯। নবীন চন্দ্র পাল।
১০। কেশব চন্দ্র ঘোষ।
১১। রাজমোহন মিত্র।
১২। গোবিন্দ চন্দ্র দে।

(খ) বিভাগ।

১। কৈলাশ চন্দ্র সাহা।
২। শ্রীনাথ সেন।
৩। আনন্দ প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।
৪। রাজনারায়ণ বসু।
৫। মতিলাল দেব।
৬। শ্যামাচরণ বসু (২ নং)
৭। চণ্ডীচরণ ধর।
৮। প্রসন্ন চন্দ্র ঘোষ।
৯। কানাই লাল সাহা।
১০। গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত।
১১। কাশিনাথ চন্দ্র।
১২। বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৩। গিরীশচন্দ্র ঘোষ।
১৪। হারানন্দ মুখোপাধ্যায়।
১৫। দ্বারকানাথ বসাক।
১৬। নবীন চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
১৭। হীরালাল গুপ্ত।
১৮। ভুবনেশ্বর দে।

হিন্দু কলেজ।

১৮৪২

উচ্চবৃত্তিধারীদিগের নাম :

১। পিয়ারীচরণ সরকার।
২। যোগেশ চন্দ্র ঘোষ :
৩। মাধবচন্দ্র গুপ্ত।
৪। আনন্দ কৃষ্ণ বসু।
৫। জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর।
৬। শ্রীনাথ বসু।
৭। জয় গোপাল সেট।
৮। রাজনারায়ণ বসু।
৯। দীনবন্ধু দে।
১০। কালীদাস দত্ত।
১১। দ্বারিকা নাথ শীল।
১২। চন্দ্রনাথ মিত্র।
১৩। গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত।
১৪। গিরীশ চন্দ্র দেব।

এ স্থানে পুনরুল্লেখের প্রয়োজন যে উচ্চবৃত্তিধারীদিগের পক্ষে ছয় বৎসর পাঠ ও পরীক্ষা দিবার নিয়ম ছিল। প্রতি বৎসর পরীক্ষার ফলে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইত।

নিম্নবৃত্তি।

১। জগদীশনাথ রায়।
২। ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

৩। রাজেন্দ্রনাথ মিত্র।
৪। অবতারচন্দ্র গাঙ্গুলী।
৫। বনমালী মিত্র।
৬। মধুসূদন দত্ত।
৭। শ্যামাচরণ লাহা।

১৮৪২—৪৩

উচ্চবৃত্তি।

১। দিগম্বর বিশ্বাস।
২। শ্যামকৃষ্ণ পালিত।
৪। নবীনচন্দ্র দাস।

নিম্নবৃত্তি।

১। সিদ্ধেশ্বর বিশ্বাস।

হিন্দু কলেজ।

১৮৪৩—৪৪

প্রথম আইন পরীক্ষার ফল।

১। ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র।
২। আনন্দকৃষ্ট বসু।
৩। যোগেশচন্দ্র ঘোষ।

হুগলী কলেজ।

১। নরোত্তম মল্লিক।

২। হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়।

৩। গুরুচরণ দাস।

উচ্চবৃত্তি পরীক্ষার ফল

১। রাজনারায়ণ বসু।

২। দীনবন্ধু দে।

৩। জগদীশনাথ রায়।

৪। ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র।

৫। চন্দ্রনাথ মৈত্র।

৬। কেশবচন্দ্র ঘোষ।

৭। নবীনচন্দ্র পালিত।

হিন্দু কলেজ।

নিম্নবৃত্তি।

১ হর গোবিন্দ সেন।

২। কেদারনাথ সেন।

৩। কালী প্রসন্ন দত্ত।

১৮৪৪-৪৫

উচ্চবৃত্তি।

১। যোগেশ চন্দ্র ঘোষ।

২। ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

৩। দীনবন্ধু দে।

৪। রাজনারায়ণ বসু.

৫। কেশব চন্দ্র ঘোষ।

৬। জগদীশ নাথ রায়।

৭। ঈশ্বর চন্দ্র মিত্র।

৮। চন্দ্রনাথ মৈত্র।

৯। গোপাললাল রায়।

১০। বন জ্যো ত মিত্র।

১১। উমেশ চন্দ্র দত্ত।

১২। প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী।

১৩। শ্যামা চরণ বোস।

১৪। গিরিশ চন্দ্র মিত্র।

১৫। হরি চরণ বসু।

১৬। নৃপেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

১৭। হরগোবিন্দ সেন।

১৮। কালী প্রসন্ন দত্ত।

১৯। চুনিলাল গুপ্ত।

২০। মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।

১৮৪৫-৪৬

উচ্চবৃত্তি।

১। দীন বন্ধু দে।

২। গোপাল লাল রায়।

৩। ঈশ্বর চন্দ্র মিত্র।

৪। নবীন চন্দ্র পালিত।

৫। শ্যামাচরণ বসু।

৬। গণেশ চন্দ্র চৌধুরি।

৭। প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী।

৮। জগদীশ নাথ রায়।

৯। কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ।

১০। বণমালী মিত্র।

১১। গৌরদাস বসাক।

১২। শিবচন্দ্র দত্ত।

১৩। হরগোবিন্দ সেন।

১৪। গিরিশ চন্দ্র মিত্র।

১৫। কালী প্রসন্ন দত্ত।

১৬। চুনিলাল গুপ্ত।

১৭। মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়।

১৮। রাজ কিশোর ঘোষ।

১৯। গিরিশ চন্দ্র সরকার।

২০। দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

২১। শ্রীনাথ দাস।

২২। আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।

২৩। রাজ চন্দ্র দত্ত।

২৪। হারাণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

HINDU COLLEGE.

Junior Scholarships.

"Of holders of junior scholarships, Debendra Nath Tagore, Haran Chandra Banarjee and Raj Chandra Dutt were examined in the senior scholarship papers, the former not only obtained a sufficient number of marks

(113-1) to entitle him to retain his scholarship but attained the standard for gaining a senior scholarship within three marks. The two latter also obtained sufficient number of marks to entitle them to retain their scholarships.

The whole of the junior scholarships, assigned to the institution, have been joined by the following competitors—viz."—

১। মহেন্দ্র নাথ রায়।
২। সীতানাথ ঘোষ।
৩। গিরিশ চন্দ্র দত্ত।
৪। মহেন্দ্র নাথ সোম।
৫। গুরুচরণ সেন।
৬। ঈশান চন্দ্র ঘোষাল।
৭। দুর্গাপ্রসাদ বসু।
৮। প্রতাপ চন্দ্র বসু।
৯। উমেশচন্দ্র মিত্র।
১০। কৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

সংস্কৃত কলেজ সম্বন্ধে নানা কথা।

সংস্কৃত কলেজ সম্বন্ধে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে লিখিয়াছি যে ইহার ইতিহাসে অনেক কৌতুকের সামগ্রী পাওয়া যায়। সে ভাব অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিল। উদ্দেশ্যবিহীন অনুষ্ঠানে সকল সময়েই হাসিবার সামগ্রী থাকে, সংস্কৃত কলেজের এইরূপ অবস্থা সেই কারণেই ঘটিয়াছিল। ১৮৪৫

সালে হিন্দুকলেজের ইংরেজ অধ্যাপক সংস্কৃত কলেজের বালকদিগকে ইংরেজি ভাষায় পরীক্ষা করেন। প্রথম শ্রেণী সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহা নিম্নে দিলাম।

Reading ...	...	...	Indifferent
Explanation	...	...	A failure
History ..	...	...	Ditto.
Geography	..	...	Ditto.
Grammar ...	...	...	Satisfactory

তখন ইংরেজি শিক্ষা স্বেচ্ছাধীন ছিল। ১৮৪৫ সালে মোট ১৮২ জন ছাত্রের মধ্যে ৭১ জন ইংরেজি পড়িত। ১৮৪৭ সালে ছাত্রের সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়, "The decrease in the number of pupils as shown above is caused by the names of sixty-seven students being struck off the roll during the year for irregular attendance."

যখন উচ্চবৃত্তি পরীক্ষা হইত তখন পরীক্ষার্থীদিগকে সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় পরীক্ষাগৃহেনিরূপিত কোন বিষয় সম্বন্ধে রচনা লিখিতে হইত। উদাহরণ স্বরূপ ১৮৫১ সালের প্রশ্ন নিম্নে দিলাম।

"রোষক্ষময়োঃ দোষগুণৌ গদ্যেন বর্ণয়।

রোষসন্তোষয়োঃ দোষগুণৌ পদ্যেন বর্ণয়।

১৮৪৪ সালে রচনার বিষয় ছিল :—

গদ্য।—মাতাপিতরৌ পুত্রকন্যানাং কিংবিধানুপকারান্ কুর্ব্বাতে ইতি সংস্কৃতোক্ত্যাঃ বর্ণয়।

পদ্য।—ফলানি বিদ্যাভাসস্য শ্লোকৈঃ বর্ণয় সংস্কৃতৈঃ।

বাঙ্গলা :—স্বার্থপরায়ণতা ও অসত্য নিষ্ঠতার গুণ-দোষ বর্ণনা কর। দেশীয় ভাষায় পরিশ্রমের ফল বর্ণনা কর।"

১৮৪৫ সালে R. N. Cust. নামে একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান্ সংস্কৃত ভাষায় পদ্য রচনার নিমিত্ত প্রতি বৎসর ৫০৲ টাকা করিয়া চারি বৎসরের পারিতোষিকের জন্য ২০০৲ টাকা দান করেন। এই পারিতোষিকের প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে নিয়ম হইল যে পরীক্ষার কালে অনুষ্টুপ ছন্দে তথায় নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয় সম্বন্ধে ২৫টি শ্লোক রচনা করিতে হইবে। তবে তাহার সহিত দুই একটি ইন্দ্রবজ্র উপেন্দ্রবজ্র ছন্দ থাকা চাই। পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন ইংরেজ সৈনিক কর্ম্মচারী Major D. G. Marshall. ১৮৪৫ সালে রচনার বিষয় ছিল, "What are the advantages of a town and country life and which of the two deserves preference."

১৮৪৬ সালে তৎকালীন মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করেন। তিনি ছাত্রদিগকে পারিতোষিক দিবার নিমিত্ত ৫০টী মোহর দিয়া যান।

উচ্চশ্রেণী } ন্যায়—২০ মোহর।
স্মৃতি —১০ ,,

নিম্নশ্রেণী—২০ ,,

তৎকালীন মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম বিশেষ উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। এই সময় তিনি হিন্দু কলেজও পরিদর্শন করেন। তথায় ও ছাত্রদিগের পারিতোষিকের জন্য যথেষ্ট অর্থ দিয়া যান। সেই বৎসর চারিজন বাঙ্গালি বালক চিকিৎসা শিখিবার জন্য মেডিক্যাল কলেজ হইতে ইংলণ্ডে যায়। দুইজনকার ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য চাঁদা উঠে। নবাব নাজিম চারিসহস্র টাকা প্রদান করেন।

সংস্কৃত কলেজে পূর্ব্বে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ভর্ত্তি করিবার প্রথা ছিল। ১৮৫১ সালে কায়স্থ ভর্ত্তি হইবার নিয়ম হয়। পূর্ব্বে প্রতিপদ ও অষ্টমী তিথিতে কলেজ বন্ধ থাকিত, রবিবারে বসিত, এই সময় হইতে কেবল রবিবারে বন্ধ রাখিবার নিয়ম হইল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সংস্কৃত কলেজের সম্বন্ধ চিরদিনই ঘনিষ্ট ছিল ও তাঁহারই চেষ্টায় সংস্কৃত কলেজে পরিশেষে সংস্কার হয়। তিনি নিজে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। পরে ঐ কলেজের সহকারী সম্পাদক (Assistant Secretary) হলেন। ১৮৪৭ সালে তিনি এই কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া Fort William Collegeএ প্রবেশ করেন। (Sheristadar in the College of Fort William).

সংস্কৃতকলেজের চাকুরী পরিত্যাগ করিলে তাঁহার সহিত ঐ কলেজের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। ১৮৪০ সালে সংস্কৃত ভাষায় উচ্চ ও নিম্ন বৃত্তির সকল বিষয়ের পরীক্ষা তিনি একা গ্রহণ করেন। ("Pandit Iswarchandra Sarma was appointed the sole examiner of the Sanskrit College").

সেই বৎসর ডিসেম্বর মাসে রসময় দত্ত ছোট আদালতের জজ—(Commisioner) নিযুক্ত হন। তখন ছোট আদালতের জজেরা গাউন (Gown) পরিয়া বিচার করিতেন রসময় দত্তের গাউনপরিধান সেই সময়কার ইংরেজ মহলের বিশেষ হাসির সামগ্রী হয়। রসময় দত্ত সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকের কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। তাঁহার পর সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ উঠিয়া যায় ও তাহাদের পরিবর্ত্তে অধ্যক্ষের (Principal) পদ সৃজিত হয়। ১৮৫১ সালে জানুয়ারী মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয় ৩০০৲ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার তখন সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি এই সময় মুর্শিদাবাদে জেলা

(Provincial) পণ্ডিত হইয়া সংস্কৃত কলেজ পরিত্যাগ করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার স্থানে সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইয়া শিক্ষা সমিতির (Council of Education) অনুরোধক্রমে সংস্কৃত কলেজের পাঠের সংস্কারের নিমিত্ত তিনি (Existing State of Sanskrit College) "সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অবস্থা" নামে একটি দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেন।

পাঠের সামগ্রী, শিক্ষা প্রণালী, ইংরেজী ও বাঙ্গলাভাষার চর্চ্চা, নিয়ম প্রতিপালন, শিক্ষার উদ্দেশ্য এ সকল বিষয় তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিয়া সংস্কারের পন্থা নির্দ্দেশ করেন। সংস্কৃতে শিক্ষিত দেশের পণ্ডিতগণ বাঙ্গলাভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান লাভ করিবে ও অপর পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইবে এবং বাঙ্গলা ভাষায় পাশ্চাত্যজ্ঞান লাভ করিয়া তাহাদের মনে উদারতা জন্মিবে ও তাহার ফলে ইংরেজি শিখিতে অভিলাষী হইবে ইহাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মানস ছিল।

"I beg leave to propose that the study of Bengali books treating on useful and entertaining subjects be introduced into the classes of the junior department."

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যে সকল স্কুলপাঠ্য পুস্তক বাঙ্গালী বালকগণ আজ প্রায় ৭০ বৎসর পাঠ করিয়া আসিতেছে সেই সকল পুস্তক এই সময় রচিত হইতেছিল।

তিনি লিখিলেন "Should the Council be pleased to introduce these Bengali books the students of the Sanskrit College will with little difficulty acquire great proficiency in Bengali and through the medium of that language derive useful informations and thereby

have their views expanded before they commence their English study".

তৎকালীন প্রচলিত সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠের যে নিয়ম ছিল বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার ঘোর বিপক্ষে ছিলেন। বাঙ্গালী বালকদিগের নিমিত্ত সহজবোধ্য বাঙ্গলা ভাষায়, সরল সংস্কৃত ব্যাকরণ—উপক্রমণিকা, কৌমুদী প্রভৃতি তিনি সেই অভিপ্রায়ে রচনা করেন।

"I beg also to state that the preparation and the publication of the rudiments of Sanskrit grammar in Bengali and that of the Sanskrit selections shall need no pecuniary assistance of the Council."

তৎকালীন সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী শিক্ষার সম্বন্ধে তিনি লিখিলেন ;

"The present mode in which this very useful department is conducted is very unsatisfactory. There is no rule as to what students are expected to study English but it is entirely left to their own option. They commence the study when they please, leave it off at their own option and commence again when it suits their purpose. The very same students come again to be admitted at the beginning of the next session.

প্রতিকার সম্বন্ধে তিনি লেখেন ;—

"The students should not be allowed to commence English till they have acquired some proficiency in the Sanskrit language ; the pupils of the same Sanskrit class shall go on with the same English studies : the study of English instead of being optional be compulsory ; should

there be any one very unwilling to be taught in English, he be given to understand that he will not be allowed to commence English at any subsequent stage of his Sanskrit study, as to create for him a separate class is altogether out of the question.

... ...

The laxity of General Discipline in the institution at present is notorious. It is highly desirable that strict and steady attention should be paid to ensure regularity of attendance, to put a stop to students constantly leaving their classes on trivial pretences and to prevent needless noise, talking and general confusion. There is no inherent cause whatever why the discipline in this College, should not be equal to that which obtains in any English institution. The same methods require only to be introduced and enforced.

... ...

Should the Council be pleased to adopt these suggestions I have sanguine hopes that the happy and speedy results under an efficient and steady supervision, will be, that the College will become a seat of pure and profound Sanskrit learning and at the same time a nursery of improved Vernacular literature, and of teachers thoronoughly qualified to disseminate that literature amongst the masses of their fellow-countrymen.

১৮৫২ সালে আরও একটু পরিবর্ত্তন হয়। পূর্ব্বে ইংরেজি শিক্ষা দিবার নিমিত্ত দুইজন করিয়া শিক্ষক থাকিতেন। ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যকরী হওয়াতে দুইজন ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক (Professors) ও তিনজন শিক্ষক নিযুক্ত হন। প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী ও শ্রীনাথ দাস প্রত্যেকে ১০০৲ টাকা বেতনে ইংরেজী ও গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। রাজনারায়ণ বসু পূর্ব্বে দ্বিতীয় শিক্ষকের কাজ করিতেন। তিনি এই বৎসর মেদিনীপুরের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষায় অঙ্কশাস্ত্র লীলাবতি ও বীজগণিত শিক্ষা দেওয়া হইত; এবৎসর হইতে তাহাদের স্থলে ইংরেজী ও গণিত পাঠ আরম্ভ হয়।

যে উদ্দেশ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজে সংস্কার সম্বন্ধে চেষ্টা করিয়াছিলেন সে উদ্দেশ্য কিন্তু সফল হয় নাই।

১৮৫৪ সালে Council of Education স্থির করিলেন যে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রগণ দেশীয় ভাষায় উপযুক্ত শিক্ষক হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইবে আর তাহারা বাঙ্গলা সাহিত্যের বিশেষ পুষ্টিসাধন করিবার উপযুক্ত হইবে: "deemed it highly desirable that the students of the Sanskrit College should be so trained that they might form a most efficient class of Vernacular teachers, as well as a most efficient class of contributors to an enlightened Bengali Literature"

শিক্ষা সমিতির অভিপ্রায়ানুসারে পণ্ডিত প্রস্তুত করা সংস্কৃত কলেজের এক প্রধান উদ্দেশ্য হইল। পর বৎসর লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতিষ্ঠিত Model Vernacular Schoolএর জন্য পণ্ডিত নির্ব্বাচন পরীক্ষা হয়—২০ জন এ চাকুরি পাইলেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রবর্ত্তিত দেশীয় বিদ্যালয় উঠিয়া গেল—বাঙ্গলা পণ্ডিতের অধিক প্রয়োজন রহিল না। ১৮৫৯ সালে তৎকালীন শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ

(Director of Public Instruction) সংস্কৃত কলেজের পুনরায় সংস্কারের নিমিত্ত অনুরোধ করেন। সেই সনে ৩০শে মার্চ্চ তারিখে তিনি এই সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট সমীপে একটী মন্তব্য পাঠান। তিনি লেখেন যে তখন পর্য্যন্ত সংস্কৃত কলেজ ছিল "a compound of a College and a dame School!" এখন যে ভাবে কলেজ আছে তাঁহারই অনুরোধ ফলে ইহা গঠিত হয়। সমুদায় কলেজটী দুই ভাগে বিভক্ত হইল—একটী প্রকৃত কলেজ বিভাগ, তাহাতে তিন বা অধিক শ্রেণী থাকিবে; তাহার নিম্নে কলেজ সংশ্লিষ্ট স্কুল করা স্থির হইল, তাহাতে সংস্কৃত সাহিত্য ও ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পাঠ করিবে। স্মৃতি, ন্যায় বেদান্ত ও অপরাপর দর্শন--কেবল কলেজে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই অনুরোধ ফলে ১৮৬০ সালে সংস্কৃত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংলগ্ন হয়।

১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয় অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেন; পরে কাওয়েল (Cowell) বলিয়া একজন ইংরেজ তাঁহার পদে বসেন। ১৮৫৯-৬০ সালে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত কলেজ হইতে B. A. পাশ হন; সংস্কৃত কলেজে B. A. উপাধির ইহাই প্রথম উদাহরণ। সিপাহি বিদ্রোহের সময় সংস্কৃত কলেজে ইংরেজ সৈন্যদিগের আবাস স্থান হয়। সেই দুই বৎসর ১১০ ও ৯২নং বহু বাজার ষ্ট্রীটে ভাড়াটীয়া বাটিতে সংস্কৃত কলেজ উঠিয়া যায়; ১৮৫৯ সালের শেষে কলেজ স্বগৃহে উঠিয়া আসে।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকদিগের নাম।

নাম।	বেতন।	অধ্যাপনা।	নিয়োগের তারিখ।		
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন	৯০	দর্শন	১১	৫	৪০
ভরতচন্দ্র শিরোমণি	৯০	স্মৃতি	১	১২	৪০

নাম।	বেতন।	অধ্যাপনা।	নিয়োগের তারিখ।		
প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ	৯০	অলংকার	১	১২	৩২
গিরীশ চন্দ্র বিদ্যারত্ন	৯০	সাহিত্য	২২	১	৫১
তারানাথ তর্কবাচস্পতি	৯০	ব্যাকরণ	২৩	১	৪৫
দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ	৫০	ঐ	১৪	১	৪৫
রামগোবিন্দ তর্করত্ন	৫৫	ঐ	১	১২	৪০
প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর	৪০	ঐ	২০	৫	৪৬
নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন	৪০	ঐ	১১	১১	৫১
মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত	৩০	ঐ	১৯	১০	৫৩

মেডিকাল কলেজ সম্বন্ধে নানা কথা।

২৪সে মার্চ্চ ১৮৩৮ সালে দ্বারিকানাথ ঠাকুর তৎকালীন মেডিকাল কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার ব্রাম্লিকে (Bramley) নিম্নলিখিত পত্র লিখেন :—

"I am unwilling to offer you my congratulations upon the success which has attended your undertakings in the Medical College, without showing that my feelings towards the institution are more substantial than those which words only can express.

"Should all your expectations be realised, and there is every reason to believe that they will, the Medical College cannot fail to produce the happiest results amongst my countrymen. No man, I assure you, is more sensible

than I am, of the benefit which such an institution is calculated to dispense, but I know also that you have many great difficulties before you, and the greater part of these you will have to contend with at the outset. My own experience enables me to tell you that no inducement to native exertion is so strong as that of pecuniary reward, and I am convinced you will find difficulties disappear in proportion to the encouragement offered to the student in this particular.

"As an individual member of the native community, I feel it belongs to us to aid, as far lies in our power, the promotion of your good cause. At present this can hardly be expected on any very great scale, but as example may be of service to you, I for one will not be backward to accept your invitation to my countrymen to support the College.

"I beg therefore, as an inducement to the Native pupils now studying in the Institution, and to those who may hereafter enter, to offer the annual sum of 2,000 Rupees for the ensuing three years, to be distributed in the form of prizes. In order that these may be of substantial value to the candidates, I propose that the Prizes should not exceed eight or ten in number, and that they should be available to Foundation students only and Natives—bona fide pupils of the College.

All other arrangements in regard to their distribution I leave to your discretion."

১লা ফেব্রুয়ারী ১৮৩৭ সালে তৎকালীন মেডিকাল কলেজের অধ্যক্ষ ব্রাম্‌লি (Dr. Bramley) মেডিকাল কলেজের শিক্ষক নিয়োগ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট পাঠান তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"Without going into individual detail, I have but to appeal to the evidence which even very casual observation will afford, of the inaptitude of Europeans and East Indians to educate natives so as to combine the communication of knowledge with the regulation of their minds and the direction of their habit of thought. The cause is obvious: the interest of the teacher in the pupil ceases in a great measure when they separate on leaving the school-room. Well qualified as are many masters by the possession of information, they are unpractised in the mode of communicating it, and the offost of teaching is to them more or less a labour requiring rest and reaction after the close of the stated periods of instruction, in absence from the scene, and from the objects in and on which the effort has been exerted. The feelings of the masters are not in unision with those of the pupils, and the immense power of moral agency which, as Pestalozzi has practically demonstrated, may be created by working on the

national character of boys uuder a course of instruction' is lost altogether".

এখন যে বাঙ্গালী বালকেরা দলে দলে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি প্রদেশে বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত গমন করে মেডিকাল কলেজের বাঙ্গালী ছাত্রেরা তাহার পথপ্রদর্শক। তবে ইহার পশ্চাতে একটু কথা আছে। শাসনকর্ত্তা লর্ড হার্ডিঞ্জের নাম এ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক হিসাবে তিনি এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৩৫ সালে দ্বারিকানাথ ঠাকুর ইউরোপ যাত্রা করেন। ইংলণ্ডেও ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানে তিনি যথেষ্ট সমাদর লাভ করেন। এদেশের বালকদিগের শিক্ষা পটুতা প্রথম লর্ড হার্ডিঞ্জ বুঝিতে পারেন। এই পরিচয় ফলে তিনি স্থির করেন যে "Native intellect with proper culture and training is capable of the highest attainments in knowledge." ১৮৪৫ সালে ২৮শে জানুয়ারী তিনি টাউন হলে যে বক্তৃতা প্রদান করেন তাহা নিম্নে দিলাম।

লর্ড হার্ডিঞ্জের উৎসাহ প্রদানের ফলে ৪ জন বাঙ্গালী বালক প্রথমে ইংলণ্ডে যাইয়া লেখা পড়া শিখে। এখন এদেশীয় বালকদিগকে ইংলণ্ডে যে অবস্থায় পড়িতে হয় তাহার সহিত যাহারা প্রথমে গিয়াছিল তাহাদের অবস্থা তুলনা করিবার সুবিধার নিমিত্ত নিম্নে এ সম্বন্ধে সরকারী কাগজ হইতে কতকগুলি অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"At the annual distribution of prizes to the successful students of the Hindu and Hooghly College, held in the Town Hall on the 28th January, (1845), the Governor General (Lord Hardinge) spoke to the following effect:—

"I am desirous, before the prizes are distributed, on this, the first time I have presided on such an occasion in the Town Hall of Calcutta, to express the high sa-

tisfaction I derive from observing the care and success with which the affairs of the Hindoo College are conducted. From the Essay that has been just read and those that have been recorded in former years, as well as from the written answers of the students I think abundant proof is afforded of the fitness of the system of education pursued in the College and the efficiency with which that system had been carried out. These also furnish a proof that the native intellect with proper culture and training is capable of the highest attainments in Knowledge.

"It is with reference to this consideration that I wish to draw your attention to the facility and frequency of intercourse between the British Isle and this country, afforded by steam communication. This state of things justifies me in indulging the hope that with the improvement of manners and morals and the expansion of intellect arising from education, many of the natives of this country will visit Great Britain and find a welcome among its inhabitants by the amiability of their manners and the excellence of their character This I think is not by any means a visionary speculation, for a native of this country belonging to a commercial house, has actually within the last three years undertaken a visit to Europe, and one of the consequen-

ces of that visit is that Dwarkanath Tagore, has by his conversation and intelligence, favourably impressed the people of England in regard to the natives of this country.

"He also received the most favourable countenance from our Gracious sovereign and obtained from her Majesty the poratits of herself and of her illustrious consort which within the last few days have been landed, in Calcutta and which I hope will soon ornament the walls of this building. There are numerous other advantages, necessarily accruing to natives of India from a sound system of education, and from familiar intercourse with Great Britain and its inhabitants which must be obvious to you all, and upon which it is unnecessary that I should dilate. But I must point out to you the honorable path of ambition that is open to you in the public service of the Government, in the Courts of law, and in the prosecution of commercial enterprize, and impress upon your minds that it is by education alone that you can hope to succeed in any of these pursuits or become useful members of society. My views on this subject have already been fully made known in the resolution of the 10th October, and I here declare my determination fully, fairly and impartially to carry these views into effect. Already a college has been established

at Patna, and arrangements have been made for opening schools in every district of Bengal for the instruction of the people in the vernacular language. As to the system under which these will be conducted, I think it premature to say anything now, but I do not doubt of their success to the utmost desirable extent. Without however undervaluing the importance of a correct and thorough knowledge of your own language, I earnestly recommend to you the study of English, not abstractedly because it is our tongue but because it opens unto you the whole field of literature and science, and because through it, you may become familiar with the greatest efforts of human genius, whether in invention, discovery, or the deductions of the soundest philosophy. But I must also guard against the possibility of being supposed to recommend you to neglect your own language. Learn it, study it, become so familiar with it that all you acquire in a foreign language you may be able to teach in your own, and then divide with your countrymen the benefit you receive at our hands.

"In addition to the schools of which I have spoken the Government has decided on establishing two new professorships in the Hindoo College, one of Natural Philosophy, the other of Civil Engineering and they will be filled up as soon as competent persons can be found."

পূর্ব্ব এক পরিচ্ছেদে যে চারিজন মেডিকেল কলেজের ছাত্র ইংলণ্ডে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করিতে গিয়াছিল তাহাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখিয়াছি। ইংলণ্ডে পাঠ্যাবস্থায় তাহারা কি ভাবে থাকিত—কি ভাবে পড়িত—তাহাদের অধ্যাপকগণ ও সেই দেশের লোক তাহাদিগকে কি ভাবে দেখিতেন নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশ হইতে তাহা অনেকটা বুঝা যাইবে। ডাঃ গুডিভ তাহাদের অভিভাবক হইয়া তাহাদিগকে লইয়া যান. তিনি ভারত পরিচালনা সভা সমীপে নিয়মিতরূপে তাহাদের সম্বন্ধে সংবাদ পাঠাইতেন; উদ্ধৃতাংশগুলি ডাঃ গুডিভের পত্র হইতে প্রধানতঃ গৃহীত।

"The four pupils who accompanied the Professor and started in the steamer "Bentinck" on the 8th March were Bholanath Bose, a pupil of Lord Auckland's School at Barrackpore, who was supported at the Medical College by his Lordship for five years, and was considered by the late Mr. Griffith the most prominent botanical pupil in the school—Gopaul Chunder Seal—Dwarkanath Bose, a Native Christian, educated in the General Assembly's Institution, and employed for sometime as assistant in the Museum together with Surjee Coomar Chuckerbutty, a Brahmin, native of Coomillah, a junior pupil and a lad of much spirit and promise."

Dr. Goodeve's report :—"With reference to the native Indian students studying in this country I beg to forward a copy of the half yearly report furnished to me

for the information of the Bengal Government, by the Dean of the Faculty of University College.

" The testimony borne by that officer to the progress of these young men in medical studies is exceedingly gratifying, and I am most happy to be able to confirm his opinion."

" Nothing can exceed the zeal and industry they exhibit, and very few English students evince a similar degree of these qualities during their College career. The progress these young natives have made in the acquirement of professional knowledge, has been proportionate to their perseverence, and is fully equal to the best of their fellow pupils during the comparatively short time that they have been associated together. This is fairly shown at the weekly examinations of the classes they attend when I am assured by the professors that these young men invariably distinguish themselves greatly.

" Hitherto they have had but one opportunity of contending for prizes—at the botanical examination in August last. On this oceasion, Bholanath Bose was third on the list, in a class of more than seventy students. He only failed in obtaining the silver medal by two marks, his number being eighty-eight, and that of his successful rival ninety. So excellent indeed were

his answers and so intimate a knowledge of the subject did he display, that Professor Lindley, regretting he had not another silver medal to give, presented him with a copy of his own admirable work as a testimony of his approbation, accompanied by a most complimentary certificate. Lord Auckland also on the same occasion presented the young man with a valuable book. Gopaul Chunder Seal, from his proficiency in practical anatomy, has been selected by Professor Quain to dissect the subjects for his lectures, a post of considerable honor in the anatomical class.

"Suraj Cumar Chuckerbutty has by his zeal and attention so completely won the regard and approbation of Dr. Grant, the distinguished Professor of Comparative Anatomy, that he makes him the frequent companion of his leisure hours, thus affording him the most valuable opportunities of learning this branch of Science. Dr. Grant has also presented him with copies of all his own works, and many of the most important treatises on this subject published in this country and in France; moreover he took the young man with him to Paris as I shall have occasion afterwards to state.

"With respect to Dwarka Nath Bose I have nothing particular to communicate. The private conduct of the young men is most examplary. I have rarely occa-

sion to find fault with any of them : their whole time is given to study, and they appear very regardless of amusement in any shape when it interferes with the great object of their coming to England. They are for the most part gentle and obedient, and have easily conformed themselves to European manners and customs.

"Hitherto their health has been good, and they appear to suffer very little from the cold ; my only fear on this point arises from the comparatively sedentary life they lead in consequence of their devotion to study. I endeavour as much as possible to avoid this evil, but their anxiety to distinguish themselves, and to rival their English fellow students, frequently renders it difficult to accomplish my views on this subject.

"In obedience to the wish of the Hon'ble Chairman and others interested in the successful result of the undertaking in which I am engaged, I have carefully prevented these young men from being frequently present at places of public amusement, lest they be injured by the interest and attention they might thus create. I must at the same time do them the justice to state, that the young men themselves appear very unwilling to be thus flattered, and I am much gratified by their apparent dislike to anything approaching to this species of attention.

"During the College vacation in the month of September, three of the youths accompanied myself and the family to Clifton, where we remained nearly a month.

"They visited Bristol, Bath and the neighbouring part of Gloucestershire, Somersetshire and South Wales, and I took advantage of this opportunity to show them the manufactures of cotton, glass, and floor cloth to be found in that part of England. They visited also with much interest, the tomb of their distinguished fellow countryman, Ram Mohan Roy, and the scene of his illness and death.

"The fourth student, Suraj Coomar, as I have before stated accompanied Professor Grant to Paris. He was there introduced to some of the most distinguished men in France, who treated him with marked kindness. He was constantly occupied under Dr. Grant's superintendence in studying the contents of the various museums of natural history, so abundant and valuable in Paris, and as an evidence of the excellent capacity of this young man, and in proof of the good use he made of this opportunity, I should mention that besides acquiring a great mass of information upon the subject of his favourite study, he obtained during the six weeks he was absent, a knowledge of the French language, which surprised every one who reflected on the short time during which he had been engaged in learning it.

"As far as the experiment has yet advanced, I trust there is reason to hope for a successful result of the undertaking in which these young men have embarked and nothing shall be wanting on my part to fulfil the duty assigned to me by the Honorable Court."

"The following reports from this officer and Professor Williams, the Dean of the Faculty of Medicine of University College, are published for general information and record.

They were addressed to the Secretary to the Honorable Court of Directors.

Dr. Williams reported :--

Report of Dr Williams.

"In compliance with a request from the Secretary to the Council of Education of Bengal, I have to give you a quarterly report of the conduct and progress of the native students now studying at the University College, London.

"I am happy to be able to speak in high terms of their diligence and correct conduct, and the several Professors whose classes they attend assure me that in the examinations, these students give the most satisfactory proofs of their superior intelligence and steady progress. In regard to the gentleman that attends my class, Mr. Gopal Chandra Seal, I can add my personal testimony to the regularity of his attendance at the

lectures and the correctness of his answers at the weekly examinations.

" If they go on as they have begun, there is the best reason to expect that these students will reflect the highest credit to themselves, as well as to their Superintendent and Teachers."

The following extracts from Dr. Goodeve's report for the first half of the year 1847, are published for general information :

" 1. You will observe that the Indian Medical Students continue to give great satisfaction to the Professors of the Institution in which they are studying, and I am happy to state that my own approbation of their character and private conduct continues unabated.

" 2. Since my last report in January, the annual class examinations at the College have been passed by these young men with the following satisfactory results.

Bholanath Bose	Gold Medal in Comparative Anatomy.
	Certificate in Surgery.
	" in Practice of Medicine.
	" in Midwifery.
Surja Coomar Chuckerbutty.	Certificate in Anatomy.
	" in Physiology.
	" in Materia Medica.
	" in Chemistry.

Gopal Chunder Seal.	Certificate in Surgery.
	„ in Medicine.

"3. It will be thus seen, as observed by Lord Brougham in his public address upon the occasion of distributing the prizes at University College on the 30th of April last, that the three Indian students have this year obtained nine honorable marks of distinction independent of the Gold Medal gained by Bhola Nath Bose, an amount of honour highly creditable to their talents and industry, when we regard the variety of subjects thus embraced in their studies and the large number of students with whom they contended. Few of the English youths in the College were equally successful. Some of them it is true gained higher prizes in a single class but with two exceptions amongst more than two hundred pupils no one gained distinction in so many departments of their professional studies as my young friends."

* * * *

Report of the Dean of the Faculty of Medicine. University College, London.

Mr. Liston, the Dean of the Faculty of Medicine reported :—

"I have much pleasure in stating that the conduct and attention of Gopal Chandra Seal, Bhola Nath Bose and Soorjo Coomar Chuckerbutty have been very satis-

factory during the last six months of their attendance in the classes of the College."

*   *   *   *

"These young men are now members of the Royal College of Surgeons of England, both Bachelors and one of them Doctor of Medicine of the London University, the highest professional degree which can be procured in Europe. They have obtained their distinction, not by favour or indulgence, but by severe labour, and by submission to those rigid tests of proficiency, which the highest scientific authorities, have devised to regulate their studies and by which they authorise the admission of candidates to the privilege of exercising the Medical Profession. Thus, besides the ordinary diplomas, they have taken degrees which, mainly on account of high standard of the qualification required from the candidates, are sought by a very small portion of English students. In addition to these satisfactory results of their labour, they have, throughout the whole course of their previous studies, distinguished themselves among their fellow students by obtaining high honours in almost every class examination in which they have contended for prize. Bhola Nath has been specially distinguished in this respect; besides

Dr. Goodeve's report for the last half of 1847.

many certificates he has obtained two Gold Medals and two silver ones on different subjects, an amount of Collegiate honor rarely attained by the best English Medical Students. They have moreover displayed a degree of zeal and energy in the acquisition of knowledge of every description, and above all, pursued a line of moral conduct which has rendered them an object of praise and admiration to all who have had an opportunity of witnessing their career.

" Having thus completed their professional studies my principal anxiety now is, to procure for my pupils a corresponding reward as well for the great moral courage and enterprise they have displayed in coming to this country, in the face of all the powerful obstacles in the shape of national and religious prejudices and the entreaties of relations and friends which opposed their undertaking, as for the distinguished career they have pursued since their arrival.

" I have no doubt that some adequate provision will be made for them by the wonted liberality of the Government, and it would be most presumptous in me to interfere in any way on this point. But I trust that I may be permitted to express my anxious wish that they may receive such employment as will call for the exercise of their acquirement and evince the approba-

tion—entertained of their conduct—and at the same time it will be sufficiently honourable to encourage their fellow countrymen hereafter to make similar endeavour to place themselves upon an equality with ourselves in mental acquirements and moral dignity."

ডাঃ গুডিভের পত্রের শেষের অংশের উত্তর স্বরূপ ভারত পরিচালনার পক্ষ হইতে জানান হইল :—

"On the subject of future employment of the young men the Court entirely acquiesce in the sentiments expressed in your report and propose to communicate their views on the subject to the Government of India leaving it to that Government to carry out their intention in such way as may appear to that authority to be most suitable."

১৮৪৯ সালে ভারত পরিচালনা সভা লিখিলেন :—(Despatch No. 14 of 1848 dated 4th April 1848).

"The eminent success which has attended the young men who have lately completed their studies in this country under the conduct of Dr. Goodeve makes us feel anxious that no opportunity should be lost in inducing native youths to pursue similar studies whilst we are sanguine as to the success of their exertion."

১৮৪৭ সালে তৎকালীন মেডিকেল বোর্ড, মেডিকেল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের বিপক্ষে এক নিন্দামূলক মন্তব্য প্রকাশ

করেন। মেডিকেল বোর্ড সৈনিক বিভাগের চিকিৎসক কর্ম্মচারী লইয়া গঠিত হইত। ৫ বৎসর কাল ধরিয়া প্রতি সভ্য বোর্ডে থাকিত। তখন গভর্ণমেণ্টের দাতব্য চিকিৎসালয় নূতন খোলা হয়—নূতন পাশ করা মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালী ছাত্রগণ এই সকল চিকিৎসালয়ে ডাক্তার নিযুক্ত হইতেন ও জেলার ও মহকুমার সদরে থাকিতেন। মেডিকেল বোর্ড ইহাদের উপযোগিতা সম্বন্ধে এক তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। সেই মন্তব্য ইংলণ্ডে পরিচালনা সভার গোচরে আসে। তাঁহারা তৎকালীন শাসনকর্ত্তা লর্ড হার্ডিঞ্জের এ সম্বন্ধে মত জিজ্ঞাসা করেন, লর্ড হার্ডিঞ্জ তাহার উত্তর দেন। নিম্নে লর্ড হার্ডিঞ্জের পত্র হইতে অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি কি ভাবে এ দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে দেখিতেন তাহা হইতে কতকটা বুঝা যায় ;

"In July last, the Council of Education was directed to report upon the matters contained in the following extracts from a Despatch addressed to the Hon'ble Court of Directors by the Right Honourable Lord Hardinge, having references to objections set forth by the Medical Board as to the incapacity and failure of Native Sub-Assistant Surgeons, subsequent to their being placed in charge of Government dispensaries.

"In the letter, paras 26 to 31, I remarked upon the disparaging terms in which the Medical Board reported on the qualifications and medical value of Native Sub-Assistant Surgeons, educated at the Calcutta College, and I stated at length my firm belief, that confidence, though perhaps slowly, will, in the end, be fully felt in

their medical practice. To these remarks I may add that the result of subsequent enquiries has convinced me of the correctness of the opinion I then expressed. In the neighbourhood of Jubbulpore and Saugor and in the Nerbudda Territories generally I am credibly informed that the native population appreciate most highly the services of the Native Sub-Assistant Surgeons at the several dispensaries and travel from remote parts of the district to have the benefit of their advice and treatment. Several applications have been received from Native Chiefs, to be supplied with Sub-Assistant Surgeons.

"In October last I proceeded with several members of my household, and accompanied by the Secretary to Government and his family and clerks, from Simla, across the Hills to Hoosyharpore in the Jullunder Doab, and exposed to the accidents which so often happen on such journeys. Nearly a month was thus occupied, during which time I was satisfied to entrust the Medical charge of the party, with all the native servants and followers, to the native Doctor attached to my Head quarters, who, as I before mentioned, are frequently called in by European gentlemen.

"A copy of a letter No. 76, from the Medical Board, dated the 14th December 1844, is submitted herewith

for reference, wherein after some preliminary remarks the Board observe, that Native Sub-Assistant Surgeons in charge of Government Charitable Dispensaries have effected great good, and recommend their employment in such charges, and in the care of detached native jails, and indeed with regard to the medical treatment of European officers and their famil s the Board hardly question the fitness of the native Sub-Assistant Surgeons, although they have doubts as to their services being so much appreciated or liked as those of Euro pean Medical officers.

"If these opinions, so favorable to the qualifications of the Sub-Assistant Surgeons given by the Medical Board in December 1844, be contrasted with the terms in which the Board speak of the same class of individuals on the 1st December 1846, the difference indeed is very remarkable. In the 7th para. of their letter No. 64, the following passage occurs :—'It is, we submit, not to be concluded, that a passed graduate furnished as he is with a diploma, is equal as a matter of course to undertake independent medical charge, either at a jail, dispensary, or with a detachment. We are fully sensible that many of the graduates have displayed great proficiency in their scholastic studies, and have passed their examination with extraordinary success, but in general

their subsequent demonstration of utility, ... practically employed, has not been commensurate with their early promise.'

"These remarks, so condemnatory ... one of our most valuable institutions for advancing the civilization of India, might be applied to any class of students in any profession in Europe; amongst the ... of the Military College, or of the Royal Academy ... Woolwich, many young men pass admirable examination ... their commissions, who in after life frequently disappoint the expectations formed of their ability in the ... The same result occurs with those who have ... honours at Oxford and Cambridge, and I apprehend ... able Assistant Surgeon were placed at a salt ... Bengal with two or three European patients on whom to exercise his professional skill, ... he would at the ... 14 or 16 years probation when promoted to the ... Surgeon, be no exception to the general rule ... by the Medical Board. The opinion of the Board ... justified by two cases of incompetency of Sub-Assistant Surgeons employed in detached stations ইত্যাদি ইত্যাদি।"

লর্ড হার্ডিঞ্জের লেখার ফলে বাঙ্গালী ডাক্তার গণের ... অপবাদ দূর হয়।

"CALCUTTA MEDICAL COLLEGE. (DONATION. 1844-45).

To Dwarkanath Tagore for his magnificence and public spirit in taking to England with him and educating at his own expense two pupils of the Medical College, an event in the history of that useful and successful institution surpassed only by the primary introduction of human anatomy and dissection into British India. In connection with the same triumph, may be mentioned the names of His Highness the Nawab Nazim of Bengal, who contributed Rs. 4,000 towards the expenses of a third pupil ; Maharaja Pertab Sing Bahadoor of Burdwan and several other native gentlemen, among whom is particularly distinguished Ramgopal Ghosh, Esq. of this city, whose active interest and incessant exertions in this cause, with the friendly feelings evinced towards the pupils, were not a little conducive to the successful termination of the first stage of their important experiment, the detailed particulars connected with which will be found in the special report of the Medical College." (Report 1844-45).

১৮৩৫ সালে শবচ্ছেদ প্রথমে আরম্ভ হয়, ১৮৩৭ সালে ৬০টি নরদেহের প্রয়োজন হইয়াছিল —১৮৪১ সালে ৫২১ দেহ আবশ্যক হয়।

১৮৪৪ সালে মেডিকেল কলেজ উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে Graduates in Medicine and Surgery এই উপাধি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়।

১৮৪৫।৪৬। "The Right Hon'ble Sir Henry Hardinge

during the past year announced his intention of presenting to the best and most proficient pupil of the year in the Medical College a prize of books to the value of Co.'s Rs. 200.

১৮৪৭।৪৮। "Lord Arthur Hay made over his valuable ornithological and other collections of Natural History to the Museum of the Medical College.

মেডিকেল কলেজে মধুসূদন গুপ্তর যে চিত্র আছে তাহা Mrs. Belnos বলিয়া একজন রমণী চিত্রিত করেন ও ১৮৪৮।৪৯ সালের পাঠারম্ভ দিনে কলেজে প্রদান করেন, ইহার নীচে লিখিত আছে "The first Hindu Anatomist of British India."

বর্ত্তমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দেশীয় লোকদিগের চিকিৎসার নিমিত্ত কলিকাতায় Native Hospital ছিল। যখন মেডিকেল কলেজ খোলা হয় (১৮৩৫ সালে) তখন জেম্‌স্ র‍্যানাল্ড মার্টিন (James Ranald Martin) এই নেটিভ্ হাসপাতালের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সেই সালে কলিকাতায় পীড়া ও স্বাস্থ, Ventilation Drainage and Municipal Arrangement সম্বন্ধে তত্ব সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত গভর্মেণ্টকে অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধের ফলে গভর্মেণ্ট একটি সমিতি গঠন করিবার আদেশ প্রকাশ করেন। এই সমিতির নাম হয় "Calcutta Fever Hospital and Municipal Committee." Sir J. P. Grant ইহার সভাপতি হন। দেশীয় লোকদিগের মধ্যে রসময় দত্ত, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারিকানাথ ঠাকুর, রস্তমজি কাওয়াস্‌জি সদস্য ছিলেন। এই

সমিতিটি ১২ বৎসরকাল কাজ করিয়াছিল ও অনেক আবশ্যকীয় বিষয় সম্বন্ধে তত্ত্ব সংগ্রহের ফলে তিন খণ্ড স্থূলকলেবর বিবরণ প্রকাশ হয়। স্বাস্থ, পুলিশ ও রোগনিবারণ সম্বন্ধে অনেক কথা থাকে। এতদ্ভিন্ন সমিতির সদস্যগণ কলিকাতায় একটি বড় হাসপাতাল "(a large Central Hospital to be called the Fever Hospital)" নির্ম্মানের জন্য অনুরোধ করেন। প্রস্তাবিত হাসপাতলে জ্বর, বসন্ত, আমাশয় ও ওলাউঠা ও তদনুরূপ রোগের চিকিৎসা হইবার কথা হয়।

হাসপাতাল গঠনের নিমিত্ত ৬১২৪৮ টাকা ৭ আনা ০ পাই সাধারণ চাঁদা হইতে উঠে। টাকা উঠিল বটে কিন্তু নানা কারণে হাসপাতাল গঠিত হয় নাই। ১৮৪৩ সালে Dr. Mouat শিক্ষা সমিতির সম্পাদক (Secretary to the Council of Education) ছিলেন। তিনি সেই বৎসর অক্টোবর মাসে Sir John Grant এর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং যে টাকা প্রস্তাবিত Fever হাসপাতালের জন্য উঠিয়াছিল সেই টাকা মেডিকাল কলেজ সংলগ্ন একটি (General অর্থাৎ যে স্থানে সকল প্রকার রোগের চিকিৎসা হইবে) হাসপাতাল গঠিত করিবার প্রস্তাব করেন। সেই বৎসর শিক্ষা সমিতি (Council of Education) স্বতন্ত্রভাবে মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন একটি নুতন হাসপাতাল খুলিতে চাঁদা তোলেন। ৪১,৭৫১ টাকা ৮ আনা ২ পাই চাঁদা উঠে। ১৮৪৪ সালে Under Secretary বিড্‌ন্ সাহেব (Beadon) শিক্ষা সমিতিকে জানান যে যদি এই প্রকার হাসপাতাল গঠিত হয় তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীগণের (Establishment and Medicines) ব্যয়ভাব বহন করিবেন। পুরাতন ক্ষুদ্র হাসপাতাল ভাঙ্গিয়া নুতন হাসপাতাল নির্ম্মান হয়। ২৩৬৭৭২ টাকা ২ আনা ৬ পাই ব্যয় হয়; রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, ১০০০০ টাকা, রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ ৫০,০০০ টাকা প্রদান করেন। ধাত্রী হাসপাতাল (Lying

Haspital) নির্ম্মাণের নিমিত্ত বর্দ্ধমানের মহারাজা ১০,০০০ টাকা দান করেন ; মতিলাল শীল হাসপাতালের নিমিত্ত অধিকাংশ জমী দেন।

THE MEDICAL COLLEGE HOSPITAL.

The funds for the erection of this Hospital were obtained from the following sources—

	Rs.	a.	p.
Old Fever Hospital subscriptions	61,248	7	10
New Fever Hospital subscriptions	41,751	8	2
Balance of the Funds of the Lottery Committee ...	57,771	13	11
Donation of Pertab Chand Sing	50,000	0	0
Rajah Satya Churn Ghosal ...	10,000	0	0

সে সময়কার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আশংসিত খরচের তালিকা নিম্নে দিলাম ---

		Monthly Rs.
Hospital Establishment	...	594
Dieting 100 European patients	...	700
„ 250 Native patients	...	500
Lighting the Hospital	...	40
Incidental expenses	...	50
Hospital dispensary	...	70
Outdoor dispensary	..	70
		2,024

তৎকালীন গভর্ণরজেনারেল Lord Dalhousie ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৮৪৮ সালে ভিত্তি স্থাপন করেন, ১লা ডিসেম্বর ১৮৫২ গৃহটি খোলা হয়। ১লা মার্চ্চ ১৮৫২ সালে প্রথম রোগী ভর্ত্তি হয়।

চক্ষু রোগের হাসপাতাল পূর্ব্বে উড ষ্ট্রীটে ছিল, ১৮৫৩ সালে নূতন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নীচেকারঘরে উঠিয়া আসে।

"The mortality of the late College Hospital, small and ill adapted as it was for its purposes, was rather less than 10 per cent. upon the whole number under treatment, as shown by the following abstract of the cases treated in it."

There was admitted to the Medical College Hospital from 1841 to 1852.

Europeans	...	11,540
Of whom died	...	1,203
And were discharged	...	10,337
Natives	...	11,519
Died	.	1,033
Discharged	...	10,486

"At page 120 of the first report of Sir John Grant,s Comnitee, it is mentioned that the mortality in the Calcutta General Hospital for five years was :—

Of paupers, nearly	...	16 per cent.
Seamen	...	13 „
Townsmen not paupers	...	12 „

Of recruits and invalids ... 4·68 „
"giving an average mortality of all classes of 14·6 per cent"

মেডিকেল কলেজে উত্তীর্ণ ছাত্রগণ।

১৮৩৭।

১। উমাচরণ শেঠ।
২। দ্বারিকা নাথ বসু।
৩। রাজ কৃষ্ণ দে।
৪। নবীন চন্দ্র মিত্র।

১৮৩৮

১। প্রেমানন্দ মৈত্র।
২। মহেশ চন্দ্র দে।
৩। সাতকড়ি দত্ত।
৪। দীন নাথ ধর।

মেডিকেল কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ যাঁহারা সরকারী চাকরি করিতেন।

Names.		Date of rank.
1. Umachurn Sett	...	13th February 1839.
2. Shamachurn Dutt	...	12th April 1839.
3. Callachand Dey	...	12th August 1839.
4. Issurchunder Gangooly		1st January 1840.
5. Ramnarayan Doss	...	Ditto.
6. Jadabchunder Sett	...	Ditto.
7. Nabinchunder Pal	...	Ditto.
8. R. G. Heming	...	Ditto.

9.	Rajkristo Chatterjee ...	10th February 1841.
10.	Jadabchandra Dhara ..	Ditto.
11.	Chimun Lall ...	Ditto.
12.	Nilmoney Dutt ...	24th March 1841.
13.	Budden Ch. Chowdhury	11th February 1842.
14.	Moheschunder Nan ...	Ditto.
15.	Dinonath Dhur ...	Ditto.
16.	Sadoochurn Mullic ...	Ditto.
17.	Shamachurn Sarcar ...	Ditto.
18.	Paramananda Sett ...	Ditto.
19.	Moheschunder Dey ...	Ditto.
20.	Gopakristo Goopto ...	23rd February 1842.
21.	F F. D'cruze ...	28th December 1842.
22.	Shamachurn Dey ...	Ditto.
23.	Chandrasekhar Haldar	Ditto.
24.	Tarachand Pyne ...	Ditto.
25.	Govindchunder Doss ...	Ditto.
26.	Purmessur Doss ...	Ditto.
27.	Hurronath Mitra ...	26th May 1845.
28.	Wazeer Khan ...	Ditto.
29.	Dwarkanath Chatterji	Ditto.
30.	Taruckchunder Lahiri	Ditto.
31.	Kaleychurn Lahiri ..	Ditto.
32.	Tarachand Sen ...	20th May 1846.
33.	Obhoychurn Neugee ...	Ditto.

34. Doyalchand Bysack ... Ditto.
35. Coonjobihari Chatterji .. Ditto.
36. Monohur Mukerji .. Ditto.
37. Tameez Khan ... 16th June 1847.
38. Jadabchunder Ghosh ... Ditto.
39. Omeschunder Bose ... Ditto.
40. Ramsoonder Ghosh .. Ditto.
41. Tarachand Banerji ... Ditto.
42. Buddinath Bromho ... Ditto.
43. Kaleenath Mozumdar Ditto.
44. F. J. Pettingal ... 25th May 1848.
45. Neelmadhab Mukerji ... Ditto.
46. Govindachandra Dutt .. Ditto.
47. D. Picachy ... Ditto.
48. W. J. Ellis . 12th April 1849.
49. Nobogopal Ghoshal ... Ditto.
50. Kallydoss Nundy ... Ditto.
51. A. Thomas ... Ditto.
52. Fukeerchand Bose ... Ditto.
53. James Kearney .. 11th April 1850.
54. Bukshee Ram ... Ditto.
55. Bholanath Doss ... Ditto.
56. Sreenath Mukerji ... Ditto.
57. Madhublall Shome ... Ditto.
58. J. J. Durant ... Ditto.

59. C. Raddock ... Ditto.
60. Mahomed Jaun ... 12th May 1851.
61. J. Hindey ... Ditto.
62. Dinonath Doss Ditto.
63. Omeshchunder Mitter Ditto.
64. Konoylall Sen .. Ditto.
65. Girischunder Palit Ditto.
66. David W. Renton ... 5th July 1851.
67. G. Daly ... 6th April 1852.
68. Chundercoomar Dey ... Ditto.
69. Abdool Hameed (1st) ... Ditto.
70. Ditto (2nd)... Ditto.
71. Brindabunchunder Chatterji .. Ditto.
72. Gopalchunder Pautack Ditto.
73. Umbicachurn Chatterji Ditto.
74. Brijonath Bundopadhya Ditto.
75. A. J. Meyer ... Ditto.
76. D. O'Brien ... Ditto.
77. M. M. Gasper ... Ditto.
78. Ameen Oodeen Khan ... Ditto.

মেডিকেল কলেজ।

১৮৫২-৫৩

১। নীলমাধব মুখোপাধ্যায়।

২। মৃত্যুঞ্জয় বসু।

৩। অন্নদা প্রসাদ নাগ।

৪। ক্ষেত্র চন্দ্র নন্দী

৫। বিহারী লাল ঘোষ।

৬। কৈলাস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৭। জগন্নাথ সেন।

৮। রাম চন্দ্র সেন।

৯। চন্দ্র নাথ বিশ্বাস।

১০। রাধা প্রসাদ শেঠ।

১১। নীলমাধব সেন।

১২। দুর্গাদাস কর।

১৩। ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়।

১৪। শ্রীনাথ সেন।

১৫। গিরীশ চন্দ্র সেট।

১৬। জে. ফয়।

মেডিকেল কলেজ

১৮৫৪।

১। মহেশ চন্দ্র ঘোষ

২। রমা চরণ বসু।

৩। মরগান (ডবলিউ, এচ)।

৪। ডবলু হেজ।

৫। ব্রজনাথ কারফরমা।

৬। সলোমন এ।

৭। মিনাস পি এ

৮। সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়।

৯। নন্দকুমার মিত্র।

১০। চন্দ্রনাথ বসু।

মেডিকেল কলেজ।

৫৫-৫৬।

১। ই হ্যারিস

২। জি, এ ফিজারাল্ড।

৩। জগবন্ধু বসু।

৪। রাম চন্দ্র দত্ত।

৫। সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী।

৬। মাখন লাল।

৭। চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

৮। অপূর্ব্বকৃষ্ণ গুপ্ত।

৯। যদুনাথ বসু।

১০। ক্ষেত্র মোহন ঘোষ।

১৮৫৭-৫৮

১। নীলমাধব হালদার।

২। দীনবন্ধু দত্ত।

৩। রহিম খাঁ।

৪। করুণা কুমার সেন।

মেডিকেল কলেজ।

১৮৫৮-৫৯

১ হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

২। কাশী চন্দ্র দত্ত।

১৮৫৯-৬০

১। জোসুয়া কারবেরি।
২ কালাচাঁদ হালদার।
৩। রাধারমণ রুদ্র।
৪। জে, টাইলার।
৫। বলাই চন্দ্র সেন।
৬ দোকড়ি ঘোষ।
৭। ই, কে. হজকিনসন।
৮ এফ কেট।
৯। কালী প্রসন্ন ঘোষাল।
১০ কালী কৃষ্ণ ঘোষ।
১১ উমেশ চন্দ্র দত্ত।
১২। প্রসন্ন গোপাল বসু।
১৩ রাই কৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

হুগলি কলেজ সম্বন্ধে নানা কথা।

১৮৪৩ সালে অধ্যক্ষ (Principal James Sutherland) কলেজ হইতে Secretary to the Superintendent of Marines হইয়া কলেজ পরিত্যাগ করেন। ১৮৪৮ সালে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক Kerr সাহেব ও হুগলির অধ্যাপক Capt D. L. Richardson পরস্পরে স্বেচ্ছায় স্থান পরিবর্ত্তন করেন, কার সাহের হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ হন।

অনেক বালকের অভিভাবক নূতন স্থাপিত ইংরেজী কলেজ সম্বন্ধে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে আসিত। কলেজের অধ্যক্ষ কিন্তু বাঙ্গালা জানিতেন না; এ সঙ্কটে তিনি একটি উপায় উদ্ভাবন করেন।—

একজন পণ্ডিতকে কেবল এই কার্য্যের নিমিত্ত নিযুক্ত করিলেন। ছাত্রদিগের পিতা বা অপর কেহ অভিভাবক আসিলে এই পণ্ডিত তাহাদের সহিত আলাপ করিত ও আবশ্যকীয় সংবাদ দিত।

"As few of the native parents in this district speak English fluently and as none of the European masters have (?) sufficient knowledge of Bengalee to enable them to enter native society under advantageous circumstances, it is evident that the best means, such as personal intercourse are not available to the natives for the formation of a correct opinion of the European masters. This is much to be regretted, and as a remedy the Principal suggested that one of the Pundits should be directed to answer the calls that may be made on him, for instructions by the English masters without expecting any other reward then his official salary."

হুগলি ও চুঁচড়ায় চিরদিনই শিক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহ ছিল। ১৮৪৪ সালে চুঁচড়াতে দিগম্বর বিশ্বাস ও হরচন্দ্র রায় উভয়ে একটি করিয়া স্কুল খুলেন। হরচন্দ্র রায়ের স্কুল চুঁচড়ার বড় বাজারে ছিল। তাহার মাহিনা ছিল ॥০ হইতে ৩ টাকা। প্রথমে ৫০ জন ছাত্র ভর্ত্তি হয়, এক বৎসরের মধ্যে ছাত্র সংখ্যা ১৭০ জন হয়।

কি সহজে বাঙ্গালী ছেলেরা ইংরেজী শিখিত ও আয়ত্ত করিতে পারিত নিম্নলিখিত পরীক্ষা বিবরণ হইতে কতকটা অনুমান করা যাইবে।

"The rest of the class was examined by the Rev. James Bradbury, whose report is annexed :—

Reading of the following pieces :—

A Parish Poor-house (Crabbe).

The Evening before the battle of Waterloo (Byron).

Folly of Human Pursuits (Young).

With the reading of the young men I was much pleased ; their pronounciation in always every individual case, correct, and little or nothing appeared of a foreign accent, and which in my opinion is infinitely more important, nearly all entered into the spirit of the author with apparent ease.

Examination of the following pieces :—

Napoleon (Byron).

On a prospect of Eton College (Grey).

Folly of Human Pursuits (Young).

The young men gave the literal and figurative meaning of single words and the true sense of long passages with no difficulty and in doing so, spoke the English language with correctness, ease and fluency."

বালক গুলির বয়স ছিল ১৩ হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে।

আর একজন পরিদর্শক মত প্রকাশ করিলেন "The boys are fully conversant with the geography of Europe—but were unacquainted with the geography of Asia."

বাঙ্গলা ভাষার দুরবস্থা শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে চির দিনই ছিল। ১৮৫৫ সালে হুগলি কলেজে বাঙ্গলা পরীক্ষা সন্তোষজনক হয় নাই। এই দোষ সংশোধন করিতে ভবিষ্যত পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ,হইল Translations from Lamb's tales upon Shakespeare প্রবোধ চন্দ্রিকা আর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

হুগ্‌লি কলেজ।

১৮৩৭ সাল

প্রথম শ্রেণীর পরীক্ষার লফ।

পারদর্শিতানুসারে।

১। বলরাম বিশ্বাস।
২। যাদব চন্দ্র মিত্র।
৩। বেণীমাধব বন্দোপাধ্যায়।
৪। রির্চার্ড সেসিল।
৫। ভগবতী চরণ মল্লিক।
৬। রাম রতন সরকার।
৭। রামগোপাল দাস।
৮। গৌর চরণ নিয়োগী।
৯। ভোলানাথ ঘোষ।
১০। ভবাণী মোহন সেন।
১১। রাম চাঁদ পাইন।
১২। ঈশ্বর চন্দ্র মোদক

১৮৩৯

গণিত পরীক্ষার ফল।

১। কালীদাস মুখোপাধ্যায়।
২। বলরাম বিশ্বাস।
৩। নবীন চন্দ্র দাস।
৪। দিগম্বর বিশ্বাস।
৫। গঙ্গাচরণ সোম।
৬। ভোলানাথ ঘোষ।

১৮৪০ ৪১

নিম্ন বৃত্তি ।

১ । যদুনাথ দাস ।

২ । কেদার নাথ দে ।

৩ । গোবিন্দ চন্দ্র বসু ।

৪ । ভুবন মোহন সেন ।

৫ । হর চন্দ্র বসু ।

উচ্চ বৃত্তি ।

১ । যদুলাল বন্দোপাধ্যায় ।

২ । নরোত্তম মল্লিক ।

৩ । হরিমোহন বন্দোপাধ্যায় ।

৪ । গঙ্গাচরণ সরকার ।

হুগ্‌লা স্কুল ।

নিম্ন বৃত্তি ।

১ । গোবিন্দ চন্দ্র কুমার ।

HUGHLY COLLEGE.

List of students proposed for prize :

১৮৪২

১ । পঞ্চানন দত্ত ।

২ । গোবিন্দ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

৩ । তারিণী চরণ চৌধুরী ।

৪ । যদুনাথ চক্রবর্ত্তি ।

৫ । সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় ।

৬ । তিনকড়ি দাস ।

HUGHLY COLLEGE.

Second Class (Upper School).

Result of examination 1845-1846.

Rev. F. Fisher examined this class in English and reports as follows:—

'Most of the boys appeared to possess a complete knowledge of the subject.

"Satcowry Mukerji and Prankristo Ghosh have acquitted themselves very well in this branch."

SENIOR SCHOLARSHIP

হুগ্‌লী কলেজ।

১৮৪৫ ৪৬।

১। চন্দ্রনাথ মৈত্র।

২। হরিমোহন চট্টোপাধ্যায়।

৩। নরোত্তম মল্লিক।

৪। গঙ্গাচরণ সরকার।

৫। গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

৬। নীলচরণ দাস।

৭। যদুনাথ দাস।

৮। যজ্ঞেশ্বর ঘোষ।

HINDU COLLEGE.

1844-45.

The undermentioned boys, belonging to the senior classes, have left the College since the publication of the last report *viz* :—

1. Annundokissen Bose, 1st class S. S. holder,—unemployed.
2. Chundichurn Sing, S. S. holder.
3. Boystavchunder Gangooly, Writer, Supr.Court.
4. Nundolall Dey, Computor, Surveyor General's Office.
5. Govindachandra Seal, Teacher, Seal's College.
6. Umacharan Bose,—unemployed.
7. Coylaschandra Mukerjea,—unemployed.
8. Ramgopal Mullic,—unemployed.
9. Gonace Chunder Banerjea, 2nd class,—unemployed.
10. Samachurn Laha, Banian.
11. Horocoomar Mitter, Computor, Surveyor General's Office.
12. Sreekissen Dutt 2nd class, Writer, General Treasury.
13. Rajkisto Halder, Writer, General Treasury.
14. Hurydoss Dutt, 2nd class,—unemployed.

15. Sibchunder Mitter,—unemployed.

16. Chundercoomar Dutt, 2nd class,—unemployed.

HUGHLY COLLEGE.

1845-46

The four Senior Scholarships vacated and the out Scholarship for which no external competition appeared have been gained by—

1. Brijolall Chowdhury.
2. Dwarkanath Chuckerbutty.
3. Gopalchunder Bhattacharji.
4. Chundichurn Shome.
5. Satcowry Roy.

Their numbers will bear a favourable comparison with those gained by the first 13 students of the Hindu College and exhibit a considerable and most creditable advance in the higher grades of the Hughly Institution.

Hindoo College (In order of merit.)

1. Iswarchunder Mitter
2. Nobinchunder Palit
3. Dinobandhu Dey
4. Gopallall Roy
5. Greeschunder Chowdhury
6. Shamachurn Bose
7. Prosonnocoomar Sarbadhicary

8. Kissanchandra Ghosh.
9. Gourdoss Basack.
10. Jagodishnath Roy.
11. Sibchunder Dutt.
12. Bonomali Mitter.
13. Keshabchandra Ghosh.

Hughly College (In order of merit.)

1. Nobinchandra Doss.
2. Hurymohan Chatterji.
3. Norottum Mullick.
4. Joggeswar Ghosh.
5. Judoonath Doss.
6. Daricanath Chuckerbutty.
7. Brijolall Chowdhury.
8. Gangacharan Sircar.
9. Gopalchunder Bhattacharji.
10. Gooroochurn Chatterji.
11. Chundichurn Shome.
12. Gooroochurn Doss.
13. Satcowry Roy.

HUGHLY COLLEGE.

1845-46

Students who have left the College for public or private employment.

UPPER SCHOOL.

1st Class, Section A.

Degamber Biswas Peshkar of the Collectorate at Nuddea. Gooroochurn Chatterji, 3rd teacher of the junior department of the Krishnagar College.

Nobinchandra Das, 4th master, junior department Hindoo College.

Juggeswar Ghosh, 2nd teacher of the school at Baraset.

Kistochunder Shaw, Darogah of Ghatal, Hughly.

Brijolall Chowdhuri, Darogah, Moorshidabad.

1st Class Section B.

Brojanath Shaw, Assistant in the Office of the Accountant General, civil building department.

2nd Class.

Rajkristo Chowdhuri, writer in the General Treasury.

Pratapnarayan Banerjee, Nazeer of the Burdwan Collectorate.

3rd Class.

Madhablall Seal, Furgusson & Co.'s office, Calcutta.

Umbicachurn Mukerji, Assistant Magistrate's office, Hooghly.

Hurrodeb Ghosh, Hyde, Gardner & Co.'s office, Calcutta.

Khetternanth Dey, Assistant to Secretary in the Superintendent of Marine's office.

4th Class Section B.

Denonath Ghosh, teacher of the school at Damoordah.

কৃষ্ণনগর ও অপরাপর কলেজ সম্বন্ধে নানা কথা।

(Establishment.)

১৮৪৫-৪৬ সালে মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুর ও বাবু রাম লোচন ঘোষ সদর আমীন আলা স্কুল কমিটির সদস্য ছিলেন। নিম্নলিখিত শিক্ষকগণ তখন পড়াইতেন।

Babu	Ramtonoo Lahoree,	2nd	master, J. D.
„	Doyalchand Roy	3rd	„
„	Gooroochurn Chatterji	4th	„
„	Baneemadhub Bose	6th	„
„	Sreecant Chowdhury	7th	„
„	Gangadhar Chucrobutty	8th	„
„	Tarineechurn Roy	9th	„

Mudunmohan Tarkalankar, Head Pundit. Anundchunder Sheeromoni, 2nd Pundit.

Jugatchunder Lahoree, Head Writer and Librarian.

কৃষ্ণনগর।

১৮৪৭।৪৮

উচ্চবৃত্তি।

১। অম্বিকা চরণ ঘোষ।
২। রাস বিহারি বসু
৩। দুর্গা চরণ হালদার।
৪। উমেশ চন্দ্র দত্ত।

নিম্নবৃত্তি।

১। কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পারিতোষিক প্রাপ্ত ছাত্র

১ম শ্রেণী।

১। বিধুভূষণ বসু।
২। কাশী চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
৩। শ্রীনারায়ন দাস।
৪। জগদীশ চৌধুরী।

২য় শ্রেণী।

১। আনন্দ লাল রায়।
২। যদু নাথ চক্রবর্ত্তী।
৩। ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়।
৪। দিন নাথ রায়।

১ম শ্রেণী।

১। রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
২। বিষ্ণু চন্দ্র দত্ত।

৩। ঈশ্বর চন্দ্র দত্ত।

৪। অঘোরনাথ ঘোষাল।

৫। ভগবতি চরণ মুখোপাধ্যায়

৬। রাম মিত্র নাথ।

৭। কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়।

৮। যোগেন্দ্র চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

তৃয় শ্রেণী।

১। যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়।

২। কেদারেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩। সারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

৪। হরি লাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। রামলাল দে চৌধুরি।

৬। কালি দাস রায়।

৭। পূর্ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮। গিরীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৪র্থ শ্রেণী।

১। অখিল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

২। গোবিন্দ চন্দ্র বিশ্বাস।

৩। মনমোহন ঘোষ।

৪। রামলাল মুখোপাধ্যায়।

৫। রাখাল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

৬। ক্ষিতীশ চন্দ্র রায়।

৭। শশীভুষণ মুখোপাধ্যায়।

৮। পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

৯। বিষ্ণু চন্দ্র গাঙ্গুলী।

১০। গিরিজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

ঢাকা কলেজ।

১৮৪১-৪২।

"The present school house is situated near the middle of the Sudder City, about 100 yards west of the Magistrate's Cutchery and nearly the same distance south of the Protestant Church. It is distant but a few yards from the seat of the new College."

Report 1841-42.

নূতম কলেজগৃহ নির্ম্মান করিতে ২৩,০০০ টাকা ব্যয় হয়, তন্মধ্যে গভর্ণমেণ্ট ১৭,০০০ টাকা প্রদান করেন।
Military Board এই গৃহটি নির্ম্মাণ করে; কলিকাতার লাট পাদ্রী ভিত্তি স্থাপন করেন।

পারিতোষিক পাইবার উপযুক্ত।

১। বিশ্বম্ভর দাস।

২। রাজকৃষ্ট পাল।

DACCA.

" They (the Council) particularly desire to publish its liberality which has now for some years characterized the residents of Dacca by whose judicious and discriminating encouragement of merit a great deal of emulation

has been excited among the student of the flourishing College in that city.

১৮৫০ সালে বাবু রায় মোহন রায় ও দুইজন আরমানী, কলেজে কেবল ইংরেজী সাহিত্য, রচনা ও ইতিহাস পড়িবার নিমিত্ত আবেদন করে। ১০০৲ টাকা বৎসরে দেয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, তাঁহারা তাহাই দিয়া পড়েন।

"It has been remarked by some that the students of the Government Colleges do not make good Darogahs. The best possible evidence has been furnished to the Principal that some of the ex-students of Dacca have completely succeeded in the arduons office, Krishnachandra Dutt employed as a Darogah under the Magistrate of Howrah in particular is recommended for promotion as having gained the respect and applause of all classes who though they may not practice yet know how they admire real honesty and integrity of purpose. Perhaps no greater blessing could be conferred on the people of Bengal than that of providing an enough supply of honest, able and intelligent Darogahs for their protection." (Report 1842).

Donations. One gold medal value Rs. 100 by N. P. Pogose to the best mathematician. One silver medal, worth Rs. 50 by Khawja Aleem Ulla for the best Bengali essay, 2 medals of 32 rupees each by I. N. C. Pogose Esq, to be given to the best Bengali scholar of the fourth college class and to the best mathematician of the upper school.

১৮৪২-৪৩

উচ্চবৃত্তি। বৃত্তির উপযুক্ত

১। রাজকৃষ্ণ পাল।

নিম্নবৃত্তি। উপযুক্ত।

১। বিশ্বম্ভর দাস।
২। আনন্দচন্দ্র দাস।
৩। কৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ।
৪। কালিচরণ ঘোষ।
৫। ভগবান চন্দ্র বসু।

ঢাকা কলেজ।

১৮৪৩।৪৪

উচ্চবৃত্তি।

১। জগবন্ধু মুখোপাধ্যায়।
২। কৃষ্ণচন্দ্র সেন।
৩। রাজকৃষ্ণ পাল।
৪। কৃষ্ণ সুন্দর ঘোষ।

নিম্নবৃত্তি।

১। বিশ্বেশ্বর দাস।
২। আনন্দ চন্দ্র দাস।
৩। কালীচরণ ঘোষ।

৫। বঙ্গ চন্দ্র

৬। ভগবতী চরণ গাঙ্গুলী।

উচ্চবৃত্তি।

৪৪।৪৫

১। কৃষ্ণপ্রসাদ শর্ম্মা। (চট্টগ্রাম)

২। হৃষিকেষ পাল।

৩। জগবন্ধু মুখোপাধ্যায়।

৪। কৃষ্ণচন্দ্র সেন। (কুমিল্লা)

৫। রাম কুমার বসু। (চট্টগ্রাম)

৬। কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ।

নিম্নবৃত্তি।

১। কালীচরণ ঘোষ।

২। ভগবান চন্দ্র বসু।

৩। আনন্দ চন্দ্র দাস।

৪। বিশ্বম্ভর দাস।

৫। বঙ্গ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৬। রাম শঙ্কর সেন। (কুমিল্লা)

৭। কৃষ্ণ চন্দ্র রায়। (কুমিল্লা)

৮। গোবিন্দ চন্দ্র বসু। (কুমিল্লা)

৯। ভগবতী চরণ গাঙ্গুলী। (কুমিল্লা)

DACCA COLLEGE, (1845-46)

The annual scholarship and general examination was held in September on the days appointed. Four students,

১। জগবন্ধু মুখোপাধ্যায়।

২। হৃষিকেষ পাল।

৩। কৃষ্ণসুন্দর ঘোষ।

৪। রামকুমার বসু। (Chittagong).

were permitted to retain their senior scolarships

৫। ভগবানচন্দ্র বসু।

৬। আনন্দ চন্দ্র দাস।

were promoted from junior to senior scholarships. Seven students retained their junior scholarships. These were

১। কালীচরণ ঘোষ।

২। বঙ্গোচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

৩। ভগবতী চন্দ্র গাঙ্গুলী।

৪। রামচন্দ্র সেন। (Comillah)

৫। গোবিন্দ চন্দ্র বসু। (Comillah)

৬। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। (Jessore)

৭। অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়। (Comillah)

The following six students obtained junior scholarships.

১। মাইকেল দে সুজা।

২। কৃষ্ণচন্দ্র দত্ত।

৩। অভয় চরণ দাস।

৪। মদন মোহন দাস।

৫। এন, পি পগোস।

৬। কালীকিশোর চট্টোপাধ্যায়।

DACCA COLLEGE, SESSIONS 1845-46.

The following students have left the College during the year to fill official situations :—

Bissumbhur Doss, Junior scholar, writer in the Abkari Commission's Office.

Sreenath Bose, 1st class, ditto ditto in the Abkari Superintendent's Office, Mymensingh.

Nursing Laha, 1st class, Inspector's writer.

Kishenchandra Roy, junior scholar, Abkari Superintendent's Office, Dacca.

Chunderkishore Guha, 1st class, Sheristadar of the Abkari Superintendent's Office, Mymensing.

Jugmohan Dass, 2nd class, writer in Engineer's Office, Dacca.

The five Ramlochun prizes, valued at 8 rupees each have been awarded as follows :—

To Issurchunder Chuckerbutty for general good conduct. To Bhugwanchandra Bose and Rajmohun Auddy for proficiency in English, the former in the senior, the latter in the junior department. And to Kristosundar Ghosh of the senior, and Bharatchandra Mitter of the junior department, for proficiency in Bengali.

ঢাকা কলেজ।

১৮৪৭।৪৮

ঢাকা কলেজে ছয়টি উচ্চবৃত্তি ও আটটি নিম্নবৃত্তি প্রদত্ত ছিল।

উচ্চবৃত্তি।

১। মিঃ ডিসুজা।

২। রামশঙ্কর সেন।

৩। ভগবান চন্দ্র বসু।

৪। আনন্দ চন্দ্র দাস।

৫। মদনমোহন দাস।

৬। জগবন্ধু মুখোপাধ্যায়।

নিম্নবৃত্তি।

১। উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। কৈলাশ চন্দ্র বসু।

৩। অভয় চবণ বিশ্বাস।

৪ পদ্মলোচন দাস।

" Three still remained vacant for want of qualified candidates.

বহরমপুর কলেজ।

১৮৫৩ সালে অক্টোবর মাসে বহরমপুরে কলেজ স্থাপন করিতে গভর্ণমেণ্ট এক আদেশ পত্র প্রকাশ করেন ও তাহার ফলে সেই বৎসরের ১লা নভেম্বর মাস হইতে কলেজ খোলা হয়। কলেজটি কৃষ্ণনগর ঢাকা হুগলি প্রভৃতি অপর কলেজের অনুরূপভাবে গঠিত হয়। নিম্ন ও উচ্চবৃত্তি উভয়েরই পাঠের ব্যবস্থা থাকে। আটটি

উচ্চবৃত্তি ও ১২টি নিম্নবৃত্তি কলেজ প্রদত্ত হইল। A. S. Harrison প্রিন্সিপ্যাল ও A Smith, Headmaster নিযুক্ত হইলেন। প্রথম বৎসর ৩৫২ জন ছাত্র ভর্ত্তি হয় তাহাদের মধ্যে বৎসরের শেষে ৩১৪ জন থাকে।

ক্ষত্রিয়	...	২
ব্রাহ্মণ		১১৮
কায়স্থ	...	১১০
বৈদ্য	...	১৩
বণিক	...	১৬
তন্তুবায়	...	৫
তিলি	...	৪
শৌণ্ডিক	...	১
গোপ	...	৫
কৈবর্ত্ত	...	৫
উগ্র ক্ষত্রিয়	...	৪
সৎগোপ	...	১
স্বর্ণকার	...	১
		২৮৩
খৃষ্টান	...	৮
মুসলমান	...	২৩

"At present the College is held in the rear range, of the Artillery Barracks, a long and undivided room which may tolerably serve until the new building sanctioned by Government may be erected."

১৮৫৬ সালে প্রথমে এই কলেজের ছাত্রগণ বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সেই বৎসর ২১ জন চেষ্টা করে ১৫ জন বৃত্তি পায়।

১৮৫৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সেই বৎসর (১৮৫৮ সালে) কলেজে কেবল মাত্র 1st year class ছিল সেই শ্রেণীতে ৭ জন বালক পড়িত। রাণী স্বর্ণময়ী ঐ বৎসর ৩০০৲ টাকা পারিতোষিকের জন্য দান করেন, ঐ টাকায় দুইটি স্বর্ণ পদক দেওয়া হয়।

পরবৎসর ছাত্র সংখ্যা অল্প হওয়াতে কলেজের উচ্চ দুই শ্রেণী উঠিয়া যায় ছাত্রেরা অল্প বেতনে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িবার অধিকার পায়। কৃষ্ণনগর কলেজে ও সেই সময়ে ঐ কারণে ঐ নিয়ম হয়।

নানা কথা।

শিক্ষক নির্ব্বাচন ১৮৪৩ সালে সাধারণ শিক্ষা সমিতি গভর্ণমেণ্ট সমীপে শিক্ষক নির্ব্বাচনের নিমিত্ত এক অনুরোধ পত্র প্রেরণ করেন, পর বৎসর সেই সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের নিয়ম প্রকাশ হয়।

"The rules were founded upon those obtaining in the [illegible] French [illegible] Victor [illegible]"

যে সকল চাকরী এখন আমরা বড় চাকরী বলি সেই সকল চাকরী ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে অধিকাংশই মুসলমানেরা করিতেন সেই কারণে মফঃস্বলে যে যে স্থানে Local Committee গঠিত হইত, সেই সেই স্থানে এই সকল মুসলমান কর্ম্মচারীগণ প্রায়ই Local Committeeর সভ্য হইতেন তবে তাঁহারা স্কুল সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন বলিয়া বোধ হয় না।

"The majority of them are Mahomedans. They never go to school excepting on show days" (Mr. Lodge Inspector of Schools, Report 1844-45)

১৮৪৪ সালে কুমিল্লা স্কুলে ১৩৯টী বালক পড়িত, তাহাদের মধ্যে হিন্দু ছিল ১১৫ জন, মুসলমান ১৫ জন, ও খৃষ্টান ১ জন।

' Of these hundred are the sons or relatives of Vakeels Sheristadars, writers, etc. belonging to the Government Courts and in the employ of the Rajas of 'Tippera (ibid).

1844-45 The Council were under obligations to the following gentlemen for the preparing of the questions in the Senior and Junior English Scholarship examinations as well as both grades of these for the Sanskrit College and Madrassa.

ENGLISH SCHOLARSHIP.

Senior.

Essay—The Right Hon the Governor General
Literature—The Hon. C. H. Cameron
History—The Hon. Sir H. W. Seton.
Mathematics—Dr. F. J. Mouat.
Natural Philosophy— ditto.
Bengali Essay—Capt. G T. Marshall.

SANSKRIT SCHOLARSHIP.

Both grades in all departments—Capt. G. T. Marshall.

1845-46 "There is an English School at Bansbaria an

ancient seat of Hindu learning, supported by Babus Devendra Nath Tagore and Rama Prasad Roy the sons of distinguished fathers. It is established for the diffusion of Vedantic principles."

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বাঙ্গালি ছাত্রদিগের মাতৃভাষার সম্বন্ধে অবহেলা ও ঘৃনার কথা অনেকবার লিখিয়াছি এ সম্বন্ধে তারতম্য ছিল, হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে এই ভাব কিছু বিশেষ প্রবল দেখা যাইত। *

"The Vernacular exercises of the students of the Hooghly College were much superior to those of the Hindu College"

সেই সময়ে বাঙ্গালা ছাত্রগণ কি প্রকার বাঙ্গালা লিখিত নিম্নে তাহার উদাহরণ দিলাম। যে ছাত্রটীর উত্তর হইতে এই অংশটুকু উদ্ধৃত করিলাম তিনি সেই বৎসর কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে বাঙ্গলায় রচনা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন

বাঙ্গালা রচনা।

(১৮৪৯)

ভারতবর্ষীয় স্ত্রীজাতির বিদ্যা শিক্ষার ফল বর্ণনা কর।

"ভারতবর্ষস্থ স্ত্রীজাতির বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি একবার নেত্রপাত করিলে ইহা সকলেরি নিকট দেদীপ্যমান প্রতীত হইবেক, যে কেবল শৈশবকালাবধি মহিলা দিগের চিত্ত ক্ষেত্রে বিদ্যাদান দ্বারা কোন জ্ঞানের অঙ্কুর সংস্থাপন করার প্রথা এদেশে প্রচলিত না থাকাই তাহারদের দুঃখের সোপান হইয়াছে। তনয়গণকে

কৃতবিদ্য করণাকাঙ্খায় তজ্জনকেরা যদ্রূপ তাহারদিগকে যথানিয়মে প্রতিদিবস বিদ্যাগারে প্রেরণ পুরঃসর তজ্জন্য বহুবর্গ ব্যয় ও কায়মন-বাক্যে পরিশ্রম পর্য্যন্ত স্বীকার করেন সেই রূপ যদি স্বীয় ২ পুত্রীদিগের বিদ্যা শিক্ষার প্রতি কিঞ্চিৎ আয়াস প্রকাশ করেন তবে কি এই ভারত-বর্ষীয় সীমন্তিনীগণ কখন ও এতাদৃশ অজ্ঞানতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হওত মহাক্ষেপার্ণবে মগ্না থা কয়া চিরজীবন যাপন করে? ভুমীষ্টা হওয়া অবধি স্ত্রী অন্তঃপুরে সদা অবস্থিতি করাতে বর্ষীয়সীয়দের প্রমুখাৎ শ্রুত ভূত পিশাচাদির প্রসঙ্গে মিথ্যা গল্প কিংবা লোকাচার ও দেশাচার প্রসিদ্ধ নিরর্থক বস্তুতে মহা আশঙ্কা আর কি তাহারদিগকে ভীতা করিতে সমর্থ হয়? জ্ঞানরূপ দুর্ভেদ্য ফলকের আশ্রয় গ্রহণ করিলে কি রিপুগণের অতি ভীষণ তীক্ষ্ণ অস্ত্রচয়ের আঘাতে তাহারদের মনের সুবৃত্তি সমূহকে আহত করিতে ক্ষম হয়?" ইত্যাদি, ইত্যাদি

পূর্ব্বে হুগ্‌লিতে ইনফাণ্ট স্কুলের কথার উল্লেখ করিয়াছি। ১০০ টাকার বেতনে ফিরিঙ্গি গোমেস সাহেব ছিলেন ইহার শিক্ষক কি ভাবে ৫।৭ বৎসরের বাঙ্গালী বালকদিগের শিক্ষা আরম্ভ হইত নিম্ন লিখিত বিবরণ হইতে কতকটা উপলব্ধি হইবে। এই বিবরণ লিখিবার দুই বৎসর পরে হুগলীর ঘোলঘাটে স্নান করিতে গিয়া গোমেস সাহেবের মৃত্যু হয় ও সেই সঙ্গে স্কুলটি উঠিয়া যায়।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত